Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরমিন আক্তার

রোলঃ 227020694

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরমিন আক্তার

রোলঃ 227020694

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরমিন আক্তার, আইডিঃ 227020694 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আরমিন আক্তার

আইডিঃ 227020694

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
أَمَّا بَعْد...ُ
فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

ভূমিকা

ইসলামে গীবত (পরনিন্দা বা গোপন দোষ চর্চা) অত্যন্ত নিন্দিত এবং গর্হিত একটি কাজ হিসেবে বিবেচিত। কুরআন ও হাদিসে গীবতকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন এটি মানুষের আত্মিক ও সামাজিক জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। গীবত এমন এক প্রকার পাপ, যা মানুষের মধ্যকার বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে।
কুরআনে আল্লাহ তা'আলা গীবতের সঙ্গে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার তুলনা করেছেন, যা অত্যন্ত ঘৃণিত একটি কাজ। গীবত মানুষের অন্তরে হিংসা, বিদ্বেষ ও কলুষতা সৃষ্টি করে, যা তাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) গীবত সম্পর্কে বলেন, “গীবত হলো এমনভাবে কারো আলোচনা করা, যা শুনলে সে কষ্ট পাবে।" সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে উল্লিখিত দোষটি থাকে?" রাসূল (সা.) বলেন, "তাহলে সেটাই গীবত। আর যদি উক্ত দোষ তার মধ্যে না থাকে, তবে তা অপবাদ” (মুসলিম)

অতএব, একজন মুসলিমের উচিত নিজের কথাবার্তায় সংযত থাকা এবং অন্যের গোপন দোষ নিয়ে আলোচনা না করা, বরং পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা বজায় রাখা।

গীবত কি?

গীবত একটি জঘন্যতম মহামারি। যার অসভ্য গ্রাস থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত নয়। আমাদের কোনো আলোচনা, কোনো মজলিস এই জঘন্য পাপ থেকে মুক্ত নয়। মহানবী সা. এ ব্যাপারে

কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। কোরআন মজিদে গীবত সম্পর্কে কঠোর শব্দ এসেছে। সম্ভবত এরূপ কোনো শব্দ অন্য কোনো গুনাহ সম্পর্কে উচ্চারিত হয়নি।

গীবতের শাব্দিক অর্থ

গীবত বলা হয় মানুষের পেছনে পড়া; মানব সত্তায় আছে এমন অপন্দনীয় দোষ ব্যক্ত করা। গীবত মানে কারো অলক্ষ্যে তার দোষ বলা। গীবত বলার অর্থ কারো দোষ বলা।-(মাকাইয়ুসুল লোগাহ, ইবনে ফারেস, ৪/৪০৩; আলকামুসুল মুহীত, পৃ. ১২১)

পরিভাষায় গীবত

ইবনুত তীন বলেছেন, 'গীবত হল এমন কিছু উল্লেখ করা যা অলক্ষ্যে কেউ অপছন্দ করে।'-(ফাতহুল বারী, ১০/৪৬৯)

আলজওহারী এটিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, 'কোন গোপন ব্যক্তির পেছনে এমন কথা বলা যা শুনলে সে বিরক্ত হয়। যদি তা সত্য হয় তবে একে বলা হয় গীবত, পক্ষান্তরে যদি এটি মিথ্যা হয় তবে একে বলা হয় অপবাদ।'-(আসসেহাহ, ১/১৯৬৩)

আল-মুনাবী বলেছেন: এটি কারো পেছনে তার পিন্ডি উল্লেখ করা, মৌখিকভাবে, অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কিংবা তামাশার মাধ্যমেই।'-(ফয়যুল কদীর, ৩/১৬৬)

ইমাম গাযালী রহ. বলেন, গীবত হচ্ছে তুমি তোমার ভাইয়ের দোষ- ত্রুটি এমনভাবে উল্লেখ করলে তা যদি তার কানে পৌঁছে তবে সে তা অপছন্দ করবে।

গীবত ও কুরআন

قال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

'মুমিনগণ! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত: তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।(সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১২১)

শানে নুযুল

এক সফরে মহানবী সা. হজরত সালমান ফারসী রা.-কে দুই ধনাঢ্য ব্যক্তির সঙ্গী করে দেন। পথিমধ্যে একদিন মনজিলে অবতরণ করলে ধনী ব্যক্তিদ্বয় কোন কাজে চলে যান এবং সালমান রা. ঘুমিয়ে পড়েন। তারা দু'জন কাজ শেষ করে এসে জিজ্ঞেস করলেন হে সালমান! খাওয়া দাওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কি? তিনি বললেন আমার ঘুম এসে গেছে। তাই কিছুই প্রস্তুত করতে পারিনি। তারা বললেন যাও! রাসূল সা, এর নিকট থেকে কিছু খাদ্য নিয়ে আস। হযরত সালমান রা. মহানবী সা.-কে বর্ণনা করলে তিনি বললেন আমার ভান্ডার রক্ষক ওসামার নিকট যাও এবং কিছু থাকলে নিয়ে আস। তিনি হজরত ওসামা রা. নিকট গেলে তিনি বললেন-আমার নিকট দেবার মত কিছুই নেই। সালমান রা. ফিরে গিয়ে তার সফরসঙ্গীদের অবহিত করলেন। এ খবর শুনে তারা হযরত ওসামা রা.-এর গীবত করেন। এবং রাসূল সা.-এর নিকট সঙ্গীদ্বয় গমন করেন। রাসূল সা. বললেন, তোমাদের দাঁতে গোশতের রং লেগে রয়েছে। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ আমরা মোটেই গোশত খাইনি। রাসূল সা. বললেন, তোমরা এইমাত্র ওসামা এবং সালমানের গোশত খেয়েছ। কেননা তোমরা উভয়ের গীবত করেছ। আর কারো গীবত করা গোশত খাওয়ার নামান্তর।এই প্রেক্ষিতে আল্লহ তা'আলা কুরআন এর আয়াত নাযিল করেন।

গীবত ও হাদিস

গীবত এর পরিচয় প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেছেন, ُذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে এমন কিছু উল্লেখ করা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে।
আল-মুসতাওরিদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের গীবত করে এক লোকমা ভক্ষণ করবে আল্লাহ তাকে এজন্য জাহান্নাম হতে সমপরিমাণ ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর মুসলিমের দোষত্রুটি বর্ণনার পোশাক পরবে আল্লাহ তাকে অনুরূপ জাহান্নামের পোশাক পরাবেন। আর যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির (কুৎসা) রটিয়ে খ্যাতি ও প্রদর্শনীর স্তরে পৌঁছবে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে ওই খ্যাতি ও প্রদর্শনীর জায়গাতেই (জাহান্নামে) স্থান দিবেন।

হযরত জাবের রা. বলেন, 'আমরা মহানবী সা.-এর সাথে ছিলাম, যখন একটি বাতাসে গলিত লাশের দুর্গন্ধ উঠছিল। আল্লাহর রাসূল সা. বললেন, 'তুমি কি জানো এই দুর্গন্ধ কী? এটা তাদের দুর্গন্ধ যারা মানুষের গীবত করত।'-হাসান হাদীস: মুসনাদে আহমদ, ১৪৭৮৪; শাইখ আরনাউত বলেন, হাদীসটি হাসান

রাসূল সা. আরো বলেছেন, ُإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَه
গীবত হচ্ছে, তুমি অপর ব্যক্তির এমন দোষত্রুটি বর্ণনা করছ যা প্রকৃতপক্ষেই তার মধ্যে বিদ্যমান আছে।'-সহীহ মুসলিম, ২৫৮৯

'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের গোশত খাবে, আল্লাহ আখেরাতে তাকে তার মাংসের কাছাকাছি নিয়ে আসবেন এবং তাকে বলা হবে, 'তোমরা যেমন জীবিত অবস্থায় খেয়েছিলে এখন মৃত অবস্থায়ও খাও।' তিনি বললেন, 'তাই সে এটা খাবে এবং (গন্ধে) ভ্রু কুচকাবে।'-(যয়ীফ হাদীস: আলমুজামুল আওসাত, তাবরানী, ১৬৫৬। হাফেয ইবনে হাজার বলেন, হাদীসটি হাসান। দেখুন: ফতহুল বারী, ১৩/৮০)

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 'রসূলুল্লাহ সা.-এর সাথে বসা এক ব্যক্তি উঠে গেল। কিছু লোক বলল, লোকটা কত দুর্বল। রাসূল সা. বললেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের গোশত খেয়েছ, তার গীবত করেছ। '-(হাসান হাদীস: আলমুজামুল আওসাত, তাবরানী, ৪৫৮; ইবনে হাজার হাইতামী বলেন, হাদীসটি হাসান। দেখুন: আযযাওয়াজের, ২/১৪)

চার শ্রেণির লোক জাহান্নামীদের রুটিনমাফিক আযাবের পাশাপাশি অতিরিক্ত আযাব পৌঁছাবে। এরা হামীম ও জাহীমের মাঝে ছুটোছুটি করবে। এরপর ধ্বংস ও গগণবিদারী স্বরে আর্তনাদ করতে থাকবে। জাহান্নামীরা একে অপরকে বলবে, ওরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছে কেন? ওদের কারনে আমরা অতিরিক্ত কষ্ট পাচ্ছি। তম্মধ্যে একজন যার ওপর আগুনের সিন্দুক থাকবে। আরেকজন তার নিজের ভুড়ি নিজেই টেনে নিবে। আরেকজনের মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজি গড়িয়ে পড়বে।আরেকজনে মানুষের মাংস খেতে থাকবে। সিন্দুকের মালিককে বলা হবে, লোকটির কি হল, আমাদের রুটিনমাফিক সাজার পাশাপাশি সে আমাদের অতিরিক্ত কষ্ট দিচ্ছে? বলা হবে, সে ঋণ করে মারা গেছে, কিন্তু পরিশোধ করেনি। এরপর যে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে নিয়ে যায় তাকে বলা হবে, কপালপোড়ার হল কি? আমাদের রুটিনমাফিক সাজার পাশাপাশি সে আমাদের অতিরিক্ত কষ্ট দিচ্ছে? বলা হবে, তার গায়ে প্রস্রাব লাগলে সে তা ধৌত করত না। এদিকে যার মুখ থেকে পুঁজ ও রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে বলা হবে, হতভাগার কি হল যে আমাদের কষ্ট দিচ্ছে? বলা হবে, হতভাগা একটি অশ্লীল কথার দিকে তাকাত এবং অশ্লীল কথা উপভোগ করত। সবশেষে যে ব্যক্তি নিজের গোশত খায় তাকে বলা হবে, এই হতভাগা লোকটির কি হল, যে আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিল? বলা হবে, সে গীবত করে মানুষের গোশত খেত এবং পর-চর্চা করত।-(সহীহ হাদীস: আলমুজামুল কাবীর, তাবরানী, ৭২২৬; হাফেয হাইছামী বলেন, হাদীসটি সহীহ। দেখুন: মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০৩২)

জনৈকা মহিলা হযরত উম্মে সালামা রা.-এর কাছে গীবত কী তা জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'কোন এক শুক্রবার সকালে আল্লাহর রাসূল সা. নামায পড়তে গেলেন। এ সময় এক প্রতিবেশী নারী নবীর স্ত্রীদের একজনের কাছে এসেছিলেন। তারা দু'জনা মিলে নারী- পুরুষদের সমানে গীবত করছিলেন এবং হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। এ সময় আচমকা মহানবী সা. এলেন। নবীজীর আগমনি টের পেয়ে তারা চুপসে গেলেন এবং ঘরের এককোণে লুকালেন। নবীজী সা. তাঁর পোশাকের প্রান্তটি নিজ নাকের ওপর রেখে বললেন, উফ.. উফ.। বললেন, তোমরা বাইরে এসো, বাইরে এসে বমি কর, তারপর পানি দিয়ে নিজেদেরকে শুদ্ধ কর।

হযরত উম্মে সালামা রা. নির্দেশ মত বমি করলেন। তিনি প্রচুর মাংস বমি করেলেন। বমিতে প্রচুর পরিমাণে মাংস দেখে তিনি যে মাংস খেয়েছিলেন তার কথা মনে পড়ে গেল। দেখতে পেলেন সেই মাংস যা আল্লাহর রাসূল সা.-কে দু'সপ্তাহ পূর্বে হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। এমনকি একটি হাড্ডির টুকরোও বমিতে পড়েছিল। তিনি নবীজীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ সেই মাংস যা তুমি খেয়েছিলে। বিতজাতীয় এই কর্ম তুমি ও তোমার সঙ্গীনি আর

করতে যেওনা। পরে হযরত উম্মে সালামা রা. ওই মহিলার খবর নিয়ে জানতে পারেন সেও বমি করেছে। এমনকি তার বমিতেও মাংস পড়েছে।'-যয়ীফ হাদীস: আলইলালুল মুতানাহিয়া, ২/৭৭৪;

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে (গীবত করতে) বাধা দেবে,তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা আল্লাহর দায়িত্ব।'-যয়ীফ হাদীস: মুসনাদে আহমদ, ২৭৬০৯; শাইখ আরনাউত বলেন, হাদীসটি যয়ীফ।

গীবতের সংজ্ঞায় ইমাম নববী (রহ.) বলেন, গিবত হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। চাই সেই দোষ-ত্রুটির সম্পর্ক তার দেহ-সৌষ্ঠব, দ্বিনদারিতা, দুনিয়া, মানসিকতা, আকৃতি, চরিত্র, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতামাতা, স্ত্রী, চাকর-বাকর, পাগড়ি, পোশাক, চলাফেরা, ওঠা-বসা, আনন্দ-ফুর্তি, চরিত্রহীনতা, রূঢ়তা, প্রফুল্লতা-স্বেচ্ছাচারিতা বা অন্য যেকোনো কিছুর সঙ্গে হোক না কেন।

গীবতের কতিপয় পরিভাষা

হাসান বাসরি (রহঃ) বলেন,’গীবতের তিনটি ধরন আছে। যার প্রত্যেকটি আল্লাহর কিতাব কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে- গীবত, ইফ্ক এবং বুহতান।

১. গীবত (পরনিন্দা) : গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলা, যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে।

২. ইফ্ক (মিথ্যা রটনা) : তোমার কাছে কারো দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে যে সংবাদ পৌঁছেছে, সেটা বলে বেড়ানো বা যাচাই না করে অন্যকে বলে দেওয়া। (যেমন- মা আয়েশা (রাঃ)-এর ব্যাপারে ঘটেছিল)।

৩. বুহতান (অপবাদ) : রাসূলের উক্তি তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা, যা তার মাঝে নেই'। তবে গীবতের আরো কিছু পরিভাষা আছে। যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

৪. নামীমাহ (চোগলখুরী) : পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'অনেকে ইখতিলাফ করেন যে, 'গীবত' ও 'নামীমাহ' কি একই জিনিস নাকি ভিন্ন কিছু? এ ব্যাপারে সঠিক কথা হ'ল উক্ত দুই পরিভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। 'নামীমাহ' হ'ল ফাসাদ সৃষ্টি করার মানসিকতা নিয়ে একজনের অপসন্দনীয় কথা অন্যকে বলে দেওয়া, সেটা জেনে হোক বা না জেনে হোক। আর 'গীবত' হ'ল কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা সে অপসন্দ করে। এখানে সূক্ষ্ম পার্থক্য হ'ল- 'নামীমাহ'-তে দ্বন্দ্ব বা অশান্তি সৃষ্টি করার হীন উদ্দেশ্য থাকে। কিন্তু 'গীবতে' সেই উদ্দেশ্য নাও থাকতে পারে'। নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হ'লেও ভয়াবহতার দিক দিয়ে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকান্ড। কেননা চোগলখুরীর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

৬. হুমাযাহ ও লুমাযাহ : পবিত্র কুরআনের 'সূরা হুমাযাহ'-তে এই দু'টি পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। 'হুমাযাহ' শব্দের অর্থ হ'ল 'সম্মুখে নিন্দাকারী'। আর 'লুমাযাহ' শব্দের অর্থ হ'ল 'পিছনে নিন্দাকারী'। আবুল 'আলিয়াহ, হাসান বাছরী, রবী' বিন আনাস, মুজাহিদ, আত্বা প্রমুখ বিদ্বান বলেন, الْهُمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُ وَيَطْعَنُ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ، وَاللُّمَزَةُ: الَّذِي يَغْتَابُهُ مِنْ خَلْفِهِ إِذَا غَابَ، 'হুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি, যে মানুষের মুখের উপর নিন্দা করে এবং দোষারোপ করে। আর 'লুমাযাহ' হ'ল সেই ব্যক্তি যে পিছনে তার অনুপস্থিতিতে নিন্দা করে'।

৭. শাত্ম : 'শাত্ম'-এর অর্থ হ'ল- তিরস্কার করা, ভৎর্সনা করা, গালি দেওয়া, ব্যঙ্গ করা, কটূক্তি করা। অর্থাৎ সত্য কথার বিপরীতে কারো দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, সেটা নিয়ে ঠাট্টা করা বা কটূক্তি করাকে 'শাত্ম' বলা হয়।[৪] সাধারণ মানুষকে নিয়ে কটূক্তি করলে সেটা মহাপাপ। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিয়ে যদি কেউ কটূক্তি করে, তাহ'লে তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত। রাসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গকারীকে 'শাতিমুর রাসূল' বলা হয়।

মিথ্যা অপবাদের পরিণতি

মিথ্যা অপবাদের কারণে উম্মুল মুমিনীন জননী আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং রাসূল ও উপস্থিত সাহাবীদের মাঝে কি চরম পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তা কি আমরা কখনও ভেবে দেখেছি? এরূপ গুঞ্জনের কারণে মদীনার আকাশ-বাতাস যেন ভারী হয়ে উঠেছিল। বনু মুস্তালিক যুদ্ধে রাসূল-এর স্ত্রীদের মধ্য হতে সাথে ছিলেন মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)। পথিমধ্যে তাঁর হার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর প্রতি যেনার যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল সে কারণে রাসূল ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েন। এমনকি মধুর সম্পর্ক আস্তে আস্তে কমিয়ে দিতে থাকেন। অথচ মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) তখনও এ বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। পরে যখন তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদের কথা উম্মে মিসতাহ্র নিকট হতে অবহিত হলেন, তখন তিনিও পাগল প্রায় হয়ে পড়লেন। বাঘের গলায় হাড় বিধলে যেমন অস্থির হয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে, তিনিও তেমনিভাবে নিজেকে পূত-পবিত্র প্রমাণিত করার জন্য পেরেশান হয়ে গেলেন। অশ্রু জলে পবিত্র বুক ভিজতে থাকে এবং দুঃখে ও শোকে একাধিক রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় কাটাতে থাকেন। একদা রাসূল তাঁর নিকট এসে বলেন, হে আয়েশা! তোমার ব্যাপারে এরূপ শুনছি। অতএব তুমি যদি এ বিষয়ে সত্যই নির্দোষ হয়ে থাকো তাহলে মহান আল্লাহ্ তোমাকে পূত-পবিত্র ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি অপরাধী হয়েই থাকো তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। কেননা আল্লাহই একমাত্র তাওবা কবুলকারী। একথা শুনে মা আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমি অল্প বয়সী মেয়ে, কুরআন মাজীদও বেশী পড়তে পারি না। আল্লাহর কসম! আমি জানতে পারলরাম যে, আপনারা এ বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছেন যা আপনাদের অন্তরে বসে গেছে এবং বিশ্বাসও করে ফেলেছেন। অতএব আমি যদি বলি, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদেরকে বলি যে, যা শুনছেন তা সত্য, তাহলে মহান আল্লাহ্ জানেন আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত। অতঃপর একমাস পর মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্রতার সমর্থনে দশটি আয়াত নাযিল করে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।' ফলে মদীনার মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ আস্তে আস্তে পরিস্কার হয়ে উঠল এবং সেই কপোট মিথ্যুকদের মুখোশ উন্মোচিত হল। এই অপবাদের ঘটনা সহীহ্ আল-বুখারীসহ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত হয়েছে।

উক্ত অপবাদের কারণে মিসতাহ্ বিন আছাছাহ্, হাসান বিন ছাবেত ও হামনাহ্ বিনতে জাহাশকে দণ্ডায়িত করা হয়েছিল, প্রত্যেককে আশিটি করে বেত্রাঘাত করা হয়। যদিও এই মিথ্যা অপবাদ ছড়ানোর মূল হোতা ছিল আবদুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সালূল, তবুও তার উপর দণ্ডারোপ করা হয়নি।' কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, দুনিয়াতে শাস্তির বিধান কায়েম করলে হয়ত

পরকালীন শাস্তি হালকা হয়ে আসতে পারে। আর মহান আল্লাহ তার জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির ওয়াদা করেছেন।

একজন কপট মিথ্যুক মুহূর্তের মধ্যে যেভাবে পরিবেশ কলুষিত করতে পারে, অপরদিকে একজন মুমিন চব্বিশ ঘণ্টাতেও সত্য দ্বারা পরিবেশ উজ্জ্বল করতে সক্ষম হয় না।

গীবত এর শ্রেনীবিভাগ

গীবতের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনাকে ছয় ভাগে করা হয়েছে।

প্রথম ভাগ

গীবতের প্রথম ভাগ তিন প্রকার।

১. মুসলমানের গীবত:

কোন মুসলমানের গীবত অকাট্য হারাম। আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন- بعضا- তোমরা একে অপরের গীবত করো না। وَلَا يَغْتَبْ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে পরস্পরের গীবত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, আয়াতে সর্বনাম দ্বারা মুসলমানদেরকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্মার্থ এই হল, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের গীবত না করে।

২. জিম্মি মুসলিমের গীবত:

যেসব কাফের ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে বসবাস করছে, তাদের গীবতও হারাম। কেননা, কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ হয়ে গেলে তার জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদ মুসলমানদের জীবন, সম্মান ও সহায় সম্পদের মতই সম্মানার্হ হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জীবন, সম্মান ও সম্পদহানি যেমন হারাম, অধীনস্থ কাফেরদের জীবন, সম্মান এবং সহায় সম্পদহানিও তেমনি হারাম। দোররে মোখতারসহ অন্যান্য ফেকাহ গ্রন্থে এ মাসআলা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৩. হরবী (শত্রু রাষ্ট্রে অবস্থিত) কাফেরদের গীবত :

ফেকাহ শাস্ত্রের বিধান মতে, যেসব কাফের মুসলমানদের অধীনস্থ নয়, তাদের গীবত জায়েয। কেননা, যেখানে ফাসেক-পাপাচারী মুসলমানের গীবত জায়েয, সেখানে মুসলমানদের শত্রু কাফেরদের গীবত তো আরও উত্তমরূপেই জায়েয হবে। হযরত ইমাম রাযী তাফসীরে কবীরে ولا يغت يغتب بعضكم بَعْضُكُمْ بَعْضًا . আয়াতের তাফসীরে লেখেন- কাফেরের গীবত জায়েয, এ দ্বারা সম্ভবতঃ হরবী কাফেরকেই উদ্দেশ করা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় ভাগ

মৃতদের গীবত: যেমন জীবিতদের গীবত হারাম, অনুরূপ মৃতদেরকে গালি দেয়া, তাদেরকে মন্দ বলা, তাদের দোষ বর্ণনা করা, গীবত করাও হারাম। যদিও তারা জীবিতাবস্থায় গোনাহে লিপ্ত থেকে নিজেদের সময় বরবাদ বিনষ্ট করুক। জীবিতদের অনুরূপ মৃতদের গীবত থেকেও বিরত থাকতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঠোর তাকিদ করেছেন। এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাসূল সা. বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না।' তিনি গালি-গালাজ প্রসঙ্গে বলেছেন,

"لا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا". 'তোমরা মৃতদেরকে গালি দিও না, কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান পাওয়ার স্থলে পৌঁছে গেছে।২

রাসূল সা. মৃত ব্যক্তিদের দোষত্রুটি বলতে নিষেধ করার সাথে সাথে তাদের সদগুণাবলি আলোচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে,

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مُسَاوِيهِمْ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের ভাল গুণগুলোই আলোচনা করো, তাদের খারাপ গুণ বা কাজগুলোর আলোচনা হতে বিরত থাকো। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

لَا تَذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

تَأْتَمُوا وَ إِنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَحَسْبُهُمْ مَا فِيه ِ
তোমরা নিজেদের মৃতদের সদগুণাবলী ব্যতীত আলোচনা করো না। কেননা, তারা জান্নাতী হলে তাদের গীবত করে তোমরা গোনাহগার হবে। আর জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। -(এহইয়াউল উলুম)

সাইয়েদ আব্দুল হাই লাখনৌভী বলেছেন, হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু ছাড়াও বুদ্ধি-বিবেক বলে, মৃতদের গীবত নাজায়েয। এর কারণ চারটি।
প্রথমতঃ মৃতরা জীবিতদের গীবত করতে পারে না। সুতরাং জীবিতদেরও উচিত মনা করা এবং তাদেরকে কোন কষ্ট না দেয়া।
দ্বিতীয়তঃ জীবিতরা মৃতদের দ্বারা উপকৃত হয়। জীবিতরা মৃতদেরকে দেখলে, তাদের কাছে বসলে আখেরাতের কথা স্মরণ হয়, দুনিয়া ধাংসশীল বলে অনুভূত হয়। অতএব, জীবিতদের কর্তব্য মৃতদের উপকার করা, তাদের সুকর্মের বিনিময় প্রদান করা। যেমন মৃতদের বাগযন্ত্র প্রতিরুদ্দ হয়ে আছে, জীবিতদেরও নিজেদের বাগযন্ত্র তেমনি প্রতিরুদ্ধ করে রাখা উচিত। মৃতদের দোষ আলোচনা করা অনুচিত।তৃতীয়তঃ মৃতদের গীবতে তাদের নিকটাত্মীয় স্বজনের কষ্ট হয়।
চতুর্থতঃ মৃত ব্যক্তি জাহান্নামী হলে এ শাস্তিই তার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তার গীবত নিরর্থক আর জান্নাতী হলে তার গীবত নিষিদ্ধ। যেক্ষেত্রে মৃতের জাহান্নামী হওয়া সন্দেহপূর্ণ, সেক্ষেত্রেও শরীঅত গীবত নিষিদ্ধ করেছে। নিম্নে মৃতদের গীবতের অপকৃষ্টতা সম্পর্কিত কয়েকটি উপদেশমূলক ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বেশী বেশী কবরের কাছে বসতেন এবং কবরস্তানে গমন করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এমন লোকদের নিকট বসি যারা আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে চলে আসলে তারা আমার গীবত করে না, কিন্তু জীবিতরা এর বিপরীত। -(এহইয়াউল উলূম: কিতাবুল আমওয়াত)

লোকেরা হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কবরস্তানসমূহে বেশী বেশী যান কেন? জবাবে তিনি বললেন, কবরবাসী আখেরাত স্মরণ করিয়ে আমাদের উপকার সাধন করে। তারা আমাদের গীবত করে না, আমাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করে না। এ কারণেই আমি তাদের সম্পর্কে কোন প্রকার অভিযোগ করি না এবং বেশী বেশী তাদের সাহচর্য অবলম্বন করি। -(এহইয়াউল উলূম)

গীবত স্বভাবতই মৃত ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের মনে কষ্টের কারণ বলে হয়। রাসূল (স.)-এর যামানায় এক ব্যক্তি প্রায়ই 'তাব্যাত' সূরাটি পাঠ করতেন। এ সূরায় আবু লাহাবের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত ও লানতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আবু লাহাব কাফির হলেও রাসূলুল্লাহর চাচা হতেন। তাই বার বার এ সূরাটি পড়ার কারণে আল্লাহ্র রাসূল মনে খুবই দুঃখ পেতেন। একবার তিনি সে ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন: ভাই! তুমি সমগ্র কুরআনের এ একটি সূরাই কি তুমি মুখস্থ করেছ?

কারো মৃত্যুকালে কারো মুখ থেকে কালেমা বের না হলে, অথবা চেহারা কালো হয়ে গেলে, অথবা কবরে আযাবের কোন উপকরণ পরিদৃষ্ট হলে, অথবা ভূগর্ভস্থ কোন জীব যেমন সাপ বিচ্ছু ইত্যাদি প্রকাশ পেলে যারা এ বিষয়ে অবহিত হয়, তাদের উচিত এসব জনসাধারণ্যে প্রকাশ না করা। উপরন্তু তার গোনাহগার হওয়ার সংবাদ ফলাও না করা, এতে তার জীবিত আত্মীয় স্বজন কষ্ট পাবে। এ ব্যাপারে এটাই পালনীয় বিধান।

মৃতের সমালোচনা বা দোষ বর্ণনা করার যে বিধান আলোচিত হয়েছে, সেই আলোচনার আলোকে ইয়াযীদ এবং হাজ্জাজের নিন্দাবাদও কোন ভাল কাজ নয়। যদিও কেউ কেউ ইয়াযীদ এবং হাজ্জাজের কুফরীর প্রবক্তা। হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর সূত্রে এ অভিমত 'মাতালেবুল মোমেনীন' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, এ বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনই শ্রেয়। কেননা, নীরবতা অবলম্বনেই সাবধানতা নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে ইয়াযীদ বা হাজ্জাজের দোষ বর্ণনায় এবং নিন্দাবাদে কোন সওয়াবও নেই।

তৃতীয় ভাগ

এই ভাগের গীবত দুই প্রকার:

১. বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবতঃ

বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আর অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবত সম্পর্কিত বিধান ফেকাহ গ্রন্থসমূহে আলোচিত হয়নি। তাই আল্লামা তাহতাবী (রঃ) এ বিষয়ে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। কোন প্রকার অভিমত প্রকাশ করেননি। আবার কোন কোন ফকীহ আলেম নিঃশর্ত হারাম বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) আল্লামা ইবনে হাজার (রঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, অবুঝ ছেলেপেলে এবং পাগলের গীবতও তেমনি হারাম, যেমন প্রাপ্তবয়স্কের গীবত হারাম। আমার (গ্রন্থকার) মতে, যে অল্প বয়স্ক ছেলে মোটামুটি বোধবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যে নিজের প্রশংসায় সন্তুষ্ট ও দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয়, যেমন- স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হাবা গোছের অল্প বয়স্ক ছেলে, তার গীবত দুরস্ত নয়। আর এরূপ ছেলে বা পাগলের উত্তরাধিকারী থাকলেও গীবত হারাম। কেননা, যদিও এ ছেলে এবং পাগল নির্বোধ, কিন্তু এদের গীবত করলে, দোষ বর্ণনা করলে তার উত্তরাধিকারীদের মানসিক কষ্ট হবে। হাঁ, নির্বোধ ছেলের দোষ বর্ণনা দ্বারা যদি মানুষকে ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য হয় তা হলে তার সামনে অথবা পিছনে উভয় অবস্থায়ই জায়েয।

২. পাগলের গীবত:

যে হাবা ছেলে বা পাগল প্রশংসায় সন্তুষ্ট বা দোষ বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হয় না এবং তার কোন অভিভাবকও নেই, তার গীবত জায়েয, কিন্তু কারো গীবত থেকে রসনাকে যথাসাধ্য বিরত রাখাই উত্তম।

চতুর্থ ভাগ

এ ভাগের গীবতসমূহ ছয় প্রকার।

১. দৈহিক কাঠামো সমূহের গীবত:

কাউকে হেয় করার উদ্দেশে তার দৈহিক গীবত করা, যেমন- এরূপ বলা, অমুক স্থূলকায়, বেঁটে, তার নাক লম্বা, চোখ ছোট, ঘোর কালো, একেবারে বধির, কারো কথাই শুনতে, পায় না, অন্ধ, কিছুই দেখতে পায় না, তার নাক কাটা, লম্বা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ বড়, অথবা সে বিশ্রী, এভাবে কারো দৈহিক দোষ বর্ণনা করা এবং তাকে তুচ্ছ করার উদ্দেশে হাসা প্রভৃতি গীবত, সুতরাং হারাম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এরশাদ করেন,

يَغْتَابَ الْمُؤْمِنَ بِشَيْءٍ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ ُ

মৃতের গোশত হারাম করেছেন, তেমনি কোন মোমেনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের গীবতও হারাম করেছেন। -(তাফসীরে দোররে মনসূর) নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

একদা আল্লামা ইবনে সিরীন (রঃ) এক লোকের দোষ বর্ণনায় বলেন, সে কালো। অতঃপর বললেন, আমি মনে করি আমি তার গীবত করেছি।সুতরাং এ গোনাহ হতে তওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাচ্ছি।

একদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সফিয়ার বেঁটে হওয়া কি আপনার পছন্দনীয়। এতে তিনি এরশাদ করেন, আয়েশা! তুমি এমন এক কথা বললে, যা সমুদ্রের পানিতে মিলালে তা পানি বিনষ্ট করে দেবে।-(আবু দাউদ বাবুল গীবত)

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) খর্বাকৃতি হওয়ায় তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যান্য স্ত্রীগণ হাসাহাসি করতে শুরু করলে আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন। بأَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُو شعر نو من قَوْمَ عَلَى أَن تَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُم وَلَا نِسَاء من بناء على أن يكن خيرا
منهن -
হে মুমিনগণ,কোন পুরুষ কোন পুরুষকে নিয়ে হাসাহাসি করবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারীর চাইতে উত্তম এবং কোন মেয়েলোক অন্য মেয়েলোককে নিয়ে হাসবে না, সম্ভবতঃ পরিণামে সে হাসাহাসিকারিণীর চাইতে উত্তম।

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) একদিন দাওয়াতে কারো গৃহে গমন করেন। দস্তরখানে বসে উপস্থিত লোকজন এক ব্যক্তির নাম করে বলল, অমুক আসেনি। উপস্থিতদের একজন বলল, সে স্থুলকায়, তাই আসতে দেরী হচ্ছে। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ) না খেয়েই উঠে চলে যান। নিজেকে নিজে বললেন, তোমার কারণে গীবত শুনতে হল। কেননা, তুমি ক্ষুধার্ত না হলে দাওয়াতে গমন এবং গীবত শুনতে হত না। এর পর তিন দিন পর্যন্ত তিনি খাদ্য গ্রহণ না করে। প্রবৃত্তিকে দমন করলেন।-(তাম্বীহুল গাফেলীন)

একদিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সঙ্গী সাথীদের সাথে পথ চলছিলেন। চলার পথে তাঁরা দুর্গন্ধময় একটি মরা কুকুর দেখতে পান। এ মরা কুকুরের গন্ধ তাঁর সঙ্গী সাথীদের খুবই অপছন্দ হয়। তখন হযরত ঈসা যথেষ্ট কষ্ট দেন।ঈসা(আ) বললেন, কুকুরটির দাঁতের শুভ্রতা কেমন ভাল লাগছে, যেন অন্ধকারে ভোরের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ কথা বলে তিনি সঙ্গীদের ইঙ্গিত

করেছেন, তোমাদের উপর তাজ্জব হলাম। তোমরা কুকুরটির দোষ তো দেখতে পেলে, কিন্তু সেটির সুন্দর দিকটা দেখলে না।

হযরত নূহ (আঃ) চার চক্ষু বিশিষ্ট একটি কুকুর দেখতে পান এবং চার চোখ বিশিষ্ট হওয়াকে সেটির বিশ্রী হওয়া ভেবে তুচ্ছ দৃষ্টিতে দেখেন।আল্লাহর হুকুমে কুকুরটি বলে উঠে, ওহে নূহ। আপনি আমাকে তুচ্ছ ভাবছেন। আল্লাহ তাআলাই আমাকে এরূপ বানিয়েছেন। যদি আমার বানানোটা আমার এখতিয়ারেই থাকত, তা হলে আমি কুকুরই বা হব কেন?কুকুরটির কথা শুনে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের অন্তরে ভীষণ ভয় সঞ্চারিত হয়। তিনি খুব বেশী কান্নাকাটি এবং বিলাপ করেন।তারপর থেকেই তাঁর নাম হয়ে যায় নূহ- অত্যধিক কান্নাকাটি এবং বিলাপকারী।-(হাকায়েক গ্রন্থ হতে নুযহাতুল মাজালেস-আদব অধ্যায়)

হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-এর ঘটনায় বলা হয়েছে,

এক ব্যক্তির ভারী দেহের কথা আলোচিত হওয়ায় তিনি দস্তরখান ছেড়ে চলে আসেন। এর কারণ, যে মজলিসে কারো গীবত হয়, সেখানে অবস্থান করা বা সে মজলিসে বসে খাদ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। যেমন কোথাও নাচের আসর চললে সেখানে যাওয়া নিষিদ্ধ। (তাতারখানিয়া হতে রদ্দুল মোহতার),

আমার মতে কোন মজলিসে যাবার আগে যদি জানা যায়,সেখানে কারো গীবত শেকায়েত হবে, তা হলে এমন জায়গায় গমন দূরস্ত নয়। যদি জানা যায়, কারো গমনে মানুষজন গীবত পরিত্যাগ করবে, তাহলে তার যাওয়া জরুরী। তথায় গীবত হবে এটা যদি আগে জানা না যায় এবং যাওয়ার পর গীবত শুরু হয়, তা হলে সম্ভব হলে লোকদেরকে নিষেধ করবে। এতে কোন সমস্যা সৃষ্টির আশংকা থাকলে নিজেই চলে আসবে। এও সম্ভব না হলে অন্ততঃ নিজে গীবতে শরীক হবে না।

উপরাল্লিখিত ঘটনাসমূহ হতে জানা গেল, কারো দৈহিক দোষ বর্ণনা করা, কোন মন্দ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ এবং কুৎসিত চেহারার অধিকারী হবার কারণে কাউকে তুচ্ছ জ্ঞান করা বুদ্ধি বিবেকের পরিপন্থী। এ সম্পর্কে দার্শনিক কবি আল্লামা জালুদ্দীন রুমী (রহঃ)-এর উক্তির মর্মকথা হচ্ছে- হিন্দুস্তানী, স্কচ, রোমক এবং হাবশী সবাই কবরে একই রংয়ের হবে। যাতে তোমরা জানতে

পার, এ রং রূপ, আকৃতি, এ সবই মহান আল্লাহর দান।প্রত্যেক আকৃতিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সৃষ্টি করেছেন, কাউকে পুণ্যকর্মশীল কাউকে পাপাচারী করেছেন। প্রত্যেকের মাঝেই কোন না কোন দোষ রয়েছে। গীবতকারী লক্ষ্য করলে নিজের মাঝেও হাজারো দোষ দেখতে পাবে। হাঁ, কেউ যদি সর্বদোষ হতে মুক্ত পবিত্র হয়, তা হলে অবশ্য তার অপরের গীবত করার অধিকার রয়েছে। এ সম্পর্কে জনৈক কবির
উক্তির সারমর্ম হচ্ছে-`হে জ্ঞানী। সৃষ্টিকুলের দোষ প্রকাশ করো না, নিজের দোষের কারণে।সৃষ্টিকুল হতে নিঃসম্পর্ক নির্লিপ্ত থাক।`

পোশাক পরিচ্ছদের গীবত

দৈহিক গঠন আকৃতির পর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে কারো পোশাক পরিচ্ছদের গীবত করা। যেমন এরূপ বলা, অমুক অত্যন্ত কৃপণ, 'রূপণদের মত পোশাক পরিধান করে। অমুকে হারাম পোশাক যেমন- রেশমী কাপড় অথবা দুষ্ট বদমাশ প্রকৃতির লোকদের মত অঙ্গরাখা পরিধান করে, অথবা তার পাজামা টাখনু গিরার নীচে ঝুলে থাকে, অমুক মেয়েলোক এভাবে দোপাট্টা জড়িয়ে থাকে যে, তার সতর খোলা থাকে, অথবা জামা ব্লাউজ এমনভাবে পরিধান করে যে, পেট উদায় থাকে, অথবা অমুক মেয়েলোক এমনভাবে চলে যে, মানুষ তার সতর দেখতে পায় এসবই গীবত। নিম্নে পোশাকের গীবত সম্পর্কিত একটি ঘটনা আলোচনা করা হল। একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, অমুক মেয়েলোকের আঁচল খুবই লম্বা,। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আয়েশা। তুমি তো তার গীবত করলে। তোমার থুথু ফেলা আবশ্যক। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, থুথু ফেললে আমার মুখ থেকে গোশতের একটি টুকরা বের হয়। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বলেন, لَوْ قُلْتَ إِن فَلَانًا ي ثَوْبَةٌ قَصِيرٌ أَوْ تَوبة طويل يكون غيبة
যদি তুচ্ছ জ্ঞান করে বল, অমুকের কাপড় অত্যন্ত ছোট বা অত্যন্ত বড়, তা হলে এও তার গীবত করা হল।-(তাম্বীহুল গাফেলীন: গীবত অধ্যায়)

বংশের গীবত :

তুচ্ছ বা হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তি, অমুক বংশ অথবা অমুক শহরের লোকদের বংশধারা ভাল নয়। কেননা,তাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ হীন নীচ বংশীয় ছিল, অথবা তাদের বংশধারা অজ্ঞাত, এতেও গীবত হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,
لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلُ عَلَى أَحَدٍ إلا بالدين أو عمل صالح

'ব্যতীত কারো উপর কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব, নিজের বংশ গৌরব প্রকাশ এবং অন্যের বংশের দোষ বর্ণনা, হেয় তুচ্ছ সাব্যস্ত করা নিতান্ত নিকৃষ্ট স্বভাব।-(আশফুল গুম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ: তাহরীমু এহতেকারিন নাস অধ্যায়)

অভ্যাস, আচার-আচরণের গীবত

কারো অভ্যাস, আচার-আচরণ সম্পর্কে এরূপ বলা সে কাপুরুষ, নিতান্ত দুর্বলচেতা, অত্যন্ত নিদ্রাকাতর, পেটুক, অকর্মা, উঠাবসায়, চালচলনে ভদ্রতা শালীনতা রক্ষা করে চলে না, কোন বিষয়ের পরিণাম সম্পর্কে ভাবে না, নিতান্ত বেওকুফ, মেয়েলোকদের পরামর্শে চলে, সে স্ত্রৈণ অনুগমন করে চলে, অথবা মানুষদেরকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি বলা গীবত। স্ত্রীর কারো অভ্যাস আচার-আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য যে গীবত, এর
সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

আরবে দস্তুর ছিল, একজন অন্য জনের সেবা পরিচর্যা করত। একবার হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সফরে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন এক নিঃস্ব গরীব সেবক। এ সেবক সব সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ)-এর সেবা পরিচর্যা করতেন। এক জায়গায় তাঁরা চলায় বিরতি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁদের ঘুমানোর পরে সেবক বেচারাও ঘুমিয়ে পড়েন। কোন খাদ্য প্রস্তুত করেননি। এক সময় হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন- লোকটা খুব বেশী ঘুমায়। অতঃপর তাঁরা সেবককে জাগিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে পাঠান। তিনি খেদমতে পৌঁছে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) সালাম বলেছেন এবং কিছু আহার্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তারা দুই জন

তো পরিতৃপ্ত হয়েই খেয়েছে। তাঁরা এ সংবাদ পেয়ে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কি খেলাম? তিনি এরশাদ করলেন, আজ তোমরা এ সেবকের গোশত খেয়েছ। আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। এ ঘটনা শুনে তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন। আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বললেন, শুধু আল্লাহ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাই এ জন্য যথেষ্ট নয়। তোমাদের উচিত এ সেবককে সন্তুষ্ট করা। তোমরা তাকেই বল, সে যেন আল্লাহর দরবার থেকে তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়। (তাফসীরে দোররে মনসূর জিয়া মাকদেসীর সূত্রে)

কোন কোন সাহাবী জনৈক লোক সম্পর্কে বললেন, সে অত্যন্ত দুর্বল। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার গীবত করেছ এবং তার গোশত ভক্ষণ করেছ।

একবার কোন কোন সাহাবী এক লোকের আলোচনায় বললেন, সে এক আজব মানুষ, কেউ তাকে খাওয়াল তো খেল, কেউ বাহনে আরোহণ করাল তো আরোহণ করল, কিন্তু নিজে কোন প্রকারে উপার্জন করতে পারে না। এ আলোচনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচক সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, তোমরা আপন ভাইয়ের গীবত করলে। সাহাবায়ে কেরাম নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! প্রকৃত দোষ প্রকাশ করাও কি গীবত? তিনি এরশাদ করলেন, গীবত হওয়ার জন্য কারো প্রকৃত দোষ বর্ণনাই যথেষ্ট। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

এক সফরে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে কিছু গোশত চেয়ে পাঠান। জবাবে তিনি বলে।পাঠালেন, তোমরা কি পরিতৃপ্ত হয়ে মুসলমান ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করনি? তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা তো তাকে কিছুই বলিনি। শুধু বলেছি, সে দুর্বল, আমাদের সেবা পরিচর্যা করতে পারে না। এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এও বলে না। কারো ন্যূনতম মন্দ বৈশিষ্ট্যও আলোচনা করবে না।এ ঘটনা ইমাম তিরমিযী (রঃ) নাওয়াদেরুল উসূল গ্রন্থে এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) তাফসীরে দোররে মনসুরে উদ্ধৃত করেছেন।
এক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দরবেশ লোক এক বালিকার সাথে কৌতুক করেন। লোকেরা এ সম্পর্কে জানতে পেরে দরবেশকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করতে শুরু করে। দরবেশ এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে বললেন, মহা তাজ্জবের কথাই বটে! লোকেদের নিকট কৌতুক তো হারাম আর গীবত হালাল।

ইবাদতের গীবত

কেউ যদি কারো ইবাদতের সমালোচনা করে বলে, 'অমুক ভালো করে নামাজ পড়ে না অথবা বলে সে তাহাজ্জুদ বা নফল নামাজ পড়ে না,ফরজ রোজা রাখেনা'এগুলোও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। তাহাজ্জুদ নামাজের ওয়াক্তের সময় কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে হযরত শেখ সাদী রহ. তাদের সমালোচনা করে বললেন, 'এই লোকগুলো তাহাজ্জুদ নামায পড়লে কতইনা ভালো হতো।' শেখ সাদী রহ.-এর পিতা একথা শুনে বললেন, 'কতইনা ভালো হতো যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মতো ঘুমিয়ে থাকতে, তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।'

জনৈক ব্যক্তি কারো গীবত করল এবং বলল, আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এ কথা জানতে পেরে হুযূর সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! অমুক আমার সমালোচনা করেছে, আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে। আপনি তার বিচার করুন। হুযূর সা. তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ কর? সে বলল, সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়ে না। রমযানের রোযা ব্যতীত অন্য কোন রোযা রাখে না এবং যাকাত ব্যতীত অন্য কোন দান-খয়রাত করে না। তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তার বক্তব্য শেষ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সা.! তাকে জিজ্ঞাস করুন, আমি ফরয আদায় করতে কোনরূপ ত্রুটি করি কি-না।

গুনাহের গীবত

গুনাহের গীবত হলো যেমন বলা, 'অমুক ব্যক্তি ব্যভিচারী, অমুক পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, অমুক মদ্যপায়ী, অমুক চোর, অমুকের অন্তর বিদ্বেষপূর্ণ' ইত্যাদি।

শেখ সাদী রহ. একবার তাঁর শিক্ষককে বললেন, 'অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। শিক্ষক বলেন, 'হে সাদী, তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম, আর গীবত কী হালাল? তুমি আমার কাছে অমুক ব্যক্তির গীবত করেছ তার বিদ্বেষের উল্লেখ করে।'

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নিষেধ ভুলে গিয়ে জান্নাতে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেলেন, তখন তাঁর শরীরের রং কাল হয়ে যায় এবং তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পৃথিবীতে পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে আদেশ করলেন, তুমি আমার ঘর (বায়তুল্লাহ) বানিয়ে তার তওয়াফ কর, তা হলে আমি তোমার নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার অপরাধ ক্ষমা করব এবং তোমার তওবা কবুল করব। হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাবা শরীফ বানানো শেষ হলে হযরত জিবরাঈল (আঃ) জান্নাত থেকে হাজারে আসওয়াদ এনে উপস্থিত করেন। তখন এর রং অত্যন্ত সাদা ছিল এবং সেটির আলো বহু দূর দূরান্ত পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হত। পাথরটির উপর হযরত আদম আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়লে তাঁর জান্নাতের আরাম আয়েশের কথা স্মরণ হয়। এতে তিনি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়েন, তাঁর চক্ষু থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। তখন জান্নাত থেকে আনীত সাদা পাথরটি তাঁকে বলল, হে আদম! আপনি তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা করে নিজের জন্য অনিষ্ট বরণ করে নিয়েছেন। এতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম অত্যন্ত কষ্ট পান। তিনি আল্লাহর দরবারে নিবেদন করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমার গোনাহের কারণে সব বস্তুই আমাকে মন্দ বলেছে। এমনকি জান্নাতী পাথরও যা ইচ্ছা তাই বলল। এতে আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আলাইহিস সালামের প্রতি দয়ার্দ্র এবং পাথরের উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনি আদম 'আলাইহিস সালামের কালো রং পাথরকে এবং পাথরের শুভ্রতা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে দান করেন। ফলে সাদা পাথরটি কালো বর্ণ ধারণ করে এবং তার নাম হয় হাজারে আসওয়াদ। আর হযরত হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ আলোকিত হয়ে যায়।-(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস: আইয়ামু লবীয অধ্যায়)

বনী ইসরাঈলে দুই ব্যক্তি ছিল। একজন সর্বদা এবাদত করত আর অন্যজন সর্বদা গোনাহে লিপ্ত থাকত। এতে এবাদতকারী সব সময় গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে অপমান অপদস্থ করত। একদিন আবেদ পাপাচারীর উপর খাপ্পা হয়ে বলল, আল্লাহর কসম, তুমি জাহান্নামে যাবে। একথা আল্লাহ তাআলার খুবই অপছন্দ হয়। তিনি আবেদকে জাহান্নামী আর পাপাচারীকে জান্নাতী করে দেন। -(আবু দাউদ-অধ্যায়: আলবিররে ওয়াসসেলাহ)

পঞ্চম ভাগ

এই ভাগ ৪ প্রকার।যথা:

সরাসরি এবং অনুকরণজনিত গীবত:

কারো নাম করে তার মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করা, তার গীবত করা; দ্বিতীয়তঃ কারো মন্দ বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করা। যেমন- কেউ খোঁড়াহলে হাঁটতে তার অনুকরণ করা, অন্ধের পিছনে চোখ বন্ধ করে চলা, কেউ বোবা বা তোতলা হলে তার অনুকরণ করা, কেউ অহংকারবশতঃ সিনা টান করে চললে তার অনুকরণে সিনা টান করে চলা, কেউ কথা বলতে ঘাড় বা হাত হেলাতে অভ্যস্ত হলে নিজেও তার মত করা, এ সবই অনুকরণজনিত গীবত।

হাদিসে আছে:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا - تَعْنِي قَصِيرَةً - فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ.

আয়েশা (রাযি.) বলেন, আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলাম: "সাফিয়্যার ব্যাপারে আপনার জন্য যথেষ্ট এ ও ও" (অর্থাৎ ইঙ্গিত করেছিলাম তার খাটো হওয়ার দিকে)। তখন তিনি বললেন: "তুমি এমন কথা বলেছ যা যদি সমুদ্রের পানির সাথে মিশে যেত, তা তাকে দুষিত করে দিত।"

এই হাদীসে দেখা যায়, কাউকে অনুকরণ বা বিদ্রূপমূলকভাবে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা আচরণ নিয়ে কথা বলা গীবতের মধ্যে পড়ে এবং এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এমন আচরণ মানুষের মধ্যে শত্রুতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন।

আরেকটি হাদিসে আছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا أُحِبُّ أَنْ يُحَاكِيَ الرَّجُلُ أَحَدًا".

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.) হতে বর্ণিত: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,
"আমি পছন্দ করি না যে, কোনো ব্যক্তি আরেকজনের অনুকরণ করুক।"-
তিরমিযী, সুনান তিরমিযী, হাদীস নম্বর: ২৫০১।

এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে যে, কারো শারীরিক বৈশিষ্ট্য, কণ্ঠস্বর, আচরণ বা অন্য কোনো বিষয়ে বিদ্রূপাত্মকভাবে অনুকরণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটি মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে এবং শত্রুতা ও বিভেদ সৃষ্টি করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের আচরণকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

ইশারা ইঙ্গিতে গীবত

প্রকাশ্যে অথবা নাম না নিয়ে কারো গীবত করা হল না বটে, কিন্তু এমন কিছু ইঙ্গিত রয়েছে, যাতে সবাই বুঝে নেয়, অমুকের দোষ বর্ণনা করা হচ্ছে এবং যে শব্দ বলা হচ্ছে তা দ্বারা অমুক ব্যক্তিই উদ্দেশ্য। যেমন- এরূপ বলা, আজ কিছু লোক আমার নিকট এসেছে, যারা এমন এমন। আর মানুষ বুঝে ফেলে, আজ তার নিকট অমুক অমুক এসেছে। এতে যারা বা যে তাঁর নিকট এসেছে, সে বা তাদের গীবত করা হল। অথবা বলা হল, কিছু লোক এমন রয়েছে যারা মূলতঃ জাহেল মূর্খ আর পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধ। উপস্থিত লোকজন বুঝে যায়, এ ব্যক্তি অমুককে মন্দ বলছে। অথবা বলা- কিছু লোক আছে যারা মসজিদে এতেকাফ করে পরে ভঙ্গ করে ফেলে। আর শ্রোতারা এ লোকদের নাম জানে। অথবা বলা- এক লোক এমন যে, জামা পাগড়ি খুব ভালই পরে, কিন্তু গোপনে গোপনে যেনা করে। আর মানুষ জানে কে জামা পরে আর পাগড়ি বাঁধে। অথবা বলা কিছু কিছু মানুষ স্ত্রীর তাবেদারী আর মা-বাপের অবাধ্যতা করে, মানুষ জানে একথা বলে অমুককে উদ্দেশ করা হয়েছে। অথবা কালো রংয়ের কেউ পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে বলা- কিছু লোক এমন কালো যেন দেয়াল, আর এ দ্বারা উদ্দেশ্য চলে যাওয়া ব্যক্তি। অথবা কোন রোগীর খোঁজ-খবর নিয়ে গিয়ে এসে বলা- কিছু লোকের শরীর থেকে কেমন উৎকট দুর্গন্ধ আসে, আর মানুষ বুঝে যায়, এর দ্বারা উক্ত রোগীকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা বলা- কিছু লোকের ঘাম হতে কেমন দুর্গন্ধ আসে, আর উপস্থিত লোকজন বুঝে ফেলে, অমুকের দোষ বলা হচ্ছে। অথবা মাহফিল শেষে লোকজন উঠে গেলে বলা- এমন কিছু মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যেখানে উপস্থিত সব লোকই ফাসেক পাপাচারী হয়। অথবা কারো আলোচনা আসলে বলা- কিছু লোক খুবই দুষ্কৃতকারী, কৃপণ। সারকথা, উল্লিখিত সব না জানার ভান করে বলা হলেও মানুষ ইঙ্গিতে বুঝে যায়, অমুকের দোষ আলোচিত হচ্ছে, তাই উল্লিখিত সর্বপ্রকার আলোচনাই গীবত।

হাদিসে এসেছে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه."
قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ:
"إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّه."

আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"গীবত হল, তোমার ভাইয়ের এমন কোনো দোষ উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে।"
কেউ জিজ্ঞাসা করল: "যদি তার মধ্যে সেই দোষ থাকে যা আমি বলছি?"
তিনি বললেন:
"যদি তা তার মধ্যে থাকে, তবে তুমি গীবত করেছ; আর যদি তা না থাকে, তবে তুমি তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ (বুহতান) আরোপ করেছ।"-(সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর: ২৫৮৯।সুনান আবু দাউদ, হাদীস নম্বর: ৪৮৭৪।)

ইশারা-ইঙ্গিত, আকার-ইঙ্গিত, বা এমন কিছু বলা যা সরাসরি না হলেও অন্যকে অপমান করে, সেটিও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। গীবত শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; ইঙ্গিত বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও কারো দোষ প্রকাশ করা গীবত বলে গণ্য হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিকে ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

উপহাসমূলক গীবত

প্রকাশ্যতঃ নির্দিষ্ট কারো আলোচনা করা হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ বুঝে যায়- অমুকের কথা বলা হচ্ছে; এও গীবত। যেমন- কারো আলোচনা আসলে বলা- আল্লাহর শোকর যিনি আমাকে গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। উদ্দেশ্য, মানুষ জানুক অমুক ব্যক্তি গোনাহগার। অথবা বলা- আমি যেনাকার নই। উদ্দেশ্য, মানুষ, আলোচিত ব্যক্তিকে যেনাকার বলে বুঝে নিক। অথবা বলা- অহংকার খুবই খারাপ; উদ্দেশ্য, মানুষ বুঝুক আলোচিত ব্যক্তি অহংকারী। অথবা বলা- দাড়ি কাটা নিষিদ্ধ, যাতে মানুষ বুঝে নেয়, অমুক লোক দাড়ি কাটে। অথবা বলা- ফজরের নামায জামাআত ছাড়া আদায় করা গোনাহ, উদ্দেশ্য একথা বুঝানো, আলোচিত ব্যক্তি ফজরের নামায জামাআতে পড়ে না। কারো সম্পর্কে এভাবে আলোচনা করাও গীবত।

ষষ্ঠ ভাগ

এ ভাগের গীবত পাঁচ প্রকার।

মুখের গীবত:

এক প্রকার হচ্ছে **মুখে গীবত** করা। এ সম্পর্কে, কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

কয়েক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,
তোমরা খেলাল করে নিজেদের দাঁত থেকে গোশত বের করে ফেল। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা খাবারই খাইনি। জবাবে তিনি বললেন, আমি তোমাদের দাঁতে গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি। তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবেও তাঁরা এক লোক সম্পর্কে অভিযোগপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। -(তাফসীরে দোররে মনসূর)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধান থেকে চলে যাবার পর আরেক ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করলে তিনি অভিযোগকারীকে বললেন, তুমি খেলাল কর। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি আজ গোশত খাইনি। তিনি বললেন, তুমি সবেমাত্র মুসলমানের গোশত খেয়েছ।--(তিবরানী হতে আত-তারগীব ওয়াততারহীব)

কানের গীবত

কারো গীবত শুনে চুপ থাকা এবং তা প্রতিরোধ না করা কানের গীবত। কেননা, গীবত শুনে চুপ থাকা এবং প্রতিরোধের চেষ্টা না করা যেন নিজেই গীবত করা।

হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন-
مکوش خلافش در عاقلی اگر - گوش و داد دین و چشم آنکه ترا -যে সত্তা তোমাকে চোখ, মুখ ও কান দান করেছেন, যদি তুমি বুদ্ধি বিবেকসম্পন্ন হও তবে এগুলো তাঁর মর্জির বিপরীতে ব্যবহার করো না।

হাদীস : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-
إِذَا وَقَعَ فِي الرَّجُلِ وَأَنْتَ فِي مَلَاءٍ فَكُنْ لِلرَّجُلِ نَاصِرًا وَلِلْقَوْم
زَاجِرًا ثُمَّ قَمْ عَنْهُم

যখন কারো গীবত করা হয় আর তুমি সে মজলিসে বসা থাক, তখন তুমি গীবতকৃত ব্যক্তির সাহায্যকারী হও। তা এভাবে- তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও, যাতে মানুষ তার গীবত হতে বিরত হয় এবং গীবতকারীকে এ কাজ হতে নিষেধ কর। নতুবা নিজে এ মজলিস থেকে চলে যাও। কেননা, চুপচাপ বসে থাকলে তুমিও গীবতকারী গণ্য হবে।-(ইবনে আবিদ্দুনইয়া (রঃ)-এর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর) কানের গীবত সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

মায়মূন বিন সিয়াহ নিজের অবস্থার বর্ণনায় বলেন, একদিন আমি ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে এক মৃত হাবশীকে এনে কেউ বলছে, হে মায়মূন! তুমি এ হাবশী মৃতকে খাও। আমি কেন মৃত হাবশীকে খাব? সে বলল, তুমি অমুকের গীবত করেছ। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তার গীবত করিনি। এমনকি তার কোন বৈশিষ্ট্যই আমি উল্লেখ করিনি। সে বলল, যদিও তুমি গীবত করনি, তবে শুনেছ। আর গীবত শুনা এবং গীবত করা একই রকম। -(তাফসীরে মাআলেমুত তানযীল)

অন্তরের গীবত

কোন নেককার পুণ্যবান মুসলমান সম্পর্কে বিনা কারণে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ অন্তরের গীবত।

মানুষ সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা হারাম, যেরূপ তাকে খারাপ বলা হারাম। মুখের দ্বারা যেমন গীবত না করা কর্তব্য, তদ্রূপ মনে মনে কুধারণা না করাও কর্তব্য। অনিচ্ছায় মনের মধ্যে এরূপ কোন খারাপ ধারণা জাগ্রত হলে তা অবশ্য ক্ষমাযোগ্য। মহান আল্লাহ খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করেছেন:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم. ٌ

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে পাপ" (সূরা হুজুরাত: ১২)।

অতএব সরাসরি না দেখে বা পর্যবেক্ষণ না করেই শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করা একটি গর্হিত আচরণ। কুরআন মজীদের নির্দেশ হলো তথ্য যাচাই করে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

"হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন বার্তা নিয়ে আসে তবে তোমরা তা যাচাই করে দেখবে, পাছে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন
সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে" (সূরা হুজুরাতঃ ৬)।

অতএব উক্ত আয়াতের আলোকে এ কথা পরিস্কার যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ কিছু শুনেই তার সম্পর্কে কুধারণা করা যাবে না, তার সমালোচনা করা যাবে না। তথ্যটি অপরিহার্যরূপে যাচাই করে দেখতে হবে। এটাই কুরআনের নির্দেশ। শোনা কথায় কান দিয়ে কারো সম্পর্কে খারাপ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর প্রাপ্ত তথ্য অমূলক প্রমাণিত হলে তখন লজ্জা, অনুতাপ ও আক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মান-ইজ্জত হজ্জের মাসের মত, হজ্জের দিনের মত, মক্কা নগরীর মত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানার্হ।

কারো কোনো ত্রুটি নিয়ে নিজের মনের মধ্যে সমালোচনা করা যদিও গীবত না তবে এটা একটা অনর্থক কাজ। বরং মু'মিন সর্বদা নিজেকে বেহুদা অনর্থক কাজ থেকে দূরে রাখবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত

হাত, নাক অথবা অন্য কোন অঙ্গ দ্বারা মানুষকে অন্যের দোষ বুঝিয়ে দেয়া, যেমন-কেউ মজলিস থেকে উঠে গেলে হাতে তার প্রতি ইশারা করা, নাকে ইঙ্গিত করা, ঠোঁট বাঁকা করা, উদ্দেশ্য মজলিসত্যাগী লোকটি যে ভাল নয় তা মানুষকে বুঝানো, অথবা কারো প্রশংসার মাঝখানে ঘাড় হেলানো, ইত্যাদি সবই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গীবত।

এ সম্পর্কে নিম্নে দুই একটি ঘটনা, কোরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস এবং একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

জনৈকা রমণী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধানে আগমন করে। আগন্তুক ছিল খর্বাকৃতির। সে চলে গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) তুচ্ছার্থ তার দিকে হাতে ইশারা করেন। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে আয়েশা! তুমি তার গীবত করলে। -(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' মেরাজে গমন করে সেখানে বিস্ময়কর ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করেন। তিনি দেখলেন, আগুনের কাঁচি দ্বারা কিছু লোকের মুখ কাটা হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা?তিনি বললেন, এরা সেসব লোক, যারা পার্থিব জগতে যেনায় লিপ্ত হবার জন্য সাজসজ্জা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অতঃপর একদল লোকের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তাদের কাছ থেকে দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল! এরা কারা! তিনি বললেন, এরা সেসব মেয়েলোক, দুনিয়ার জীবনে যারা যেনার উদ্দেশে সাজসজ্জা করত। অতঃপর আমি এক দল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে দেখলাম, কিছু পুরুষ এবং মেয়েলোক ঝুলে রয়েছে।ইবনে জোরায়জ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হুমাযা দ্বারা সে ব্যক্তি উদ্দেশ্য, যে চোখ এবং হাতের ইশারায় মানুষকে কষ্ট দেয়। আর লুমাযা হচ্ছে সে, যে মানুষকে মুখে কষ্ট দেয়। তাফসীরে দোররে মনসূরে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) এ বর্ণনাই উদ্ধৃত করেছেন। বাগাভী (রঃ) তাফসীর গ্রন্থ মা'আলেমুত তানযীলে উদ্ধৃত করেছেন, হুমাযা বলে সে ব্যক্তিকে উদ্দেশ করা হয়েছে, যে মুখে মানুষকে ভর্ৎসনা তিরস্কার করে। আর লুমাযা সে, যে চোখে ইঙ্গিত করে মানুষকে কষ্ট দেয়। সোলায়মান জুমাল তাফসীরে জালালাইনের টীকায় ইবনে কায়সানের সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন, হুমাযা সে, যে নিজের বন্ধু বান্ধবদেরকে মুখে কষ্ট দেয়, আর লুমাযা সে, যে ভ্রূ দ্বারা কারো প্রতি ইঙ্গিত করে।

কলম দ্বারা গীবত

যেমন কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অন্যের কাছে চিঠিপত্র লেখা বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা অথবা নিজের বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি অন্যের গীবতকারীকে যদি বলে, তুমি গীবত করবে না, তাহলে সে বলে, এটা গীবত নয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও সজ্ঞানে গীবত করাকে বৈধ মনে করলে সে কাফের হয়ে যায় এবং অজ্ঞাতসারে বললে তাযীরের আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ যারা গীবত পরিহার করতে বলেন বরং উল্টো তারাই শাস্তি ও তিরস্কারের সম্মুখীন হন।

জাতীয় পর্যায়ে গীবত চর্চা

গীবত আজ আর ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই। ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে গীবতের কম-বেশি চর্চা হচ্ছে। আর গীবতচর্চাকে মনে করা হয় যোগ্যতা কিংবা সফলতার মাপকাঠি। রাজনীতিতে গীবতের চর্চা এমনভাবে মিশে গেছে, আজ আমরা কেউ এটাকে অন্যায় বা পাপের বিষয় মনে করি না। এটা আমাদের কর্তব্যের একটি বড় অংশ মনে করি। গীবত-চর্চা বেশ আগে থেকেই চলে আসছে, বর্তমানে তা জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভকরেছে। অথচ রাসূল সা. হলেন বিশ্বমানবতার আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তিনি মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান ছিলেন, মদিনার জনগণের মাঝে রাষ্ট্র পরিচালনার সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতেন, জাতি ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তাঁকে সকলেই সমর্থন করতেন। কিন্তু তিনি তো কারো গীবত করেননি! আর এ কারণেই তিনি ঘোষণা করতে পেরেছেন, 'গীবত বা পরের দোষচর্চা করা যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও একটি মারাত্মক অপরাধ।' সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কীরূপে?' তিনি বললেন, 'এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে তার গুনাহ মাফ হয়ে যায় কিন্তু যে গীবত করে তার গুনাহ প্রতিপক্ষের মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হয় না।'

গীবতের চার স্তর

ইসলামী বিধানের আলোকে গীবতের চারটি স্তর রয়েছে:

১. **কুফরী**: যেমন কাউকে গীবত করা অবস্থায় বলা হল, গীবত করো না। গীবতকারী প্রতিবাদ করে বলল, এটা গীবত নয়। আমি যা বলছি সত্যই বলছি। এ ধরনের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে গীবত করা হারাম করেছেন, সে তাকে হালাল করল। আর হারামকে হালাল করা কুফরী। কেউ এমন করলে কাফের হয়ে যাবে।

২. **মোনাফেকী**: যেমন নাম উল্লেখ না করে এমনিভাবে কারো গীবত করা, কার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা শ্রোতা চিহ্নিত করে ফেলতে পারে। এ অবস্থায় গীবতকারী গীবত করার সাথে নিজেকে পরহেযগারও মনে করে। আর তা-ই হল মোনাফেকী।

৩. **গুনাহ**: যেমন-কারো নাম নিয়ে গীবত করা। আর গীবতকারী জানে, এটা পাপ। এ ধরনের গীবত থেকে তওবা করতে হবে।

৪. **মুবাহ**: যেমন ফাসেক অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি অথবা বিদআতী ব্যক্তির গীবত বা দোষচর্চা করা, এটা মুবাহ। এ ধরনের গীবতের কারণে অন্যান্য মানুষ যদি তার থেকে বেঁচে থাকে, তার সাথে মিলে পাপে লিপ্ত না হয়, তবে এতে সওয়াবও রয়েছে।

গীবতের বৈধ প্রকারসমূহ

গীবতের যেসব প্রকার বৈধ; বরং কোন কোন প্রকারে সওয়াব রয়েছে এবং শরীঅত বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম যেসব প্রকারের অনুমতি দিয়েছেন, এখন সে সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছে।

হাদীসবেত্তা ইমাম নববী (রঃ) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে, ইমাম গাযালী (রঃ) এহইয়াউল উলূম ও কিমিয়ায়ে সাআদাত গ্রন্থে, সফুরী নুযহাতুল মাজালেসে, বলখী (রঃ) আইনুল এলেম গ্রন্থে গীবতের ছয় প্রকার বৈধ বলে উল্লেখ করেছেন এবং মাতালেবুল মোমেনীন গ্রন্থেও অনুরূপ বলা হয়েছে। ইবনে আবেদীন শামী (রঃ) দোররে মোখতারের পার্শ্বটীকা রদ্দুল মোহতারে উল্লিখিত ছয়

প্রকারের সাথে আরও চার প্রকার সংযোজন করে দশ প্রকার বৈধ লেখেছেন। সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (রহ.) এ দশ প্রকারের সাথে আরও তিন প্রকার যোগ করে সর্বমোট তের প্রকার গীবত বৈধ বলেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের বৈধতার কারণও উল্লেখ করেছেন।

১.রাজদরবারে নিম্নস্থদের জুলুমের অভিযোগ করে বিচার প্রার্থনা

কোন বিচারক, মুফতী, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী বা পদস্থ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি কারো উপর জুলুম করলে মজলুম নিজের অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিকার প্রার্থনা করে অভিযোগ দায়ের করা বৈধ। কেননা, শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের না করলে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। উপরন্তু শাসকের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে হয়ত অত্যাচারী কর্মকর্তা কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হতে পারে, এতে সবাই তার জুলুম থেকে রক্ষা পাবে। বর্ণিত সব উপকারিতার কারণে এ প্রকারের গীবত বৈধ।

আল্লাহ তাআলা কোরআন করীমে এরশাদ করেন, لَا يُحِ ال الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الأَمَنْ ظُلِمَ কারো দুষ্কৃতি করা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না, তবে সে ব্যক্তি যে অত্যাচারিত।

অর্থাৎ, কেউ অত্যাচারিত হলে তা প্রকাশ করায় কোন দোষ নেই। এ সম্পর্কে নিম্নে দুইটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু লোকের নিকট মেহমানদারী যাজ্ঞা করে, কিন্তু তারা তা করেনি। এতে মেহমানদারী আকাঙ্ক্ষী যাদের নিকট মেহমানদারী কামনা করেছিল, তাদের দুর্নাম রটাতে শুরু করে এবং প্রকাশ্যে তাদের নিন্দাবাদ করতে থাকে। এতে সাহাবায়ে কেরাম তার উপর রুষ্ট হন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীর গীবত করার অনুমতি প্রদান করেন। (তাফসীরে মাযহারী)

দ্বিতীয় ঘটনা

কেন্দা গোত্রের এক ব্যক্তি এবং হাযরামাউত শহরের দুই অধিবাসীর মাঝে কথা কাটাকাটি হয়। হাযরামাউতের অধিবাসীদ্বয় কেন্দা বংশীয় লোকটির পিতার নামে রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে অভিযোগ করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর পিতা আমার অমুক ভূমিখণ্ড জবরদখল করে নিয়েছে। আপনি আমার ভূমিখণ্ড নিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীঅত মোতাবেক আলোচ্য মোকদ্দমার ফয়সালা করে দেন। - (আবু দাউদ- দাআবী অধ্যায়)

জালেম সম্পর্কে অভিযোগ করা এবং মানুষকে কোন জালেম, ফাসেক পাপাচারীর অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য তার গীবত করা গীবত নয়।-(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীরে দোররে মনসূর)

এটি গীবতের সে ছয় প্রকারের একটি, যা সম্পর্কে ইমাম গাযালী, সফুরী, বলখী এবং মাতালেবুল মোমেনীন গ্রন্থ প্রণেতা ঐকমত্য পোষণ করেন।

২.দোষত্রুটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে গীবত

যদি কেউ কোন দোষ অথবা গোনাহে জড়িত থাকে, তার এ দোষ বা গোনাহের কথা এমন ব্যক্তিকে জানানো, যিনি তাকে নিষেধ করবেন, সংশোধন করবেন ও নসীহত করবেন, এ প্রকারের গীবত বৈধ। কেননা, এ গীবতে গীবতকৃতের উপকার হয়, সে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন- কারো মাঝে কোন দোষ থাকলে তার পিতাকে বা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে অবহিত করা, অথবা বিচারক ঘুষ নিলে তার সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, যাতে পিতা, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং কর্তৃপক্ষ ঘুষ গ্রহণকারী বিচারককে পদচ্যুত বা সাবধান করবেন, এতে সকলের উপকার হবে।-(মাতালেবুল মোমেনীন, আইনুল এলেম, সীরাতে আহমদিয়া, রদ্দুল মোহতার, তানবীরুল আবসার, এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস শরহে মুসলিম লিইমাম নববী)

হাদিস শরীফে এসেছে, اَلْمُسْتَمِعُ شَرِيكُ الْمُغْتَابِين
শ্রবণকারী গীবতকারীর গোনাহে অংশীদার।- (খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।
আবুল লাহম (রাঃ) নিজের গোলাম ওমায়র (রাঃ)-কে গোশত ভুনা করার নির্দেশ দেন। তিনি চলে গেলে এক মিসকীন আসে এবং ওমায়র (রাঃ) মনিবের অনুমতি ছাড়াই মিসকীনকে গোশত দিয়ে দেন। হযরত আবুল লাহম (রাঃ) ফিরে এসে জানতে পেরে ওমায়র (রাঃ)-কে প্রহার করেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে ঘটনা বর্ণনাপূর্বক মনিব সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের করেন। উদ্দেশ্য, তিনি মনিব আবুল লাহম (রাঃ)-কে হিতোপদেশ দান করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ডেকে আনান এবং গোলামকে প্রহার করার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন, আমার অনুমতি ব্যতিরেকে সে মিসকীনকে গোশত দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওহে আবুল লাহম! তোমার গোলাম যা সদকা করবে তার অর্ধেক সওয়াব তুমি পাবে। তাই তাকে মারধরে বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন করো না।
--(মুসলিমঃ সদকা অধ্যায়)

হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সা'দ (রাঃ)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কুফাবাসী অনেক ব্যাপারে তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করে। অভিযোগসমূহের মধ্যে এক অভিযোগ এও ছিল, হযরত সাদ (রাঃ) ভালভাবে নামায পড়েন না এবং নামাযের সূরা কেরাআত ভালভাবে আদায় করেন না। হযরত ওমর (রাঃ) এ অভিযোগের ভিত্তিতে হযরত সাদ (রাঃ)-কে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে হযরত আম্মার (রাঃ)- কে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু অভিযোগকারীদেরকে কিছুই বললেন না। এর পর হযরত ওমর (রাঃ) হযরত সাদ (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে লোকদের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি বললেন, হে সাদ! এসব লোক বলছে, তুমি ভালভাবে নামায পড় না। জবাবে হযরত সাদ (রাঃ) নিবেদন করলেন, যখন যোহর, আসর ও এশার নামায পড়ি, তখন প্রথম দুই রাকআতে কেরাআত লম্বা করি এবং শেষ রাকআতে কেরাআত কম করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে নামায পড়তেন, আমিও সেভাবেই পড়ি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, সা'দ তোমার আমার উপর এ আস্থাই ছিল, তুমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতই নামায আদায় করবে।-(বোখারী- অধ্যায়: কেরাআতুল ইমামি ওয়াল মামূম)

এ থেকে জানা গেল, কাউকে দোষমুক্ত করার সদিচ্ছায় তার সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কারো কাছে অভিযোগ করা বৈধ। তা না হলে কুফাবাসী হযরত সা'দ (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করতেন না। আর হযরত ওমর (রাঃ)-ও এর প্রতি কান দিতেন না। কেননা, গীবত করা আর শুনা সমঅপরাধ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর এক স্ত্রী ছিল। যে তাঁর খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) এ পুত্রবধূর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি সব সময় ছেলেকে বলতেন স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিতে। হযরত ওমর (রাঃ) যতই বলছিলেন, কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার কথা শুনছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে পুত্র •

সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, ছেলে আমার কথা শুনছে না, আমার ইচ্ছার বিপরীত কাজ করে চলেছে। এ অভিযোগ দ্বারা হযরত ওমর (রাঃ)- এর উদ্দেশ্য, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বাপের কথা মেনে নিতে হিতোপদেশ প্রদান করবেন। এ অভিযোগ শ্রবণান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, তুমি পিতার আনুগত্য কর এবং স্ত্রীকে তালাক দাও।-(আবু দাউদ-বেররুল ওয়ালেদাইন অধ্যায়)

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর সমকালে এক লোক সব সময় গোনাহে লিপ্ত থাকত। তার মা তাকে গোনাহ থেকে বিরত থাকতে বিভিন্নভাবে নিষেধ করা সত্ত্বেও সে বিরত থাকত না। লোকটির মা হযরত হাসান বসরী (রঃ) সমীপে গমনাগমন করতেন এবং ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ করতেন যেন হযরত হাসান বসরী (রঃ) তার ছেলেকে হিতোপদেশ প্রদান করেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ মহিলার অভিযোগ শুনেও চুপ করে থাকতেন। এমনকি মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এলে লোকটির মনোজগতে ভীতি সঞ্চারিত হয়। সে মাকে বলল, যদি হযরত হাসান (রঃ)-কে ডাকতেন, তা হলে তিনি আমাকে তওবা শিখিয়ে দেবেন এবং আল্লাহর দরবার থেকে ক্ষমা করাবেন। লোকটির মা হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর খেদমতে এসে ছেলের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। তিনি যেহেতু লোকটির উপর খুব বেশী অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাই তার কাছে যাননি। সে হযরত হাসান (রঃ)-এর আগমন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে মাকে বলল, মা! প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেলে গলায় রশি বেঁধে আমাকে হেঁচড়ে ফেরাবে; আমার কবর ঘরে দিবে। কেননা, আমি খুবই খারাপ মানুষ। মানুষকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। যদি আমাকে কবরস্তানে অন্যান্য মুর্দারের সাথে দাফন করা হয়, তা হলে আমার কারণে তারাও কষ্ট পাবে।

অবশেষে তার প্রাণবায়ু উড়ে গেলে মা তার অন্তিম ইচ্ছা পালনের ইচ্ছা করেন। হঠাৎ করে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এল, এ লোক আল্লাহর ওলী। আল্লাহ তাআলা তার কাজ সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তুমি তার সাথে কথিত রূপ কঠোরতা করো না। তার মা অদৃশ্য আওয়াজ শুনে গলা থেকে রশি খুলে তার অন্তিম ইচ্ছামাফিক ঘরেই কবর দেয়। কাফন দাফন সমাপ্ত হওয়া মাত্র হযরত হাসান বসরী এসে মৃতের মাকে বললেন, আমি এ মাত্র আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে বলছেন, হাসান! তুমি তাকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করেছ, তার কাছে যাওনি। আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছি।-(নুযহাতুল মাজালেস)

৩.ইমামের দীর্ঘ কেরাআত পাঠের নিষিদ্ধতা

হযরত মোআয (রাঃ)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন নামাযে ইমামত করতেন, তখন বড় সূরা তেলাওয়াত করতেন। একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে হযরত মোআয (রাঃ) সম্পর্কে অভিযোগ করে বললেন, তিনি নামাযে সূরা বাকারা তেলাওয়াত করেন। এতে মোক্তাদীদের খুবই কষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযোগ শুনে হযরত মোআয (রাঃ)-কে নসীহত করলেন- হে মোআয! তুমি সঙ্কট সৃষ্টিকারী! তুমি মানুষকে সংকটে ফেল! নামাযে সূরা ওয়াল্লাইল এবং এবং সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা'র উপরই পরিতৃপ্ত হও। দীর্ঘ কেরাআত তেলাওয়াত করো না। (আবু দাউদ- আদেল্লা অধ্যায়)

৪.লজ্জা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গীবত

কেউ কোন অন্যায়ে লিপ্ত থাকলে এ উদ্দেশে কারো সামনে তার দোষ বর্ণনা করা-যখন সে শুনবে, অমুক আমার অন্যায় সম্পর্কে অবহিত হয়েছে, তখন সে লজ্জায় পড়ে নিজে নিজেই অন্যায় পরিত্যাগ করবে। এরূপ গীবত বা দোষ বর্ণনা বৈধ। নিম্নোদ্ধৃত ঘটনা থেকে এরূপ গীবতের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজের প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ করে। তিনি অভিযোগকারীকে ধৈর্যাবলম্বনের নির্দেশ দেন। সে পুনরায় অভিযোগ করলে এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ধৈর্য ধারণ করতে উপদেশ দেন। সে তৃতীয় বারও প্রতিবেশী সম্পর্কে অভিযোগ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি ঘরের আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দাও। যখন অন্যান্য প্রতিবেশী এ দেখবে, তখন তোমাকে কষ্টদানকারী নিজেই লজ্জিত হয়ে অন্যায় আচরণ থেকে বিরত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরামর্শ মোতাবেক তিনি ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র রাস্তায় ফেলে দেন। সে পথ দিয়ে যেই অতিক্রম করত সেই জিজ্ঞেস করত, তুমি এসব রাস্তায় ফেলে দিলে কেন? জবাবে তিনি বলতেন, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তাই আমি ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র বের করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছি। কষ্টদানকারী প্রতিবেশীর নিকট এ সংবাদ পৌঁছালে তার লজ্জা আসে। তিনি নিজে এসে অপরাধ মাফ করিয়ে সব আসবাবপত্র নিজের ঘরে নিয়ে যান এবং ভবিষ্যতে আর প্রতিবেশীকে কষ্ট দিবেন না বলে ওয়াদা করেন। -(এহইয়াউল উলূম-হুকুকুল জাওয়ার অধ্যায়)

৫.ফতোয়া জানার উদ্দেশ্যে গীবত

মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে কোন আলেম বা মুফতীর নিকট মাসআলার ধরন প্রকৃতি বলতে কারো দোষ বর্ণনা করায় ক্ষতি নেই। যেমন- কোন আলেম বা মুফতীর নিকট বলা- অমুক আমাকে প্রয়োজনীয় খরচপাতি দেয় না। আমার আব্বা মারা গেছেন, অমুক আমার অভিভাবক। সে যাবতীয় ধন- সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আমাকে কিছুই দেয় না। অথবা অমুক ব্যক্তি জমিন বা বাড়ী বিক্রি করেছে, আমি তার প্রতিবেশী। আমি চাওয়া সত্ত্বেও বিক্রীত জমিন বা বাড়ী আমাকে দিচ্ছে না। অতএব, এ অবস্থায় আমি ফতোয়া বা মাসআলা জানতে চাই। এরূপ বলায় গীবত হবে না।-(এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস, সীরাতে আহমদিয়া, মাতালেবুল মোমেনীন, শরহে মুসলিম লিইমাম নববী, রদ্দুল মোহতার হাশিয়া দোররে মোখতার)

নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা লেখা হচ্ছে।
হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে আবু সুফিয়ানের গীবত করে বললেন, সে কৃপণ মানুষ। আমাকে প্রয়োজনীয় খরচপাতি প্রদান করে না। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে এরশাদ করলেন, প্রয়োজনীয় খরচপাতি না দিলে অজান্তে তার সম্পদ থেকে নিয়ে নেবে।-(বোখারী শরীফ-নাফাকাত অধ্যায়)

কিছু লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে নিবেদন করল, আমরা হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে বের হই। যাতুস সাফাহতে উপনীত হলে আমাদের এক সঙ্গী মৃত্যুবরণ করে। তাকে দাফন করতে উদ্যত হলে দেখতে পাই, তার কবরের নিকট বিরাট এক সাপ বসে রয়েছে। আমরা সে কবর ছেড়ে অন্যত্র কবর খুঁড়ি। সেখানেও আমরা সাপটি দেখতে পাই। তৃতীয় এক জায়গায় কবর খুঁড়লে সেখানেও একই অবস্থা। এখন আমরা তাকে কোথায় দাফন করব? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ধারণা করলেন, এ সাপ মৃত ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ তাআলার ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। তিনি মৃতের সঙ্গীদেরকে বললেন, এ সাপ আল্লাহ তাআলার তরফ হতেই মৃতের উপর নিয়োজিত হয়েছে। তোমরা সারা দুনিয়া খুঁড়লেও সর্বত্রই এটি দেখতে পাবে। এখন তোমাদের করণীয় হচ্ছে, তকে কোন কবরে দাফন করে তার কল্যাণ ও মুক্তির জন্য দোআ করা।-(তাম্বীহুল গাফেলীন-আযাবুল কবর অধ্যায়)

হযরত ওয়ায়মের (রাঃ)-এর স্ত্রীর উপর যেনার সন্দেহ হয়। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু স্ত্রীর গীবত না করে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেউ যদি নিজের স্ত্রীকে যেনারত

অবস্থায় দেখে তবে তার কি করণীয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝে ফেললেন, এটা ওয়ায়মেরের স্ত্রীরই ঘটনা। তিনি বললেন, ওয়ায়মের! এ ধরনের ঘটনায় আল্লাহ তাআলা লেআনের নির্দেশ দিয়েছেন (স্বামী স্ত্রী কসম করে একে অন্যের প্রতি লানত করবে, শরীঅতের পরিভাষায় একে লেআন বলে)। তুমি স্ত্রীকে হাযির করে লেআন করে নাও। সুতরাং তিনি স্ত্রীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে হাযির হন এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক স্বামী স্ত্রী উভয়ে লেআন করেন।-(মোআত্তায়ে ইমাম মালেক- লেআন অধ্যায়)

৬.প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়ার উদ্দেশে গীবত

আমার মতে, প্রকৃত অবস্থা জানার উদ্দেশে কারো দোষ বর্ণনা করা, তার দুষ্কর্ম প্রকাশ করা বৈধ। যেমন- সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে অন্যদের দোষ বর্ণনা করতেন। কখনও তাদের দুষ্কর্মের কথাও প্রকাশ করতেন। কিন্তু কোন মুসলমানকে অপমান অপদস্থ করা তাঁদের উদ্দেশ্য হত না। বরং উদ্দেশ্য হত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টা শুনে প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করবেন এবং আলোচ্য বিষয়ে অবহিত করবেন।

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।
একদিন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এক মেয়েলোকের আলোচনা করে বললেন, সে অত্যন্ত কৃপণ। এ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, তার মাঝে কৃপণতার বৈশিষ্ট্য থাকলে সে জাহান্নামী।-(এহইয়াউল উলূম-গীবত অধ্যায়)

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর কাছ দিয়ে এক জানাযা অতিক্রম করে। তাঁরা তার প্রশংসা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসাবাদ শুনে এরশাদ করলেন وَجَبَتْ ওয়াজিব হয়ে গেছে। এর কিছুক্ষণ পর আরেক জানাযা অতিক্রম করে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তার নিন্দাবাদ করেন। এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন وَجَبَتْ-ওয়াজিব হয়ে গেছে। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি দুই বারই وَجَبَتْ ওয়াজিব হয়ে গেছে শব্দ উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু এর মর্মার্থ বলেননি। তিনি এরশাদ করলেন, তোমরা প্রথম মৃতের প্রশংসা করেছ, তার উপর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় মৃতের নিন্দাবাদ করেছ, তার উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। কেননা, তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত সাক্ষী। তাই যার প্রশংসা করবে, এতে বুঝতে হবে সে জান্নাতী। আর যার নিন্দাবাদ প্রকাশ করবে, সে জাহান্নামী।--(ইবনে মাজা-জানায়েয অধ্যায়)

এখানে প্রশ্ন জাগে, মৃতের গীবত হারাম। কেননা, কারো মৃত্যুর পর জানা যায় না, সে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত না অভিশপ্ত। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কিভাবে মৃতের গীবত করলেন? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই বা কেন এ গীবত শুনে নীরবতা অবলম্বন করলেন? এ সন্দেহের নিরসনে মানুষ বিভ্রান্ত হয়েছে।

জামেয়ে সগীর ফী হাদীসিল বাশীরিন নাযীর গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থে মোহাদ্দেস আল্লামা আযীযী (রঃ) লেখেন- আলোচ্য সন্দেহের যথার্থ জবাব হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যে মৃতের নিন্দাবাদ করেছেন, জীবিতকালে সে ফাসেক পাপাচারীদের দলভুক্ত ছিল। তাই মৃত্যুর পরে সাহাবায়ে কেরাম তার গীবত করেছেন। কেননা, মৃত্যুর পরেও পাপাচারীর গীবত জায়েয।

দুই কারণে আল্লামা আযীযী (রঃ)-এর অভিমতের যথার্থতা সম্পর্কে কথা থেকে যায়। প্রথমতঃ সাহাবায়ে কেরাম যে মৃতের নিন্দাবাদ করেছেন, তার ফাসেক পাপাচারী হওয়া সুস্পষ্ট প্রমাণিতবিষয় নয়। তাই এ জবাব দৃঢ় প্রত্যয়ের মর্যাদা পেতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ জীবতকালে পাপাচারী আর আল্লাহভীরু যাই থাকুক, কিন্তু মৃত্যুর পরে সকলের গীবতই হারাম। তবে হাঁ, মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য কারো মৃত্যুর পরও তার পাপাচারজনিত দোষ বর্ণনা করা, এ পাপাচারের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করা বৈধ। আর যে মৃতের নিন্দাবাদের কথা আলোচিত হয়েছে, এ দ্বারা কাউকে ভয় প্রদর্শন উদ্দেশ্য ছিল না। সুতরাং এ গীবত কি করে বৈধতা পেল? এ নিন্দাবাদ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের মৃতকে অপমান অপদস্থ করা উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে কিছু উপদেশপূর্ণ উক্তি করবেন। তাই সাহাবায়ে কেরামের মৃত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ হয়েছে।

এক ব্যক্তি নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক মহিলা খুব নামায পড়ে, রোযা রাখে, কিন্তু নিজের প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি এরশাদ করলেন, সে মহিলা জাহান্নামী। এর পর সে লোক নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অমুক মহিলা সব ধরনের এবাদতই করে এবং প্রতিবেশীদেরকেও কষ্ট দেয় না, তিনি এরশাদ করলেন, সে জান্নাতী।-(মেশকাত-আশাশাফকাতু আলাল খালক অধ্যায়)

কারো কারো মতে, দ্বীনী বিষয়ে কোন লোকের গীবত এবং দোষ বর্ণনায় কোন ক্ষতি নেই। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)ও অনেকের আমল সম্পর্কে গীবত করেছেন এবং তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে অনেক হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ অভিমত

হচ্ছে, দ্বীনী বিষয়েও কারো উপকার সাধনের উদ্দেশে গীবত করা যেতে পারে। অন্যথায় শুধু শুধু কারো গীবত বৈধ নয়।

৭.প্রকাশ্যে গুনাহেলিপ্ত ব্যক্তির গীবত

যে প্রকাশ্যে গোনাহ করে, যেমন- নামায পড়ে না, অথবা যেনা করে, মানুষের উপর জুলুম অত্যাচার করে, অথবা রোযা রাখে না, এরূপ ব্যক্তিকেহেয় করার, অপমান অপদস্থ করার উদ্দেশে গীবত করা বৈধ। তাই আল্লাহভীরু আলেম সমাজ জালেম শাসকদের গীবত করতেন। সম্মুখে উল্লিখিত অনেক ঘটনা থেকে তা জানা যাবে।-(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস, রদ্দুল মোহতার, শরহে মুসলিম লিন্নববী, সীরাতে আহমদিয়া, তাম্বীহুল গাফেলীন।)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন- ثَلٰثَةٌ لَا غِيْبَةَ لَهُمْ صَاحِب
الْهَوٰى وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ وَالْإِمَامُ الْجَائِر
-তিন ব্যক্তির গীবত নেই। অর্থাৎ, তাদের গীবত বৈধ- (১)কুপ্রবৃত্তির অনুসারী, (২) বেদআতী-প্রকাশ্যে পাপাচারী, (৩) অত্যাচারী শাসক।

ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) বলেন-

الْغِيبَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ فِي وَجْهِ هِيَ كُفْرٌ وَهُوَ أَنْ يَغْتَابَ الْمُسْلِمُ فَقِيلَ لَهُ لَا تَغْتَبْ فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا الْغِيْبَةُ وَأَنَا صادق في ذٰلِكَ فَقَدْ اسْتَحَلَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَمَنْ اسْتَحَلَ مَا حَرَّمَ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ أَمَّا الْوَجْهُ الَّذِي هُوَ نِفَاقٌ وَهُوَ أَنْ يَغْتَابُ إِنْسَانَا فَلَا يُسَمِّيهِ عِنْدَ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّهُ يُرِيدُ بِهِ فَلَانَا فَهُوَ يَغْتَابُهُ هُوَ عَاضٍ فَهُوَ أَنْ فِي نَفْسِهِ اللَّهُ مُتَوَسِ وَأَمَّا ويرى يَغْتَابَ إِنْسَانَا وَيُسَمِّيهِ وَيَعْلَمُ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ فَهُوَ عَاصٍ وَعَلَيْهِ التَّوْبَةُ وَالرَّابِعُ أَنْ يَغْتَابَ فَاسِقًا مُعْلِنَا بِفِسْقِهِ أَوْ صَاحِبُ : بِدْعَةٍ فَهُوَ مَا جُورٌ لا لَهُمْ يَحْذَرُونَ مِنْهُ إِذَا عَرَفُوا حَالَهُ

- গীবত চার প্রকার। (১) যখন কেউ গীবত করল, তখন তাকে বলা হল, গীবত করো না। তখন সে বলল, আমি গীবত করছি না, যথার্থ দোষ বর্ণনা করছি। এ ব্যাপারে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ গীবতকারী কাফের হয়ে যায়। কেননা, সে আল্লাহ তাআলার হারামকৃত বিষয়কে হালাল জ্ঞান করে। আর আল্লাহর হারামকৃত বিষয় হালাল জ্ঞান করা কুফরী।(২) কেউ কারো গীবত করল, কিন্তু নাম বলল না, অথচ শ্রোতারা বুঝে ফেলে, সে অমুকের গীবত করছে, এ গীবতকারী মোনাফেক। কেননা, প্রকাশ্যতঃ সে গীবত থেকে আত্মরক্ষা করছে, গীবতকৃতের নাম বলছে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে গীবতে লিপ্ত। (৩) কারো নাম বলে গীবত করা এবং গীবতকারী

এর অপকৃষ্টতা অনিষ্ট সম্পর্কেও অবহিত, এ গীবতকারী গোনাহগার এবং তার তওবা করা ওয়াজিব। (৪) কোন প্রকাশ্য ফাসেক পাপাচারীর গীবত করা- এ গীবতকারী বিনিময় প্রাপ্ত হবে। কেননা, মানুষ এ গীবত শুনে ফাসেক পাপাচারী থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে।

গ্রন্থকার এর মতে, ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) প্রকাশ্যে পাপাচারীর গীবত বৈধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে যে লেখেছেন- ফাসেকের গীবত করায় মানুষ তার সম্পর্কে ভয় করবে এবং তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবে, এটা পাপাচারীর গীবত বৈধ হওয়ার পূর্ণ কারণ নয়। কেননা, এমন প্রকাশ্য ফাসেক পাপাচারীর গীবতও বৈধ, যার অবস্থা সবাই অবহিত এবং তাকে ভয় করে চলে। অথচ এ গীবতে সে উপকারিতা নেই, যে উদ্দেশে একে বৈধতা দেয়া হয়েছে। বরং ফাসেক পাপাচারীর গীবত বৈধ হবার দুইটি কারণ: (১) গীবতের ফলে পাপাচারী তার পাপাচার হতে বিরত হবে। সে যখন শুনবে, মানুষ প্রকাশ্য জনসমাবেশে তাকে খারাপ বলে, তখন তার মাঝে লজ্জা সৃষ্টি হবে। তাই ফাসেককে সালাম দেয়া মাকরূহ। এতে সে সতর্ক হবে এবং তার নিজের আমল সম্পর্কে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি হবে। (২) আল্লাহ তাআলার নিকট প্রকাশ্য পাপাচারীর কোন সম্মানই নেই। তাই হাদীস إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضَبَ الرَّبُّ تَعَالَى পাপাচারীর প্রশংসা করা হলে আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হন।-(মেশকাতুল মাসাবীহ-হেফযুল লেসান অধ্যায়)

অতএব, বান্দাকুলেরও ফাসেক পাপাচারীকে সম্মান প্রদর্শন করা অনুচিত। তবে এক্ষেত্রেও শরীঅত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করা কর্তব্য। সাহাবায়ে কেরাম মোনাফেক ও কাফেরদের দোষ বর্ণনা করতেন এবং সত্যপন্থী ওলামায়ে কেরাম অত্যাচারী জালেম শাসকদেরকে কোন প্রকার সম্মানই দিতেন না।

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা লিখিত হচ্ছে:

হারুনুর রশীদ ওলামায়ে কেরামের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা রাখতেন। তাঁদেরকে যথোচিত সম্মান শ্রদ্ধা করতেন। আলেম এবং পুণ্যশীলদের সাহচর্য অবলম্বন করে চলতেন। তিনি খলীফা হলে হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) ব্যতীত ওলামায়ে কেরামের সকলেই তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য উপস্থিত হয়। তখন হারুনুর রশীদ হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর নামে নিম্নোক্ত পত্র লেখেন-

সুফিয়ান! আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব করেছিলাম, আজও আমি তা ছিন্ন করিনি। আমি যদি শাসক পদে অধিষ্ঠিত না হলে নিজেই আসতাম। আমি শাসক পদে অধিষ্ঠিত হলে সবাই আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসে। ব্যতিক্রম শুধু তুমি। হে সুফিয়ান! আমি বায়তুল মাল- কোষাগার উন্মুক্ত করে

সবাইকে মাল-সম্পদ দিয়েছি। আমি তোমার সাক্ষাতের জন্য খুবই আগ্রহী। পত্রপ্রাপ্তি মাত্র অনতিবিলম্বে এদিকের উদ্দেশে রওয়ানা হও।

হেফাযতের উদ্দেশে গীবত কারো জন্য কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি তা অবগত না থাকলে তখন ক্ষতিকারীর গীবত করে ক্ষতিগ্রস্তকে সাবধান করা বৈধ। যাতে তার কারণে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।-(এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস, সীরাতে আহমদিয়া, আইনুল এলেম, তাম্বীহুল গাফেলীন, মাতালেবুল মোমেনীন, দোররে মোখতার, শরহে সহীহ মুসলিম)

বৈধ গীবতের কয়েকটি উদাহরণ

প্রথম উদাহরণ-কেউ গোপনে অন্যায় অপকর্মে লিপ্ত

কোন আলেম, আল্লাহভীরু লোক তার উঠাবসা করে। আলেম, আল্লাহভীরু লোকটি যদি পর্দার অন্তরালে অন্যায়কারী সম্পর্কে অবহিত না হয়, তা হলে বরবাদ হবার শংকা রয়েছে। তাই মানুষ এ লোককে ভয় করুক, তার সংস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষা করে চলুক- এ উদ্দেশে তার অন্যায় অপরাধ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করা বৈধ। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং অন্যের দোষক্রটি বর্ণনা করেছেন। কারো কারো উপর লানত অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যাতে মানুষ তার অন্যায় অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- اتَرْغَبُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ بِمَا فِيهِ اهْتِكُوهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فِي النَّاسِ أذكرُوهُ بِمَا فِيهِ حَتَّى يَحْذَرُهُ النَّاس

তোমরা কি পাপাচারীর পাপকর্মের আলোচনা থেকে আত্মরক্ষা করে চল? তোমরা তাকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন কর। তার নিন্দাবাদ কর, দোষ বর্ণনা কর, তা হলে মানুষ তাকে ভয় করবে- এড়িয়ে চলবে।-(এহইয়াউল উলূম-আলআযারুল মোরাখখাসাহ লিলগীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় উদাহরণ

যদি কেউ মানুষকে কষ্ট দেয় তা হলে তার দোষ প্রকাশ করা, নিন্দাবাদ করা বৈধ। যেমন- বলবে, অমুকের দ্বারা মানুষজন কষ্টে পড়ে, সে নিজের আচার-আচরণ দ্বারা মানুষকে কষ্ট দেয়, চোগলখোরী করে, ঝগড়া ফাসাদ। সৃষ্টি করে। তাই কেউ দাস-দাসী বিক্রি করতে তার দোষ ক্রেতার নিকট প্রকাশ করে দেবে। তা হলে ক্রেতা কষ্টে, পড়বে না।

তৃতীয় উদাহরণ

বিচারকের আদালতে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা হলে বাদী তার দাবী প্রমাণে সাক্ষী হাযির করবে। বিবাদী যদি সাক্ষীদের দোষ-ক্রুটি বা কোন অন্যায় অপরাধ এবং তাদের মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে জানে, তবে তার উচিত তাদের অন্যায় অপরাধ এবং মিথ্যাবাদী হওয়ার কথা প্রকাশ করে দেয়া, যাতে মোকদ্দমায় বাস্তব অবস্থার বিপরীত রায় ঘোষিত না হতে পারে।অন্যকে কষ্ট থেকে রক্ষার উদ্দেশে গীবতের বৈধতা সম্পর্কিত কিছু ঘটনা নিম্নে লিখিত হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রাঃ)-কে আবু আমর বিন হাফস (রাঃ) তালাক দিলে হযরত মোআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এবং হযরত আবু জাহম (রাঃ) বিয়ের পয়গাম পাঠান। হযরত ফাতেমা (রাঃ) এ পয়গাম সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে নিবেদন করলে তিনি বললেন, মোআবিয়া নিঃস্ব গরীব মানুষ, আর আবু জাহম খুব বেশী মারপিট করে, নিজের কাঁধ থেকে কখনও ছড়ি নামায় না। সুতরাং তুমি এ দুই জনের কাউকেই বিয়ে করো না; বরং তুমি ওসামা বিন যায়দকে বিয়ে কর।-(জাওয়াহেরুত তাফসীর)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক লোক নিজের গোলাম বিক্রি করতে ক্রেতাকে বলে দিল, এ গোলামটির দোষ আছে, সে চোগলখোর- কূটনামী করে ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করে। ক্রেতা বলল, কোন অসুবিধা নেই। ক্রেতা গোলামটি ক্রয় করে নিলে সে ফাসাদ বিস্তার করে। মনিব পত্নীকে সে বলল, আপনার স্বামী আপনাকে ভাল জানে না; সে অন্য মেয়েলোক আনতে চায়। এর প্রতিকার হচ্ছে, যখন আপনার স্বামী নিদ্রা গমন করবে, তখন ক্ষুর দিয়ে তার নিতম্বের লোম মুণ্ডিয়ে দেবেন, তা হলে সে

আপনাকে ভাল জানবে। অন্য দিকে মনিবকে গিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী আপনাকে জবাই করতে চায়। একদিন মনিব এমনিতেই নিদ্রার ভান করে চোখ মুদে শুয়ে পড়ে। গোলামের পরামর্শ মোতাবেক মেয়েলোকটি ক্ষুর নিয়ে আসে। স্বামী চোখ খুলে, দেখল, সত্যিই স্ত্রী তাকে জবাই করতে আসছে। 'সে তৎক্ষণাত স্ত্রীকে হত্যা করে ফেলে। এ সংবাদ স্ত্রীর বংশের লোকদের নিকট পৌঁছলে তারা তার হন্তা স্বামীকে হত্যা করে। এ গোলামের চোগলখোরীর কুফলস্বরূপ এ ফাসাদ সংঘটিত হয়ে দুইটি নিরপরাধ প্রাণ ঝরে গেছে।-(এহইয়াউল উলূম-গীবত অধ্যায়)

যদি কেউ গোপনে আড়ালে আবডালে গোনাহে লিপ্ত থাকে এবং তার গোনাহের কারণে অন্যের কোন ক্ষতি না হয়, তা হলে এমন ব্যক্তির গীবত করা নাজায়েয; বরং যে কারো দোষ প্রচার করে বেড়ায়, আল্লাহ তাআলাও তার দোষ মানুষকে অবহিত করে দেন।

কিছু সম্মানিত জনের উক্তি -শুধু সে ব্যক্তির সাথেই উঠাবসা কর, সম্পর্ক রাখ, যে তোমার দোষ গোপন রাখবে। তোমার গোপনীয়তা ফাস করবে না। এমন লোক পাওয়া না গেলে কারো সাহচর্যই অবলম্বন করবে না; বরং নিজের মনের বন্ধুত্ব অবলম্বন করবে।-(এহইয়াউল উলূম-আসসেফাতুল মাশরাতাতু লিসসোহবত অধ্যায়)

হযরত যায়দ বিন আসলাম (রাঃ) বলেন, إِنَّمَا الْغِيْبَةُ مَنْ لَمْ يُعْلِنْ بِالْمَعَام
যে নিজের অন্যায় প্রকাশ করে না, গোপনে গোনাহে লিপ্ত, তার গীবত অবশ্যই গীবত হবে। আর যে প্রকাশ্যে পাপাচারে ডুবে থাকে, তার গীবত অবশ্যই গীবত হবে না।-(দোররে মনসূর)

এ সম্পর্কে দুইটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ كَشَفَ اللّٰهُ عَوْرَتَه -যে নিজের মুসলমান ভাইয়ের দোষ গোপন করবে, কেয়ামতে আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন করবেন। আর যে তার মুসলমান ভাইয়ের গোপন • গোনাহসমূহ প্রকাশ করবে, আল্লাহ তাআলাও তার গোনাহসমূহ প্রকাশ করে দেবেন। -(নুযুহাতুল মাজালেস-আলএহসান আলাল ইয়াতীম অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- لا يشير عَبْدًا فِي الدُّنْيَا سَتَرَهُ اللَّه - যে বান্দা কারো দোষ গোপন রাখবে, কেয়ামতে আল্লাহও তার দোষ গোপন রাখবেন।-(মুসলিম: গীবত অধ্যায়)

নির্লজ্জের গীবত

যে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার অন্যায়ে লিপ্ত থাকে, এমন নির্লজ্জের গীবত বৈধ। যদি কেউ তাকে মন্দ বলে তাতেও সে প্রভাবান্বিত হয় না, লজ্জা তার কাছে ঘেঁষে না, তার থেকে বহু যোজন দূরে পালায়। কবির ভাষায়- বলা হয়, তার গীবত বৈধ, যদি কেউ প্রকাশ্যে মহা অপরাধ সংঘটিত করে।

এ কারণে সাহাবায়ে কেরাম হযরত হোসাইন (রাঃ)-এর হন্তাদের গীবত করতেন এবং তাদের সম্পর্কে ভর্ৎসনা তিরস্কারপূর্ণ উক্তি করতেন। এর কারণ, তারা ছিল লজ্জাহীন। নিজেদের অপকর্মকে তারা প্রজ্ঞা কৌশল বলে মনে করত।-(এহইয়াউল উলুম, আইনুল এলেম, সীরাতে আহমদিয়া, দোররে মোখতার, রদ্দুল মোহতার [শামী], মাতালেবুল মোমেনীন)

নিম্নে নির্লজ্জের গীবত সম্পর্কিত কিছু জরুরী আলোচনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

مَنْ الْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةً لَم - যে লজ্জার পর্দা ছুঁড়ে ফেলে, তার গীবত বৈধ।-(আবুশ শায়খ (রঃ)-এর সূত্রে শরহে আইনুল এলেম)

হযরত শেখ সা'দী (রঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির গীবত বৈধ। (১) নির্লজ্জ, (২) জালেম শাসক, (৩) যে গোপনে অন্যায় করে এবং মানুষের ক্ষতি করে।

এ সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ)-এর কবিতার মর্ম নিম্নরূপ-

আমি শুনেছি, তিন ব্যক্তির গীবত বৈধ। এর থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে চতুর্থ জনের গীবত অবৈধ।
- তাদের তিন জনের একজন জুলুমপ্রিয় বাদশা। কেননা, তার কারণে তুমি মানুষের অন্তর দুঃখ ভারাক্রান্ত পাবে।

- যে গোপনে অন্যায় অপরাধ সংঘটন করে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তার সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করা বৈধ। যাতে মানুষ তার থেকে আত্মরক্ষা করে চলতে পারে।

তৃতীয় সে, যে নির্লজ্জতার ভূষণ পরে আছে, যে নিজেই নিজের পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছে।

আফসোস অনুশোচনাচ্ছলে গীবত

আফসোস অনুশোচনা প্রকাশার্থ গীবত করা বৈধ। যেমন- আফসোস! অমুকে নামায পড়ে না। অথবা যেনায় লিপ্ত- এ কারণে তার উপর আমার আফসোস হয়। কেননা, কারো কাজের উপর আফসোস প্রকাশ ভাল কাজ। বরং কোন মুসলমানকে গোনাহে জড়িত দেখলে তার অবস্থার উপর এবং শয়তান তার উপর প্রবল হওয়ার কারণে অন্য মুসলমানের তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা এবং তার জন্য দয়ার্দ্র চিত্ত হওয়া উচিত।-(সীরাতে আহমদিয়া, খাযানাতুর রেওয়ায়া, তানবীরুল আবসার,রদ্দুল মোহতার)

হযরত শাকীক (রঃ) বলেন-
إِذَا ذَكَرَتِ الرَّجُلُ بِسُوءٍ وَلَمْ تَهْتِمُ لَهُ تَرَحْمًا فَأَنْتَ أَسْوءُ مِنْهُ إِذَا ذكرتِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَلَمْ تَجِدُ فِي قَلْبِكَ حَلَاوَةً طَاعَةِ رَبِّكَ فَانْتَ رَجُلٌ أَسْوَءُ

কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশে তার মন্দ গুণ বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করলে তা গীবত হবে। আর যদি দুঃখ প্রকাশার্থ আলোচনা করা হয়, তবে তা গীবত গণ্য হবে না।-(খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

অপরিচিত ব্যক্তির গীবত

কারো নাম না বলে তার খারাপ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা বৈধ।-(বায্যাযিয়া, সীরাতে, আহমদিয়া, দোররে মোখতার, খাযানাতুর রেওয়ায়াত, তাম্বীহুল গাফেলীন)

কারো সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ খারাপ উপাধির আলোচনা

যদি সাধারণ্যে কারো কোন খারাপ উপাধি প্রসিদ্ধ থাকে এবং তাতে সে ব্যক্তির দোষও প্রকাশ পায়, তা হলে সে উপাধি সহকারে তার আলোচনায় কোন দোষ হবে না। কেননা, এ উপাধি সহকারে না বললে মানুষ তাকে চিনবে না। যেমন- কারো উপাধি লেংড়া। আর মোহাদ্দেসীনে কেরামও হাদীসের অনেক বর্ণনাসূত্রে عن الاعرج -লেংড়া হতে বর্ণিত-এরূপ বলেছেন। তবে যথাসম্ভব কারো দোষযুক্ত উপাধি বর্ণনা না করাই উচিত। (এহইয়াউল উলূম, নুযহাতুল মাজালেস, রদ্দুল মোহতার, মাতালেবুল, মোমেনীন, শরহে মুসলিম লিইমাম নববী)

উপদেশদানের উদ্দেশ্যে গীবত

মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জীবিত অথবা মৃত কারো গীবত করা এবং গীবতের শাস্তির উল্লেখ বৈধ। যেমন বলা- অমুক জাহান্নামের উপযোগী। কেননা, সে কৃপণ। উদ্দেশ্য, সে যেন কৃপণতা থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। অথবা বলা, অমুক জীবতকালে অনেক বেশী গোনাহ করত, মৃত্যুর পর সে আযাবে পতিত হবে। অথবা বলা, অমুক কবরে আযাব ভোগ করছে। কেননা, সে অমুক গোনাহ করেছিল। অথবা বলা, মৃত্যুর পর অমুকের চেহারা কালো হয়ে গেছে। কেননা, সে অমুক গোনাহ করত। অথবা বলা, আমি অমুককে আযাবে পতিত দেখতে পেয়েছি। এরূপ বলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উপদেশ প্রদান উদ্দেশ্য। সুতরাং এতে গীবত হবে না।

এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।
একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডাক্তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। এ সময় তিনি মানুষকে উপদেশ প্রদানের উদ্দেশে বলেন, এ দুই কবরবাসীর উপর আযাব হচ্ছে। একজনের উপর আযাবের কারণ- সে চোগলখোরী করত। আর দ্বিতীয় জন প্রস্রাব করার সময় পর্দা করত না; বরং সতর উন্মুক্ত রাখত।-(তিরমিযী,৭০)

যখন সোলায়মান বিন আবদুল মালেক শাসক এবং হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয তার সভাসদ হন, তখন সোলায়মান হাজ্জাজের মন্ত্রী ইয়াযীদ বিন মুসলিমকে সচিব নিযুক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করেন। হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ) বললেন, হে সোলায়মান! হাজ্জাজের আলোচনা করবেন না এবং তার মন্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। জবাবে সোলায়মান বললেন, ওমর! আমার জানা মতে সে হাজ্জাজের কোন অনিষ্ট বা তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ)-এর উদ্দেশ্য, যেন সোলায়মান হাজ্জাজের মন্ত্রীকে সচিব নিযুক্ত না করেন, তা হলে তিনি তাদের জুলুমের অনিষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন।-(হায়াতুল হায়ওয়ান-আহওয়ালে সোলায়মান বিন আবদুল মালেক)

এক আনসারীর বোন মৃত্যুবরণ করে। বোনকে দাফন শেষে ঘরে ফিরে আসলে তার স্মরণ হল, তিনি কবরে একটি থলিয়া ফেলে এসেছেন। তিনি কবর খুঁড়ে নিজের ফেলে আসা থলিয়া বের করে নিতে চাইলেন। কবরের পার্শ্ব খুঁড়তেই তিনি দেখতে পেলেন, কবর আগুনে ভর্তি হয়ে আছে। তাঁর বোনের খুবই কষ্ট হচ্ছে। তিনি অনতিবিলম্বে কবর বন্ধ করে ঘরে এসে মায়ের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁকে বোনের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। মা বললেন, তোমার বোনের এমন কোন দোষ ছিল না, তবে সে চোগলখোরীতে অভ্যস্ত ছিল; নামায শেষ ওয়াক্তে পড়ত এবং পবিত্রতা লাভে কমতি করত। সম্ভবতঃ এ কারণেই তার উপর আযাব হচ্ছে।-(তাম্বীল গাফেলীন-আযাবিল কবর অধ্যায়)

মুয়াবিয়া বিন ইয়াজিদের রাষ্ট্রক্ষমতা পরিত্যাগ

ইয়াযীদ বিন মোআবিয়া (রাঃ) এ নশ্বর জগত হতে অবিনশ্বর জগতের পথে রওয়ানা হয়ে গেলে মানুষ তার পুত্র মোআবিয়াকে খলীফা বানায়। তিনি যেহেতু অত্যন্ত মোত্তাকী ছিলেন, তাই রাষ্ট্রক্ষমতা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। তিনি লোকজনের উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণে আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ শেষে বলেন-

লোকসকল! আমার মাননীয় দাদা হযরত মোআবিয়া (রাঃ) হযরত হাসান (রাঃ) হতে খেলাফত ছিনিয়ে নিয়ে এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে লড়াই করে খুব খারাপ করেছেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তিনি কবরে চলে যান এবং ধন সম্পদ সবই ছেড়ে যান। তিনি নিজের আমলের উপর লজ্জিত এবং কবরে অনুশোচনাগ্রস্ত। অতঃপর রাষ্ট্রক্ষমতা আমার পিতা ইয়াযীদের প্রতি স্থানান্তরিত হয়। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করেননি। নিজের উপর জুলুম করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধরদের সঙ্গে অশোভনীয় মন্দ আচরণ করেছেন, তাঁদের উপর অনেক কঠোরতা করেছেন, কষ্ট দিয়েছেন। অবশেষে তাঁর জীবনকাল সমাপ্ত হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় নেন। অতঃপর দুষ্কর্ম কবরে তাঁর সাথী হয়। লজ্জা অনুশোচনা আর অনুতাপই তাঁর হাসিল হয়। আমি জানি না তাঁকে আযাব প্রদান না. দয়া প্রদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু আমার পরিপূর্ণ বিশ্বাস, কবরে তাঁকে আযাবই প্রদান করা হয়েছে (একথা বলে তিনি খুব কাঁদেন)। এখন আমি তৃতীয় জন। আমার অন্তর রাষ্ট্রক্ষমতার

উপর বিষিয়ে গেছে। কেননা, আমি গোনাহে পড়তে ইচ্ছুক নই। হে লোকসকল! তোমরা অন্য কাউকে খলীফা বানিয়ে নাও। আমাকে ছাড়।এ ভাষণের মধ্য দিয়ে 'মোআবিয়া বিন ইয়াযীদ রাষ্ট্রক্ষমতা পরিত্যাগ করেন এবং জীবতকাল পর্যন্ত আল্লাহর এবাদতে রত থাকেন।(হায়াতুল হায়ওয়ান)

হযরত আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়দ (রঃ) বলেন, এক বছর আমি হজ্জের উদ্দেশে গমন করি। পথে এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে সব সময় দুরূদ শরীফ পাঠ করছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এত অত্যাবশ্যকরূপে দুরূদের আমল কেন কর? সে বলল, আমি প্রথম বার আমার আব্বার সাথে হজ্জে গমন করি। হজ্জ শেষে ফেরার পথে আমরা ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে কে একজন আমাকে বলল, ওহে! উঠ। তোমার আব্বা মারা গেছেন। আমি উঠে দেখলাম আমার আব্বা মরে পড়ে আছেন এবং নাফরমানীহেতু আল্লাহ্ ক্রোধে তাঁর চেহারা কাল হয়ে গেছে। এ অবস্থা দর্শনে আমি চিন্তিত অবস্থায় বসে রয়েছি। ইত্যবসরে আমি স্বপ্নে দেখলাম, কাল চেহারার চার লোক আযাব দেয়ার উদ্দেশে লোহার গুর্জ হাতে আমার আব্বার মাথার কাছে খাড়া। আচম্বিতে এক সুদর্শন ব্যক্তি এসে আমার আব্বার চেহারায় হাত ফিরিয়ে আমাকে বললেন, তোমার আব্বার চেহারার কালো বর্ণ দূরীভূত হয়ে সুদর্শন হয়ে গেছে। আমি স্বপ্ন মধ্যেই তাঁর পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আমি উঠে দেখলাম, আমার আব্বার চেহারার কালো বর্ণ দূরীভূত হয়ে শুভ্রতায় ছেয়ে গেছে। সেদিন থেকেই আমি অত্যাবশ্যকরূপে দুরূদ শরীফ পড়ি। -(এহইয়াউল উলূম-মানামাতিল মাওতা)

উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে জানা গেল, মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে কারো মন্দ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা বৈধ।

এক যুবক সাহাবী হযরত আলকামা (রাঃ)-এর মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হয়। তাঁর স্ত্রী এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বলে পাঠান। তিনি হযরত বেলাল, আলী, সালমান এবং হযরত আম্মার (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন, যাও! আলকামার অবস্থা দেখে আস। এ চার জন সাহাবী গিয়ে দেখলেন, আলকামার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী, কিন্তু তাঁর মুখে কালেমা বেরোচ্ছে না। তাঁরা এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ অবস্থার সংবাদ দেন। তিনি আলকামা (রাঃ)-এর বৃদ্ধা মাকে ডেকে এনে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। তাঁর মা বললেন, সে খুব বেশী নামায পড়ত, রোযা রাখত এবং সদকা করত, কিন্তু স্ত্রীর তাবেদারী করে আমার নাফরমানী করত। মায়ের বর্ণনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ জন্যই তার মুখ দিয়ে কালেমা বেরোচ্ছে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকামা (রাঃ)-এর মাকে' বললেন, তুমি পুত্রের অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করে দাও, যাতে তার পরিণাম কল্যাণকর হয়। মা বললেন, আমার মনে অনেক কষ্ট, আমি ক্ষমা করতে পারি না। তাঁর মায়ের এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বললেন, লাকড়ি জমা করে আলকামাকে জ্বালিয়ে দাও। এ শুনে আলকামার মায়ের সন্তান বাৎসল্য উথলে উঠে। তিনি পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। মায়ের ক্ষমা করে দেয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলাল (রাঃ)-কে পাঠালেন, গিয়ে দেখ, আলকামার কি অবস্থা। তিনি গিয়ে দেখলেন; হযরত আলকামা (রাঃ) কালেমা শাহাদাত পাঠ করছেন। অতঃপর সেদিনই তিনি ইনতেকাল করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলকামা (রাঃ)-এর কাফন দাফন শেষে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এরশাদ করলেন, হে আনসার মুহাজেরীন! যে মায়ের উপর স্ত্রীকে মর্যাদা দেয়, তার উপর আল্লাহর এবং ফেরেশতাকুলের লানত। তার ফরয নফল কোন এবাদতই গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় উপনীত হতে পারে না।(তাম্বীহুল গাফেলীন)
এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, মানুষজনকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলকামা (রাঃ)-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর একটি খারাপ বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করেছেন।

এ ঘটনা থেকে জানা গেল, মানুষকে উপদেশদান এবং মন্দ কর্মের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে কারো দোষ আলোচনা বৈধ।

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে জানা গেল, তের প্রকারের গীবত বৈধ এবং প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

শরীঅতে যে গীবত হারাম তা হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত করা, যে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার দ্বারা মানুষের কোন প্রকার ক্ষতিও হয় না, সে নির্লজ্জও নয় এবং গীবত দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য; যে গীবত দ্বারা দ্বীনী কোন উপকারিতা লাভ উদ্দেশ্য নয়, শুধু এরূপ গীবতই শরীঅতে হারাম করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অপরিচিত অনির্দিষ্ট ব্যক্তির গীবত বৈধ। আর যে খোলামেলা বা পর্দার অন্তরালে গোনাহে লিপ্ত, তার গোনাহ দ্বারা মানুষের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন ব্যক্তির গীবত বৈধ। অনুরূপ হেয় প্রতিপন্ন করা নয়; বরং দুঃখ প্রকাশার্থ বা কোন বৈধ উপকারিতা লাভের জন্য কারো গীবত করা, উদাহরণস্বরূপ নিজের অধিকার পাওয়ার জ ন্য

অথবা কোন মাসআলা জানার জন্য, কিংবা ফতোয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ অথবা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশে গীবত বৈধ।

নাজায়েয গীবতের সংজ্ঞা

শরীআতে যে গীবত নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা হলোঃ যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত নয়, তার পাপাচারের দ্বারা লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সে নির্লজ্জও নয়, তার গীবত করা এবং এর দ্বারা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাই উদ্দেশ্য, কোন দীনি ফায়দা অর্জন উদ্দেশ্য নয়। নামোল্লেখ না করে অনুপস্থিত ব্যক্তির গীবত করা বৈধ। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত, যে নির্লজ্জ, যে গোপনে পাপাচারে লিপ্ত এবং তার দ্বারা অপরের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা আছে এদের গীবত করাও বৈধ।

গীবত চূড়ান্তভাবেই হারাম এবং সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত। গীবত হারাম, তা কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বলে, গীবত করা বৈধ তবে সে কাফের হয়ে যাবে এবং সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। মহান আল্লাহ বলেন:
اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

"তোমরা একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? তা তোমরা ঘৃণাই করবে" (সূরা হুজুরাত: ১২)।

কোন একটি ব্যাপারে দুই ব্যক্তি হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) ও সালমান ফারসী (রা)-র গীবত করার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলে তিনি বলেনঃ তোমাদের উভয়ের দাঁতে আমি গোশতের রং দেখতে পাচ্ছি। তারা বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আজ সারা দিন আমরা গোশত খাইনি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা আজ উসামা ও সালমানের গোশত খেয়েছ। কারণ তোমরা তাদের গীবত করেছ। তখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"الغيبة أشد من الزنا".

অর্থ: গীবত করা জিনার থেকেও মারাত্মক।

সূত্র: মিশকাতুল মাসাবীহ, বায়হাকী।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
"الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه".
অর্থ: সূদের ৭২টি স্তর রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে লঘু স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া সমতুল্য পাপ। আর সবচেয়ে গুরুতর হচ্ছে একজন ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্মানের ওপর আঘাত করা।
সূত্র: তাবরানি, হাদীস নম্বর: ১৮৭১।

যেনা যেমন ঘৃণিত বিষয়, গীবতও তদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়। যেনায় লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্র অধিকার খর্ব করে তাঁর বিধান লংঘনের মাধ্যমে। অপরাধী তওবা করলে আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারী আল্লাহ্র বিধান লঙ্ঘনের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর বান্দা দুইজনের অধিকার খর্ব করে। এ ক্ষেত্রে গীবতের দ্বারা যার সম্মানে আঘাত হানা হয়েছে সে অপরাধীকে ক্ষমা না করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন না।

এক কালের বলখের বিলাসপ্রিয় সামন্তরাজ ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) কিছু সংখ্যক লোককে নিজ বাড়িতে দাওয়াত করেন। তারা আহার করতে বসে এক ব্যক্তির গীবত শুরু করে দিল। ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বললেন, আগেকার লোকেরা প্রথমে মুখে রুটি ভরতো, অতঃপর গোশত খেত। আর একালে আমি দেখছি তোমরা প্রথমে মুখে মানুষের গোশত ভরছো, অতঃপর রুটি খাচ্ছ। -(তাযকিরাতুল আওলিয়া)

ইবনুল মুবারক (র)-এর নিকট এক যুবক উপস্থিত হয়ে বললো, আমি এমন এক মারাত্মক গুনাহ করে ফেলেছি যা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি বলেন, বলো তুমি কি গুনাহ করেছ? যুবক বললো, আমি যেনা করেছি। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (র) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ? যাক তুমি গীবত করোনি। কারণ গীবত যেনার চেয়েও মারাত্মক।-(তাযকিরাতুল আওলিয়া)

কাব ইবনে আহবার (রা) বলেন, আমি আগেকার নবীগণের কিতাবে গীবত সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা পড়েছি: "গীবত এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ, যে ব্যক্তি বরাবার তার চর্চা করে এবং তা থেকে তওবা করে না সে সর্বপ্রথম দোযখে যাবে। আর যে ব্যক্তি গীবত করে তওবা করেছে সে বেহেশতে যাবে কিন্তু সবশেষে।-(ইমাম গাযালীর কীমিয়ায়ে সাআদাত)।

অতএব যে ব্যক্তি গীবত করে সে নিজেরই ক্ষতি করে। উমার ফারুক (রা) বলেন, 'তুমি গীবত পরিহার করো এবং মানুষের বদনাম করো না, কারণ তা রোগবিশেষ।-(ইয়াহইয়া উলূমউদ্দীন)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যে ব্যক্তি পার্থিব জগতে নিজের ভাইয়ের গোশত খেয়েছে (গীবত করেছে) কিয়ামতের দিন তাকে মানুষের গোশত খেতে বাধ্য করা হবে এবং এভাবে সে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে -(তারগীব তারহীব)
কাতাদা (র) বলেন, মানুষ যেভাবে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে ঘৃণা করে তদ্রূপ গীবত করা থেকেও নিজেকে বিরত রাখবে এবং নিজেকে যেন দোযখে নিক্ষেপ না করে (জালালাইন-এর টীকায়)।

ইমাম যয়নুল আবিদীন (র) বলেন, 'গীবত হলো সেইসব লোকের তরকারি যারা কুকুর' (কীমিয়ায়ে সাআদাত)। ইমাম সাহেব গীবতকারীদের কুকুরের সাথে এজন্য তুলনা করেছেন যে, কুরআন মজীদে গীবতকে মৃতের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর কুকুর সাধারণত মৃত জীবের গোশত খায়। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'গীবত হচ্ছে পাপাচারীদের ভোজসভা'।-(নুযহাতুল মাজালিস)।

গীবত ও চোগলখোরির মধ্যে পার্থক্য

মানুষের অজান্তে দোষ বর্ণনার নাম গীবত, যদিও উক্ত দোষ তার মাঝে বর্তমান থাকে। পক্ষান্তরে চোগলখোর ওই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মানুষের মাঝে ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বর্ণনা করে। গীবতকারী ও চোগলখোরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, চোগলখোরের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে। আর গীবতকারীর মধ্যে তা থাকা শর্ত নয়। গীবতকারী ও চোগলখোরেরা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বর্ণনা করে থাকে। মানুষের পারস্পরিক ভালবাসাকে শত্রুতায় পরিণত করে। তারা মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। তাদেরকে দেখা যায়, একজনের কাছে একরকম এবং অন্যজনের কাছে অন্যরকম চেহারা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তারা নিজেদের ইচ্ছামত যখন যা খুশী তাই বলে থাকে। কবরের আযাবের অন্যতম কারণ এই চোগলখোরী।

একবার রাসূলুল্লাহ্ সা. দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না (যা থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য সহজ ছিল)। এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, চোগলখোরী করার কারণে এবং অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারনে। (পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকতো না) অপর হাদিসে চোগলখোরীর পরিবর্তে গীবত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।-(ইবনে আবী শাইবা,১৩৮৪)

বাঘের চোগলখোরী ভীতি

দীর্ঘ বিরহের পর হযরত ইয়াকুব আ. হযরত ইউসুফ আ.-এর সাথে মিলিত হলে একটি বাঘ তাঁদের মোবারকবাদ জানায়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি ইউসুফকে চিন? সে বলল: হাঁ। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে ইতিপূর্বে তুমি আমাকে তার সংবাদ দাওনি কেন? সে বলল: চোগলখোরীর ভয়ে।

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, হযরত ইয়াকুব আ. বাঘটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থান কোথায়? সে বলল: মিসরে। আমি সিরিয়ায় আমার ভাইয়ের সন্ধানে যাচ্ছি। আমি জানতে পেরেছি, সেখানকার বাদশাহ আমার ভাইকে শিকার করেছে। আগামীকাল তাকে জবাই করে ফেলবে। গত সতের দিন যাবত আমি অভুক্ত। হযরত ইয়াকুব আ. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইউসুফের

সম্পর্কে কোনো তথ্য আছে কি? সে বলল: আছে। তিনি বললেন আমাকে বল। সে বলল চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হযরত ইয়াকুব আ. বললেন: তুমি আমাকে তার তথ্য দিলে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি বাদশাহের নিকট সুপারিশ করব। বাঘ বলল: আমিও ইউসুফ আ.-এর সাথে আপনার মিলনের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট দোয়া করব। -নুজহাতুল মাজালিস

গীবতের ক্ষতি

গীবত হতে পার্থিব এবং দ্বীনী অনেক ক্ষতির সৃষ্টি হয়। গীবতকারী (خسر الدُّنيا وَالْآخِرَة)দুনিয়ার ক্ষতি এবং আখেরাত-এর ক্ষতির উপমা হয়।

প্রথম ক্ষতি- দোআ কবুল না হওয়া

যে অত্যধিক গীবত করে সে খুব কমই অনুতপ্ত লজ্জিত হয়। এ জন্য তার দোআ কবুল হয় না এবং তার প্রতি করুণা বর্ষে না।ফকীহ আবুল লায়স সমরকন্দী (রঃ) তাম্বীহুল গাফেলীন গ্রন্থের হাসাদ (ঈর্ষা বিদ্বেষ) অধ্যায়ে এরশাদ করেন-
ثَلْثَةٌ لَا يُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُمْ أَكِلُ الْحَرَامِ وَمِكْثَارُ الْغَيْبَةِ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ بُخْلُ أَوْ حَسَدٌ لِلْمُسْلِمِينَ

- তিন ব্যক্তির দোআ কবুল হয় না। এক- হারাম ভক্ষণকারী, দুই- যে অত্যধিক গীবতকারী, তিন- যে মুসলমানের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে অথবা কৃপণতা করে। নিম্নে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাচ্ছে-

লোকেরা হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, জনাব! কি ব্যাপার? আমরা দোআ করি, অথচ কবুল হয় না। তিনি বললেন, এর কারণ, তোমাদের অন্তর মৃত। তারা জিজ্ঞেস করল, অন্তর মৃত হওয়ার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, তোমাদের আটটি দোষ রয়েছে, যা অন্তরের সজীবতা অবশিষ্ট রাখেনি, তাই তোমাদের দোআ কবুল হয় না।

এক- তোমরা আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব মর্যাদা সম্পর্কে জান, তাঁর শক্তি কুদরত সম্পর্কেও অবগত, অথচ তাঁর অধিকার আদায় এবং নির্দেশ পালনে ত্রুটি কর।

দুই- তোমরা কোরআন তেলাওয়াত কর, অথচ কোরআনের বিধান অনুযায়ী আমল কর না।

তিন- মুখে তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রীতি ভালবাসা প্রকাশ কর, অথচ তাঁর হাদীস অনুযায়ী আমল কর না। প্রীতি ভালবাসার দাবী হচ্ছে যাকে ভালবাসা হয় তার সন্তুষ্টি মোতাবেক কাজ করা, তার চালচলন অবলম্বন করা।

চার- তোমরা মুখে বল, আমরা মৃত্যুকে ভয় করি, এবাদতের মাধ্যমে তজ্জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর না। অথচ মানুষ যাকে ভয় করে, তা হতে নিজের মুক্তির চিন্তা ভাবনা করে।

পাঁচ- আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,
(ًإِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوُة عدوا)শয়তান তোমাদের শত্রু, তোমরা তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ কর)। অথচ তোমরা গোনাহে নিজেদের সময় ব্যয় কর, শয়তানকে বন্ধু বানাও।

ছয়- তোমরা মুখে বল, আমরা জাহান্নামকে ভয় করি, অথচ সদা সর্বদা গোনাহ করে নিজেদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করছ।
সাত- তোমরা জান্নাতে যাওয়ার কামনা বাসনা পোষণ কর, অথচ এ জন্য কোন পাথেয় সংগ্রহ কর না।

সাত- যখন তোমরা জাগ্রত হও, তখন নিজের দোষ পিছনে ফেলে দাও, তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না, মানুষের দোষ ত্রুটি নিজের সামনে রাখ, মানুষের নিন্দাবাদ কর, দুর্নাম রটাও। এ সব কারণে তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল হয় না। ফলতঃ তোমাদের দোআও কবুল হয় না।

দ্বিতীয় ক্ষতি-আমলনামা থেকে নেকী কমে যায়

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন-

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُعْطَى كِتَابَهُ يَوْمَ الْقِيِّمَةِ فَيُرَاى فِيهِ حَسَنَاتٌ لَمْ يَكُنْ عَمَلُهَا فَيَقُولُ يَارَبِّ إِنَّ لِي كَذَا فَيُقَالُ لَهُ هُذَا بِهَا اغْتَابَكَ النَّاسُ وَأَنْتَ لَهُ تَشْعُرُ

কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা দেয়া হবে, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমলনামায় নেকী দেখে খুশী হবে। আর যখন বদীর প্রতি দৃষ্টি পড়বে তখন অস্থির হবে। কিছু লোক নিজেদের আমলনামায় এমন নেকীসমূহ দেখতে পাবে যা তারা দুনিয়ায় করেনি। তারা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করবে, ইয়া আল্লাহ! এসব নেক কাজ তো আমরা করিনি। এগুলো কিভাবে আমাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত হল? আল্লাহ বলবেন, যদিও তোমরা এসব নেক কাজ করনি, কিন্তু যারা তোমাদের গীবত করেছে, তাদের আমলনামা থেকে এসব নেকী মিটিয়ে তোমাদের আমলনামায় লেখে দেয়া হয়েছে আর তাদের গীবত সম্পর্কে তোমরা অবহিত ছিলে না। -(তাম্বীহুল গাফেলীন, আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) আরও এরশাদ করেন- إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطَى كِتَابَهُ مُنْشِرًا فَيَقُولُ يَارَبِّ فَأَيْنَ حَسَنَاتِي كَذَا وَكَذَا عَمِلْتُهَا لَيْسَتْ فِي صَحِيفَتِي فَيَقُولُ لَهُ مُحِيَتْ بِاغْتِيَابِكَ النَّاس

- কিছু লোক কেয়ামতের মাঠে খোলা আমলনামা লাভ করবে। তারা নিজেদের আমলনামা দেখে বলবে, ইয়া আল্লাহ! আমরা দুনিয়ায় অমুক অমুক ভাল কাজ করেছি, সেগুলো কোথায় গেল, আমার আমলনামায় সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না কেন? জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, যেহেতু দুনিয়ায় তুমি মানুষের গীবত করেছিলে। এ কারণে সেসব ভাল কাজ তোমার আমলনামা থেকে মুছে যাদের গীবত করেছ তাদের আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে। (আততারগীব ওয়াততারহীব)

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-
- إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً আল্লাহ তাআলা এক বিন্দু পরিমাণও জুলুম করবেন না। সুতরাং যার উপর যা হক পাওনা থাকবে, তিনি তা আদায় করে দেবেন। তাই কেউ কারো গীবত করলে তার নেকী নিয়ে যার গীবত করা হয়েছে তাকে দেয়া হবে।

এখানে একটি দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান নিঃস্ব নিঃসম্বল ব্যক্তি কে? তাঁরা জবাব দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিঃস্ব নিঃসম্বল সে, যার কোন সম্পদ নেই। তিনি বললেন, এ তো সম্পদের বিচারে নিঃস্ব। প্রকৃত নিঃস্ব সে, যে কেয়ামতের দিন অনেক অনেক নামায রোযা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে, বিপরীতপক্ষে তার নিকট মানুষের হক রয়েছে। সে কাউকে গালি

দিয়েছে, কারো গীবত করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাত করেছে, কাউকে হত্যা করেছে। সুতরাং সব দাবীদার তাদের হক দাবী করে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করবে। আল্লাহ তাআলা সেদিন ন্যায়বিচারের আসনে সমাসীন হয়ে সকলকে খুশী করবেন। প্রত্যেক দাবীদারকে তার হক পৌঁছে দেবেন। যার উপর বিভিন্ন মানুষের হকের দাবী রয়েছে, তার পুণ্য কর্মসমূহ নিয়ে দাবীদারদেরকে দিতে থাকবেন। এতে তার বিপুল এবাদতে ক্রমে ঘাটতি হতে শুরু করবে। যখন তার সব পুণ্য শেষ হয়ে যাবে, তখন দাবীদারদের বদীসমূহ তার উর চাপানো হতে থাকবে। এভাবে তার আমলনামা হকের দাবীদারদের গোনাহের কালিমায় কালো করে দেয়া হবে। অবশেষে সব দাবীদার নিজ নিজ হক নিয়ে জান্নাতে আর সে নিঃস্ব হয়ে জাহান্নামে যাবে। এ লোকই প্রকৃত নিঃস্ব।সেদিন যে হিসাবের চক্রে পড়বে সে নিতান্ত নিঃস্ব নিঃসম্বল অবস্থার শিকার হবে।(বাগাভী-মাআলেমুত তানযীল)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রঃ) বলেন, একদিন আমি হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। লোকেরা হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর গীবত শুরু করে। আমি হযরত সুফিয়ান (রঃ)-কে উদ্দেশ করে বললাম, ইমামের (আবু হানীফা) মর্যাদা বিস্ময়কর! তিনি কারো গীবত করেন না, কারো দুর্নাম করেন না। জবাবে সুফিয়ান সওরী (রঃ) বললেন, জ্ঞানবান বিবেকসম্পন্নদের অবস্থা এমনই। তারা নিজেদের পুণ্য কর্মসমূহের উপর অন্যদেরকে চাপান না। কারো গীবত করেন না।-(মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা, তারীখে ইবনে খাল্লেকান)

তৃতীয় ক্ষতি-আমলনামায় পাপের আধিক্য হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-
إِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثُ أَفَاتٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاءِ وَلَا يُقْبَلُ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتِ. ِ

-তোমরা গীবত থেকে বাঁচ, কেননা তাতে তিনটি বিপদ রয়েছে। এক- গীবতকারীর দোআ কবুল হয় না, দুই তার কোন নেক কাজই কবুল হয় না, তিন- তার আমলনামায় পাপাধিক্য হয়। (খাযানাতুর রেওয়ায়াত)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এরশাদ করেন, যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, দুনিয়া নিঃশেষ যয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিজগতকে একখানে একত্র করে ঘোষণা করবেন, যে কারো নিকট কোন হক পাওনা আছ, সে আস। তখন প্রত্যেকেই খুশী হবে এবং পিতা-মাতা, ভাই বোন

ও স্ত্রীর নিকট হক দাবী করবে। এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন-

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُون যখন শিঙ্গায় ফুঁকা হবে, তখন পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক মিটে যাবে এবং প্রত্যেকেই পরস্পর থেকে অধিকার দাবী করবে।

কেয়ামতে কেউ কারো কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করবে না। সেদিন দুই ধরনের লোক একত্রিত হবে। যে নেক্কার পুণ্যকর্মশীল হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি এ লোকের উপর এভাবে করুণা করবেন- তার সব পুণ্য কর্ম যখন অধিকারের দাবীদাররা নিয়ে যাবে, তখন তার মাত্র বিন্দু পরিমাণ পুণ্য থাকবে। তখন ফেরেশতাকুল নিবেদন করবে, ইয়া আল্লাহ! এ লোকের বিন্দু পরিমাণ পুণ্যমাত্র অবশিষ্ট আছে। বাকী সবই অন্যদের অধিকারের দাবী মেটাতে

গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তার অবশিষ্ট বিন্দু পরিমাণ পুণ্যকর্মকে বাড়িয়ে দাও এবং আমার করুণায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে বদকার হবে সে জাহান্নামের যোগ্য সাব্যস্ত হবে। তার অবস্থা হবে- যখন পুণ্যও অবশিষ্ট থাকবে না, আর দাবীদারও অবশিষ্ট থেকে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেবেন, দাবীদারদের গোনাহ এ ব্যক্তির আমলনামায় অন্তর্ভুক্ত কর। ফেরেশতা এ নির্দেশ পালন করবেন এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।(বাগাভী - মাআলেমুত তানযীল)

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) বলেন-

لَعَلَّكَ لَوْ حَاسَبْتَ نَفْسَكَ وَأَنْتَ مُوَاطِبٌ عَلَى نَفْسِكَ اللَّيْلِ تَعَلَّمْتَ أَنَّهُ لَا يَنْقَضِي عَنْكَ يَوْمٌ بِصِيَامِ النَّهَارِ جَمِيعُ حَسَنَاتِكَ مِنْ غِيبَةِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَسْتَوْفِى . الأَجْرِى عَلَيْك.

যদি তুমি সব সময় দিবাভাগে রোযা রাখ এবং রাতে এবাদত কর; অতঃপর যদি লক্ষ্য কর, তা হলে সারা দিনে তোমা কর্তৃক মুসলমানদের যে গীবত হয়েছে তা তোমার দিবাভাগের রোযা এবং রাতের এবাদতের পুণ্য থেকে বেড়ে যাবে এবং এ সব পুণ্য বরবাদ করে দেবে। সুতরাং অন্যের অধিকারের বোঝা থেকে যথাসাধ্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। যদিও এবাদত এবং পুণ্য কর্ম কম হোক। কেননা, বান্দার অধিকার বিনষ্ট করা আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর চাইতে অধিকতর ক্ষতিকর।

তাই হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেন-

الْكَبَائِرُ مَا كَانَ فِيهِ الْمَظَالِمُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَثِيرُ الْعَفْوِ

বান্দাদের মাঝে যে গোনাহ হয় তা কবীরা, যদিও এ গোনাহের কারণে বান্দার সামান্যতম কষ্টও হয়, আর আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ অমান্য- জনিত যে গোনাহ তা সগীরা। কেননা, আল্লাহ তাআলা অত্যধিক ক্ষমাশীল, তাই তিনি তাঁর সাথে বান্দার কৃত যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করবেন। পক্ষান্তরে বান্দা তার অধিকার দাবী করবে।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَعْرَفُكَ فَيَقُولُ بَلَى أَنْتَ أَخَذتَ لُبْنَةٌ مِنْ حَائِطِي وَأَخَذْتَ خَيْطًا مِنْ تَوْبِي -কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত ধরে বলবে, অনার এবং তোমার মাঝে আল্লাহই বিচারক। যার হাত ধরা হয়েছে, সে কবে, কে তুমি? আমি তোমাকে চিনি না। যে হাত ধরেছে সে বলবে, তুমি আমার দেয়াল থেকে একখানা ইট খসিয়ে নিয়েছ, আমার কাপড় থেকে সুতা বের করেছ, আমি এখন তোমার নিকট তা দাবী করছি। (ইমাম গাযালী-গীবত অধ্যায়)

হযরত কাইমাস বিন হাসান বিন বেশর (রঃ) একদিন বলতে লাগলেন, আমি এক গোনাহ করেছি, যার জন্য চল্লিশ বছর থেকে লজ্জিত হয়ে আছি এবং সর্বদা কান্নাকাটি করছি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, জনাব! সেটি কোন্ গোনাহ? জবাবে বললেন, আমি একদা মেহমানের জন্য ঘরে মাছ এনেছিলাম এবং তা খাওয়ার পর প্রতিবেশীর বিনানুমতিতে তার দেয়াল থেকে মাটি নিয়ে হাত পরিষ্কার করেছি। এ. গোনাহের কারণে আমি চল্লিশ বছর পর্যন্ত সর্বদা কান্নাকাটি করছি। (তাম্বীহুল গাফেলীন- যুনূব অধ্যায়)

উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে হিতোপদেশ গ্রহণ সবারই কর্তব্য। যদি নিজের উপর কারও কোন অধিকারের দাবী থাকে তা হলে দুনিয়াতেই তা মাফ করিয়ে নিয়ে কেয়ামতের দিনের জন্য নিজেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে নেয়া উচিত। অন্যথায় কেয়ামতের দিন লজ্জিত হতে হবে। অন্যের অধিকারের দাবী নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে সেদিন কোন এবাদতই কাজে আসবে না।

চতুর্থ ক্ষতি-পুণ্য কর্মসমূহ কবুল না হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

مَا النَّارُ فِي الْيُبْسِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغِيبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْد -আগুন এত তাড়াতাড়ি কোন শুকনা বস্তুর উপর প্রতিক্রিয়া করে না, যত তাড়াতাড়ি পুণ্য কর্মসমূহের উপর গীবতের প্রতিক্রিয়া হয়।-(এহইয়াউল উলূম- এলাজুল গীবত অধ্যায়)

হযরত খালেদ বিন মেদান (রঃ) হযরত মোআয (রাঃ)-কে বললেন, হে মোআয! এমন কোন হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে শুনেছেন। হযরত খালেদ বিন মেদান (রাঃ)-এর কথায় হযরত মোত্মায (রাঃ) খুব কাঁদেন এবং এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। উক্ত হাদীসে এ রয়েছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে মোআয! যারা আমলের সংরক্ষক এবং যেসব ফেরেশতা আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন, কখনও এমন হয় যে, ফেরেশতা কারো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়ের নেক আমলসমূহ আসমানে নিয়ে যান, আর সে আমলসমূহ সূর্যের মত চমকিত হয়, আমলবাহী ফেরেশতা প্রথম আসমানে উপনীত হয়ে তা দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যেতে চান, তখন প্রথম আসমানে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, এসব আমলকারীর মুখের উপর ছুঁড়ে মার এবং তাকে ক্ষমা করা হয়নি বলে সংবাদ দাও। কেননা, সে মুসলমানদের গীবত করত। সুতরাং তার আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। (তাম্বীহুল গাফেলীন-তাফাক্কুর অধ্যায়)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন-

وَاللَّهِ الْغَيْبَةُ أَسْرِعُ فِي دِينِ الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الْأَكْلَةِ فِي الْجَسَد -আল্লাহর শপথ, জখম শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির চাইতেও ত্বরিত গতিতে গীবত মোমেনের দ্বীনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যখনই কোন মানুষ কারো গীবত করল, তখনই তার দ্বীন ক্ষতিগ্রস্ত হল। তার পুণ্য কর্মসমূহ কবুল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হল।--(এহইয়াউল উলূম- গীবত অধ্যায়)

পঞ্চম ক্ষতি-কেয়ামতে অধিকারের দাবীদারদের ফরিয়াদ

একদিন জনৈক ব্যক্তি যাহেদ (রঃ)-এর সম্মুখে হাজ্জাজের গীবত এবং তার জুলুম অত্যাচারের বর্ণনা করতে শুরু করে। তখন যাহেদ (রঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা যথার্থ ন্যায়বিচারক। তিনি যেমন হাজ্জাজ থেকে অত্যাচারিতদের বিনিময় গ্রহণ করবেন, তেমনি হাজ্জাজের গীবতকারীদের থেকেও তার গীবতের বিনিময় গ্রহণ করবেন যখন সে তা দাবী করবে।

ষষ্ঠ ক্ষতি-মঞ্জিলে আটকে থাকা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, হাশর ময়দানে বার মনযিল হবে এবং প্রত্যেক মনযিলে একেকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ মনযিলগুলোর চতুর্থ মনযিলে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি যদি দুনিয়ায় কারো গীবত না করে থাকে তা হলে তাকে আগে বাড়তে দেয়া হবে। অন্যথায় এ মনযিলেই এক হাজার বছর পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রাখা হবে। (কিতাবু আহওয়ালিল উম্মত)

এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

ইবনে সিরীন (রঃ)-এর সম্মুখে একদিন আওফ হাজ্জাজের গীবত শুরু করে দেন। ইবনে সিরীন বললেন, হে আওফ! হাজ্জাজ জালেম, যদিও এ জন্য আল্লাহ তাআলা মজলুমদের অধিকার হাজ্জাজ থেকে আদায় করবেন, তার থেকে জুলুমের হিসাব নেবেন, কিন্তু তার গীবত করা অনুচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবতকারীদের থেকেও হাজ্জাজের পক্ষ হয়ে হিসাবে নেবেন। (এহইয়াউল উলূম- গীবত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একদিন হযরত দাউদ তায়ী (রঃ) এক জায়গা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বেহুশ হয়ে যান। তাঁর বেহুশ অবস্থার অবসান হলে লোকজন জিজ্ঞেস করল, জনাব! এ জায়গায় এসে আপনার বেহুশ হয়ে পড়ার কারণ কি? তিনি বললেন, এ স্থানে এসে আমার স্মরণ হল, এখানেই আমি এক ব্যক্তির গীবত করেছি। সুতরাং আমার আল্লাহ তাআলার হিসাব গ্রহণের কথা স্মরণ হয়ে যায়, তাই আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। (নুযহাতুল মাজালেস- গীবত অধ্যায়)

তৃতীয় ঘটনা

একদা আবেদদের এক দল সফরের উদ্দেশে বের হন। এ দলে হযরত আতা (রঃ)-ও ছিলেন। আবেদ দল এমনভাবে এবাদত করতেন যে, এবাদতের আধিক্যজনিত পরিশ্রমে তাঁদের চক্ষু কোটরাগত হয়ে পড়ে। পদদ্বয় ফুলে যায়। এমনকি তাঁরা এমন হালকা দুর্বল হয়ে পড়েন যেন খরবুজার ছাল। দেখলে মনে হত যেন তারা সবেমাত্র কবর থেকে বেরিয়ে এসেছেন।' পথিমধ্যে এক দরবেশ বেহুশ হয়ে যান। শীতের দিন হওয়া সত্ত্বেও ভীতি অস্থিরতার কারণে তাঁর মাথা থেকে ঘাম ঝরছিল। হুশ ফেরার পর লোকজন তাঁকে বেহুশ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ জায়গা অতিক্রম করতেই স্মরণ হল, আমি অমুক দিন এ জায়গায় গোনাহ করেছি।

বেহুশ হয়ে পড়ি।গোনাহের কথা স্মরণ হতেই আমার অন্তরে হিসাবের ভীতি আসে, আমি বেহুশ হয়ে পড়ি। (এহইয়াউলূম-আহওয়ালুল খায়েফীন অধ্যায়)

চতুর্থ ঘটনা

একদিন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) রাস্তা দিয়ে চলছিলেন। চলাকালে তাঁর পা এক বালকের পায়ের সাথে লেগে যায়। বালকটি বলল, ওহে পথচারী! আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন। আপনি কি কেয়ামতের দিনের হিসাব এবং আল্লাহ তাআলার বিনিময় গ্রহণের ভয় করেন না?: বিনিময় এবং হিসাবের কথা শুনতেই তাঁর উপর ভীতি অস্থিরতা ছেয়ে যায়, তিনি বেহুশ হয়ে যান।-(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস-এজতেনাবুয যুলম অধ্যায়)

বস্তুতঃ আল্লাহর হিসাব গ্রহণ বেহুশ হওয়ার এবং তাঁর শাস্তি ভীত হওয়ার স্থান। যদি কাউকে তার অপকর্মসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়, তা হলে তার মানস-প্রকৃতি কেমন ঘাবড়ে যায়। তখন মন চায়, প্রাণবায়ু এক্ষুণি বের হয়ে যাক। সুতরাং হাশর ময়দানের হিসাবের কথা জিজ্ঞেস করারই বা কি আছে! সেদিনের ভীতি অস্থিরতার তো কোন সীমা সরহদই নেই।

সপ্তম ক্ষতি-কেয়ামতে দুঃখ লজ্জায় পতিত হওয়া

দুনিয়ায় যদি কেউ কাউকে গালি দেয় আর যাকে গালি দেয়া হয় সে যদি গালিদাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ দায়ের করে, তা হলে গালিদাতা কেমন দুঃখিত লজ্জিত হয়! কেননা, সে যদি আদালতে গালি দেয়ার কথা স্বীকার করে তা হলে শাস্তি পাবে। আর যদি অস্বীকার করে তা হলে অভিযোগকারী সাক্ষী উপস্থাপন করবে। ফলে তার গালি দেয়া প্রমাণ হয়ে যাবে এবং তার জীবনের উপর বিপদ নেমে আসবে। অনুরূপ কেয়ামতের দিন যখন কেউ কারো উপর দাবী করবে যে, সে আমার গীবত করেছে, আর অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আল্লাহ তাআলা যখন তার নিকট দাবীকৃত বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন, তখন সে যদি স্বীকার করে তা হলে জনসম্মুখে লজ্জিত হবে। আর অস্বীকার করলে আল্লাহ তাআলা তার অঙ্গসমূহকে নির্দেশ করবেন আর সেগুলোকে কথা বলার শক্তি দান করবেন এবং অভিযুক্তের প্রত্যেক অঙ্গ জনসম্মুখে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে তাকে লজ্জিত করবে। তবে হাঁ, যারা পুণ্যকর্মশীল, অথবা যাদের উপর আল্লাহ তাআলার করুণা হবে, তারা মুক্তি পাবে। তাই দরবেশ শ্রেণীর লোকেরা কেয়ামতে লজ্জিত হওয়া এবং আল্লাহর নিকট হিসাবের জন্য দাঁড়ানোকে অত্যন্ত ভয় করতেন।

অষ্টম ক্ষতি-কেয়ামতে গীবতকৃতের গোশত ভক্ষণ

উপরে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যে কারো গীবত করবে, কেয়ামতে যার গীবত করা হয়েছে তাকে মৃতরূপে উপস্থাপন করা হবে এবং গীবতকারীকে হুকুম দেয়া হবে, যেভাবে জীবদ্দশায় তুমি তার গোশত খেয়েছ, এখন মৃত্যুর পরও তার গোশত খাও। সুতরাং গীবতকারী মৃতের গোশত খাবে এবং মুখ অত্যন্ত বিকৃত করবে।-(সীরতে আহমদিয়া-তাবরানী হতে)

নবম ক্ষতি-কেয়ামতের দিন নিজের গোশত ভক্ষণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেরাজ হতে প্রত্যাবর্তন করে এরশাদ করেন-
مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يَقْطَعُ اللَّحْمَ مِنْ جُنُوبِهِمْ ثُمَّ يَلْقَمُونَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُمْ كُلُوا مَا كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ إِخْوَانِكُمْ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَنْ هؤُلَاءِ قَالَ هُؤُلَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ الْهَمَّارُونَ وَالسَّمَّارُونَ يَعْنِي الْمُغْتَابِين.

- যখন আমি মেরাজে গমন করি, তখন কিছু লোককে দেখতে পেয়েছি, যাদের পার্শ্বদেশ হতে গোশত কেটে মুখে নিক্ষেপ করা হচ্ছে আর ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলছেন, যেভাবে তোমরা দুনিয়ায় আপন ভাইদের গোশত ভক্ষণ করতে, এখন তেমনি নিজের গোশত ভক্ষণ কর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক, যারা মানুষের গীবত করত।-(তাম্বীহুল গাফেলীন-গীবত অধ্যায়)

দশম ক্ষতি-কেয়ামতের দিন নিজের শরীর নখ দ্বারা আঁচড়ানো

উপরে আবু দাউদ শরীফে মেরাজের হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, মেরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতকারীদেরকে দেখেছেন, তারা নখ দ্বারা নিজেদের শরীর আঁচড়াচ্ছে এবং কঠিন আযাবে আবদ্ধ রয়েছে।
একাদশতম ক্ষতি-

জাহান্নামে খুজলী রোগাক্রান্ত হওয়া

উপরে হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, যারা হেয় প্রতিপন্ন করার নিয়তে কোন মুসলমানের গীবত করবে, জাহান্নামে তাদের শরীরে খুজলী হবে।

একাদশতম ক্ষতি-জাহান্নামের সবার আগে

জান্নাতে সকলের পরে এবং জাহান্নামে সর্বাগ্রে গমন গীবতকারী যদি গীবত হতে তওবা করে মরে, তা হলে যদিও সে জান্নাতে যাবে, কিন্তু সবার পরে; আর যদি তওবা ব্যতিরেকেই মৃত্যুবরণ করে তা হলে সর্বাগ্রে জাহান্নামে যাবে।

মোল্লা মিসকীন হারাবী (রঃ) 'রওযাতুল' ওয়ায়েজীন' গ্রন্থে লেখেন,. হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফাসমূহে লিখিত ছিল, 'হে বনী আদম! গীবত পরিহার কর, তা হলে জান্নাত তোমার জন্য আগ্রহী হবে।

দ্বাদশতম ক্ষতি-গীবতকারী আখেরাতে বানর হবে

উপরে নুযহাতুল মাজালেস গ্রন্থ হতে হযরত হাতেম আসাম (রঃ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, গীবতকারী জাহান্নামে বানরে পরিণত হবে।

ত্রয়োদশতম ক্ষতি-গীবতকারীর অত্যধিক কবর আযাব হবে

উপরে হযরত কাতাদা (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, এক তৃতীয়াংশ কবর আযাব গীবতের কারণে হবে।

চতুর্দশতম ক্ষতি-গীবতকারী মোনাফেকের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে যায়

জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজের গীবত করলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, হাজ্জাজ এখানে উপস্থিত থাকলে কি তুমি তাকে মন্দ বলতে? সে বলল, না। তখন হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, কারো সাক্ষাতে তাকে সম্মান প্রদর্শন এবং অসাক্ষাতে তার গীবত করা- একে আমরা মোনাফেকী বলে মনে করতাম।

পঞ্চদশতম ক্ষতি-গীবতের কারণে রোযা মাকরূহ হয়

গীবতকারী রোযাদার হলে তার রোযা মাকরূহ হয়ে যায়। বরং-হাদীস গ্রন্থ মেশকাত শরীফের ভাষ্য গ্রন্থ আশেআতুল লামেআতে বলা হয়েছে, হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ)-এর মতে, গীবতের কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়।

হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর অভিমত,
হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন, خَصْلَتَانِ تُفْسِدَانِ الصَّوْمَ وَالْغِ وَالْكِذْب - এমন দুইটি স্বভাব রয়েছে, যার কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে, রোযা অবস্থায় গীবত করা এবং মিথ্যা বলা।(এহইয়াউল উলূম-আসরারিস সাওম অধ্যায়)

দুই রোযাদার যোহর এবং আসরের নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। আসর নামাযের পরে তিনি রোযাদার ব্যক্তিদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা পুনঃ অযু করে যোহর ও আসরের নামায পড় এবং আজকের দিনের রোযা কাযা করো। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেন আমাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি বললেন, তোমরা রোযা অবস্থায় গীবত করেছ।-(বায়হাকী-শোআবুল ঈমান, মেশকাত- গীবত অধ্যায়)

গীবতের কারণে রোজা হয় না

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, আজ কেউ আমার আদেশ ব্যতিরেকে রোযা ইফতার করবে না। সুতরাং সন্ধ্যায় সবাই আসত এবং আদেশ প্রাপ্ত হয়ে ইফতার করত। এ সময় এক লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ঘরে দুই যুবতী রোযাদার রয়েছে। তারা আপনার কাছে আসতে লজ্জা করছে এবং রোযা ইফতার করার আদেশ প্রার্থনা করছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। লোকটি দ্বিতীয় বারও নিবেদন করল, এবারও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নেন। সে তৃতীয় বার উক্ত যুবতীদ্বয়ের জন্য ইফতারের আদেশ প্রার্থনা করলে এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, উক্ত যুবতীদ্বয়ের রোযা হয়নি। যে সারা দিন মানুষের গোশত খায়,মুসলমানের গীবত করে, তার রোযা কি করে হবে?

তুমি গিয়ে যুবতীদ্বয়কে এখানে এসে বমি করতে বল। নির্দেশ মোতাবেক যুবতীদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমীপে আগমন করে। তারা আসলে তিনি একটি পেয়ালা আনান এবং যুবতীদ্বয়কে তাতে বমি করতে বলেন। তাদের বমি হতে রক্ত বের হল এবং তাতে পুঁজ মিশ্রিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, এ যুবতীদ্বয় সারা দিন এক জায়গায় বসে মানুষের গোশত খেয়েছে। -(এহইয়াউল উলূম-গীবত অধ্যায়)

নিম্নে গীবতের কারণে রোযা বিনষ্ট হওয়ার উক্তি সম্বলিত কয়েকটিহাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশ الشَّجَر ◌َرْبَعُ يَفْطُرْنَ الصَّائِمَ وَيَنْقُضْنَ الْوُضُوءَ
وَيَهْدِ مِنَ الْعَمَلِ الْغَيْبَةُ وَالْكِذَبُ وَالنَّمِيمَةُ وَالنَّظَرُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا يَحِلُ النَّظَرُ إِلَيْهَا،
وَهُوَ يَسْقِينَ أُصُولَ الشَّرَ كَمَا يَسْقِى
◌ِالْمَاءَ أَصُولَ الشَّجَر

- চার কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়, অযু নষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে, গীবত, চোগলখোরী, মিথ্যা কথন, পর নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত, যাদের প্রতি দৃষ্টিপাত হারাম করা হয়েছে। এ চারটি বিষয় খারাপ কাজের শিকড় সিক্ত করে, যেমন পানি বৃক্ষসমূহের শিকড় সিক্ত করে। পানি ঢাললে যেমন বৃক্ষসমূহের শিকড় তরতাজা হয়, তেমনি উল্লিখিত চার কারণে খারাপ কাজের শিকড় তরতাজা হয়। (তাম্বীহুল গাফেলীন- গীবত অধ্যায়)

গীবত রোযা বিনষ্টকারী

রাহমাতুল লিলআলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন

خَمْسُ يَقْطُرْنَ الصَّائِمَ الْكِذَبُ وَالنَّمِيمَةُ وَالْغِيْلَةُ وَالْيَمِينُ الكَاذِبَةُ وَالنَّظَرُ بِشَهوة

-পাঁচটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর কারণে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। তা হল- (১) মিথ্যা বলা, (২) গীবত করা, (৩) চোগলখোরী করা, (৪) মিথ্যা কসম খাওয়া, (৫) কামনা সহকারে পর নারীর প্রতি দেখা।-(এহইয়াউল উলূম- সাওম পর্ব)

সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ حاجة في - করেন- وَشَرَابَه طَعَامَهُ يَدْعَ أَنْ قول حـ لِلهِ فَلَيْسَ بِهِ وَالْعَمَلِ الزررِ ُ – রোযা অবস্থায় যে মিথ্যা পরিত্যাগ না করে, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহ তাআলার কোন প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির রোযার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না।

হযরত মোল্লা আলী কারী (রঃ) বলেন, قول زوژ অর্থ হচ্ছে নিরর্থক কথাবার্তা। তা মিথ্যা কথন, গীবত, চোগলখোরী যাই হোক না কেন।

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ كَمْ مِنْ صَائِمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطْش ُ - এমন বহু রোযাদার রয়েছে, যাদের রোযায় ক্ষুধা তৃষ্ণার কষ্ট বরণ ব্যতীত আর কোন উপকারিতা নেই।

ষোড়শতম ক্ষতি-গীবত শুনার পরে ঈর্ষা বিদ্বেষ সৃষ্ট

যখন মানুষজনের সম্মুখে কারো গীবত করা হয়, তখন শ্রোতাদের মনে যার গীবত করা হয়েছে তার সম্পর্কে মন্দ ধারণার সৃষ্টি হবে, মানুষ তাকে খারাপ জানবে, তার প্রতি ঈর্ষা বিদ্বেষ পোষণ করবে। তার শ্রুত দোষের পেছনেই লেগে থাকবে। একবার কারো নিন্দাবাদ শুনতে পেলে মানব মন সে নিন্দাবাদের সাথেই লেগে থাকে। তার ব্যাপারে মন নিঃশংক হয় না।

এক জ্ঞানীর সামনে জনৈক ব্যক্তি এক মুসলমানের গীবত করলে তিনি বললেন, ওহে! আগে আমার মন অবসর নিশ্চিন্ত ছিল। গীবত করে তুমি আমার মনকে এক মুসলমানের প্রতি নিবিষ্ট করে দিলে। এখন তার সম্পর্কে আমার মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। আর আমার নিকট তুমিও অভিযুক্ত হলে। কেননা, আগে আমি ভাবতাম, তুমি যথেষ্ট আমানতদার। মানুষের কথাবার্তা আমানতদারীর সাথে লুকিয়ে রাখ। তুমি যখন উক্ত ব্যক্তির দোষ প্রকাশ করলে, তখন বুঝা গেল, তুমি আমানতদার নও। তোমার নিকট কথা ছেপে থাকে না।--(তাম্বীহুল গাফেলীন নামীমা অধ্যায়)

সপ্তদশতম ক্ষতি-গীবত দ্বারা অন্যের গোপন বিষয় প্রকাশ করা হয়

গীবত করার অর্থ একজন মুসলমানের গোপন দোষ মানুষের সামনে প্রকাশ করা। অথচ কারো গোপন দোষত্রুটি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং তা মানুষকে অবহিত করা খুবই গোনাহের কাজ, কিন্তু

বর্তমানকালে এ গোনাহ নিতান্ত ব্যাপক হয়ে পড়েছে, তাই মানুষের সাথে মেলামেশা খুবই কম করা উচিত।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ফরমান,
হযরত ওমর রাঃ বলেন,ليس لفاجر حرمه প্রকাশ্যে পাপাচারের কোন সম্মান মর্যাদা নেই।তার গীবত দুরস্ত আছে।

গীবত সম্পর্কে মণীষীদের উক্তি

হযরত ওমরা রা.

হযরত ওমরা রা. বলেন, মানষের গীবত করা থেকে সাবধান, কারণ এটি একটি রোগখ। আপনাকে অবশ্যই আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে, কারণ এটি একটি নিরাময়।'(তাফ, কুরতুবী, ১৬/৩৩৬২)

হযরত ইবনে আব্বাস রা.

'তোমার ভাইকে স্মরণ কর যখন সে তোমার থেকে অনুপস্থিত থাকে। তুমি তার ব্যাপারে তেমনটি বলো যেমনটি তোমার ব্যাপারে তার থেকে বলা পছন্দ কর। পক্ষান্তরে তুমি তার ব্যাপারে তাই পরিহার কর যা তার থেকে তোমার বেলায় পরিহারকে পছন্দ কর।
(আল ইকদুল ফরিদ, ইবনে আব্দে রাব্বী, ২/২৩৫-৩৬ আততারগীব, ৩/৩২৯৪)

হযরত আমর ইবনুল আস রা.

হযরত আমর ইবনুল আস রা. একটি মৃত খচ্চরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে বললেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য এটি পেটপুরে খাওয়া উত্তম তার জন্য মুসলমানের গোশত খাওয়ার চেয়ে।'

মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযী রহ.

মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল-কুরাযী রহ. বলেন, (যদি পরাক্রমশালী আল্লাহ কোন বান্দার মঙ্গল চান, তাহলে তিনি দুনিয়বিমুখ করেন, তাকে দ্বীনের বুঝ দেন এবং তার দোষ-ত্রুটি মার্জনা করেন।) তিনি বলেন, একদা হযরত ফুযায়েল রহ. আমাদের দিকে ফিরে বললেন, সম্ভবত লোকটি বলেছে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আমি তার জন্য আগুনের ভয় করি। বলা হলো, কীভাবে তা? তিনি বললেন, একজন লোক তার সামনে গীবত করে, আর সে এটা পছন্দ করে। তাই তাকে বলা আল্লাহকে ভয় কর।'আলমাজালেসা, দীনূরী, ৬/৮৬

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ.

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রহ. বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাপী তারা যারা মানুষের পাপ বেশি উল্লেখ করে।'

সুফিয়ান ছাওরী রহ.

ইয়ালা ইবনে উবাইদ থেকে বর্ণিত, (আমরা একবার ইমাম সুফিয়ান হওরী রহ.-এর সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি তাকে বললেন, আবু আবদুল্লাহ আল-সালাল আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং তিনি সুফিয়ানকে বললেন, হে আবু আবদুল্লাহ! যে হাদিসটিতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরাক্রমশালী আল্লাহ গোশত ভক্ষণকারী পরিবারের লোকদের ঘৃণা করেন, তারা কী গোশত বেশি খায়? সুফিয়ান ছওরী রহ. বললেন, না, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য তারা, যারা মানুষের গোশত বেশি খায়। তিনি আরো বলেন, সর্বনিম্ন গীবত করা হল যে, অমুকের কোঁকড়া চুল আছে।

যুলকারনাইন আ.

যুলকারনাইন আ. কিছু জাতিকে বলেছিলেন, 'তোমাদের কথা এক এবং চলার পথ সরল হওয়ার কারন কী?' তারা বলল, 'আগে আমরা প্রতারণা করিনি এবং একে অপরকে গীবতও করিনি।' (যম্মুল গীবাহ, ইবনে আবিদ দুনয়া, ৪৮)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, এটা আশ্চর্যজনক যে, একজন ব্যক্তির পক্ষে হারাম খাওয়া, অন্যায়, ব্যভিচার, চুরি, মদ্যপান, নিষিদ্ধ চেহারা ইত্যাদি থেকে সতর্ক হওয়া সহজ।

অথচ জিহ্বার নড়াচড়া থেকে রক্ষা করা তার পক্ষে কঠিন। আমরা এমনও ব্যক্তিকে দেখেছি, যে অনৈতিক কাজ ও অন্যায় করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু তার জিহ্বা জীবিত এবং মৃতের সমালোচনা থেকে মুক্ত নয় যে, সে কি বলছে...

ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ রহ.

আমি মানত করেছিলাম যে, যখনই আমি কোন ব্যক্তির গীবত করব, তখনই একটা রোযা রাখব। কিন্তু জিহবা আমাকে ক্লান্ত করে দিল, তাই আমি গীবত করতেই থাকলাম সেই সাথে রোজাও রেখে গেলাম। পরিশেষে নিয়ত করলাম, যখনই আমি কোন ব্যক্তির গীবত করব তখনই আমি একটি দিরহাম সদকা করব। দিরহামের ভালবাসায় শেষ অব্ধি আমি গীবতই ছেড়ে দিলাম।

ইবনুল মুবারক রহ.

আমি যদি কাউকে গীবত করতাম, তবে আমি আমার পিতা-মাতার গীবত করতাম। কারণ তারা আমার নেক কাজের অধিক যোগ্য।'(শরহু সহীহিল বুখারী, ইবনে বাত্তাল, ৯/২৪৫)

ইমাম মালেক রহ.

ইমাম মালেক রহ. বলেন, এই মদীনায় আমি এমন লোকদের সাথে দেখা করেছি যাদের কোন দোষ ছিল না, পরবর্তিতে তারা মানুষের সমালোচনা করেছিল, তাই তারা সেই দোষে দুষ্ট হলো। আবার এই মদীনায় আমি এমন মানুষও পেলাম যারা নিজেরা দোষযুক্ত হলেও কারো গীবত করত না। আমিও কোনদিন তাদের গীবত করিনি। জান্নাতে সর্বশেষে প্রবেশকারী

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ.-এর কাছে নাযিল করলেন, 'যে ব্যক্তি গীবত থেকে তওবা করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে সর্বশেষে প্রবেশকারী হবে এবং যে ব্যক্তি তার ওপর জিদ করে মৃত্যুবরণ করবে সে সর্বপ্রথম জাহান্নামে প্রবেশ করবে।'(আফাতুল লিসান, গাযালী, ১৫১২)

ইমাম গাযালী

ইমাম গাযালী বলেছেন, গীবত হল আনুগত্যের প্রতি মারাত্মক বজ্রপাত, এবং গীবতকারীর উপমা এমন একজনের মত, যে একটি কামান স্থাপন করে, যা দিয়ে সে তার নেক আমলগুলোকে পূর্ব, পশ্চিম, ডান ও বামে নিক্ষেপ করে।

গীবত নিয়ে অমুসলিম মণীষীদের উক্তি

গীবত, কুৎসা ও অপবাদ নিয়ে বিশেষ কিছু উক্তি এখানে পেশ করা হোল। গীবত একটি জঘন্যতম কাজ। কোন মানুষের অনুপস্থিতিতে অন্য কারো কাছে তার দোষের কথা তুলে ধরা এবং তার নামে অপবাদদেওয়ার নামই গীবত। গীবত নিয়ে আজ আমরা মহান কিছু মানুষের এমন কিছু উক্তি জানব যা নিন্দুকদের লজ্জার কারণ হতে বাধ্য।

১. আমাদের সকলের গীবতের দিকে না ঝুকে উচিত মানুষকে সম্মান করা। -ইগুয়াতিচ অ্যান্টিওচ

২. একজন জ্ঞানী ব্যাক্তির মাঝে গীবত তার প্রজ্ঞায় কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।-গৌতম বুদ্ধ

৩. মানুষ যত গীবত করে, গীবত মানুষকে ভেতর থেকে ততই নষ্ট করতে থাকে। -ক্রিস জামি

৪. গীবত এতই জঘন্য যে, এটি মানব চরিত্রকে পুরোপুরিভাবে ধ্বংস করতে সক্ষম। -লি ইন্টস্টিন

৫. একজন নির্দোষের গীবত করার চেয়ে দোষী ব্যক্তিকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো ভালো।

৬. গীবত মনুষ্যত্বকে মেরে ফেলে, তাই এটি অত্যন্ত জঘন্যতম কাজ যা কোন মানুষেরই করা উচিত নয়। -ইং কল্বারট

৭. সেই মানুষই জয় লাভ করে যে জীবনে তীব্র গীবতের ভয় করেনা এবং নিজের পথে এগিয়ে চলতে থাকে। -হেন্স সেইলে

৮. গীবত মানুষ বাইরে থেকেই করতে পারে, তবে ওই বিষয়ের সঠিক বিচার করতে হলে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯. যারা গীবত করে তারা সাময়িকভাবে জিতে যায়, আর যারা এটি এড়িয়ে যায় তারা সারাজীবনের জন্য জিতে যায়। -ভলতেয়ার

১০. গীবত মানুষকে কখনই কোন কিছু থেকে মুক্তি দেয়না, বরং এটি মানুষকে আকড়ে ধরে এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। -কার্ল জাং

১১. গীবত মানুষের সম্মানকে কমাতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মূল্যহীন করে তোলে। -অগাস্টিন

১২. সমাজে গীবত করার মতো মানুষের অভাব নেই, তবে উৎসাহ দেওয়ার মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া দুরহ। -নিগেল ফারাজে

কাজেই আমাদের কখনই কারো গীবত করা উচিত নয়,এটি আমাদের চরিত্রকে নিমিষেই ধ্বংস করে দেয়।

গীবত পরিত্যাগের উপকারিতা

গীবত পরিত্যাগ এবং নিজের রসনাকে মানুষের গীবত হতে সংযত করে রাখার অনেক বড় বড় উপকারিতা রয়েছে এবং গীবত পরিহারকারী অনেক বড় বড় মর্যাদা লাভ করে।

প্রথম উপকারিতা-
মুসলমানের গোশত ভক্ষণ হতে আত্মরক্ষা

গীবত করা মুসলমানের গোশত ভক্ষণের সমতুল্য। এ বিষয়ে পূর্বে সুদীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক ব্যক্তিকে খেলাল করার নির্দেশ দেন। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ আমরা কিছুই খাইনি। তাই খেলাল কেন করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের দাঁতে সে লোকের গোশতের লালিমা দেখতে পাচ্ছি, তোমরা 'যার গীবত করেছ।-(তাফসীরে দোররে মনসূর)

এক ব্যক্তি হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)-কে গীবত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জবাবে তিনি বলেন, একবার জুমআর দিন এক প্রতিবেশিনী আমার কাছে আসে এবং এক ব্যক্তির গীবত করতে শুরু করে। আমিও গীবতে শরীক হয়ে হাসতে থাকি। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করেন। চুপ হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, তোমরা দুই জন গিয়ে বমি কর। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি বমি করলে আমার মুখ থেকে বেশ কিছু গোশত বেরিয়ে আসে। অনুরূপ দ্বিতীয় মেয়েলোকটিও বমি করে। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বমির সাথে গোশত বের হবার কারণ জি জ্ঞেস করলাম। তিনি এরশাদ করেন, এ হচ্ছে সে লোকের গোশত, তোমরা যার গীবত করেছ। (তাফসীরে দোররে মনসূর)

দ্বিতীয় উপকারিতা-যেনার গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা

গীবত যেনার চাইতেও বৃহৎ এবং নিকৃষ্টতর গোনাহ। গীবতকারী যেন যেনাই করে। ে হয়। (১) হদস অর্থাৎ পায়খানা প্রস্রাবের কারণে, (২) মুসলমানকে কষ্ট দেয়ার কারণে।

অযুর পরে যেকোনভাবে কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলে বুঝতে হবে, অযু নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং পুনরায় অযু করে নেয়া উচিত। (বায়হাকী)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبا اثْنانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ

বারা’ বিন আযেব (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সুদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মত! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সুদ হল নিজ (মুসলিম) ভাইয়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।
-ত্বাবারানীর আউসাত্ব ৭১৫১, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১

এ সম্পর্কে নিম্নে একটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

দুই ব্যক্তি মসজিদের দরজায় উপবিষ্ট ছিল। সেখান দিয়ে এক নপুংসক যাচ্ছিল। উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয় তার গীবত করে। এর পর তারা ফরয নামায আদায় করে এবং তাদের মনে গীবতের জন্য লজ্জা অনুতাপ আসে। তারা হযরত আতা (রঃ)-এর নিকট গিয়ে তাদের মনের অবস্থা বর্ণনা করে। তিনি বললেন, তোমরা পুনরায় অযু করে নামায পড়। আর রোযাদার হলে রোযা কাযা কর। (এহইয়াউল উলূম- গীবত অধ্যায়)

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর অভিমত

হযরত আয়েশা (রাঃ) এরশাদ করেন-

الْحَدَثُ حَدَثَانِ حَدَثُ مِنْ فَيْكَ وَحَدَثْ مِنْ نَوْمِكَ وَحَدَثُ الْفَمِ اشَدُّ الْكِذَبُ وَالْغَيْبَة

-হদস (অপবিত্রতা) দুই প্রকার। মুখের অপবিত্রতা ও ঘুমের অপবিত্রতা।আর মুখের অপবিত্রতা হলে মিথ্যা বলা ও গীবত করা।-(তাফসীরে দোররে মনসূর)

তৃতীয় উপকারিতা- হারাম থেকে আত্মরক্ষা

কোরআনের আয়াত এবং অনেক হাদীস দ্বারা গীবত হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং পূর্বোদ্ধৃত হাদীসসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরামের উক্তি থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ لَحْمُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَغْتَابُ عَلَيْهِ بِالْغَيْبِ وَعِرْضُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَنْ يَخْرِقَهُ وَوَجْهُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ أَن يَلْطِمَهُ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের গোশত হারাম,অনুপস্থিতিতে তার গীবত করা হারাম, তার মানহানি হারাম। আর কারো মুখমণ্ডলে চপেটাঘাত করা হারাম।

চতুর্থ উপকারিতা- রসনা জখম থেকে সুরক্ষিত থাকে

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) এরশাদ করেন-

لَأَنْ أَرْمَى رَجُلًا بِسَهُم أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرْمِيهِ بِلِسَانِي لِأَنْ رَسُى اللَّسَانِ لَا يُخْطِى

কাউকে রসনা দ্বারা আহত করার চাইতে তীর দ্বারা আহত করা আমার নিকট উত্তম। কেননা, তীর নিক্ষেপ করলে তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গায়ে না লাগার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে মুখ থেকে কারো গীবত নিন্দাবাদ বের হয়ে গেলে সে ব্যক্তি নিশ্চিত আহত হয়।-(তাম্বীহুল গাফেলীন-হেফযুল লেসান অধ্যায়)

পঞ্চম উপকারিতা- লজ্জিত হওয়া থেকে আত্মরক্ষা

মানুষের গীবত থেকে যে নিজের রসনা নিবৃত্ত রাখে না, অবশেষে সে যথেষ্ট লজ্জিত হয়, কিন্তু এ লজ্জিত হওয়ার কোন উপকারিতা নেই। কেননা, মুখ থেকে কারো সম্পর্কে যে গীবত বের হয়ে গেছে, তা আর ফেরানো যায় না। এ কারণে পরহেযগারগণ নিজেদের রসনাকে নিরর্থক কথাবার্তা বাক্যালাপ হতে নিবৃত্ত রাখতেন। নিতান্ত জরুরী না হলে তাঁরা কোন কথা বলতেন না, যাতে লজ্জিত হওয়া থেকে সুরক্ষিত থাকতে পারেন এবং আখেরাতে তা তাঁদের আনন্দের কারণ হয়।

এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হজ্জের দিনসমূহে সাফা পাহাড়ের উপর লাব্বায়ক-তালবিয়া বলতেন আর নিজের নফসকে হিতোপদেশ দিতেন- হে নফস! তুমি মুখে ভাল কথা বলো, তা হলে সুখী হবে, মুখ থেকে কোন মন্দ কথা (গীবত গালি ইত্যাদি) বের করো না, যাতে লজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে।-(এহইয়াউল উলূম-ফযীলাতুস সেমত অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

একবার পথিমধ্যে একটি শূকরের সাথে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সাক্ষাত হয়। তিনি শূকরটিকে বললেন, ওহে! নিরাপদে চল। সফরসঙ্গীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি শূকরকে উদ্দেশ করে এমন বাক্য উচ্চারণ করছেন! তিনি জবাব দিলেন-আমি কারো সম্পর্কে খারাপ কথা বলা পছন্দ করি না, সেটি শূকরই হোক না কেন। (মোআত্তায়ে ইমাম মালেক-মা ইয়াতরাহু মিনাল কালাম অধ্যায়)

হযরত লোকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এক ব্যক্তির দাস ছিলেন। একদিন মনিব তাঁকে একটি বকরী জবাই করে সেটির উত্তম অংশ সামনে উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। তিনি বকরী জবাই করে সেটির জিভ এবং অন্তর মনিবের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় দিন মনিব বকরীর নিকৃষ্টতর অংশ সামনে হাযির করতে নির্দেশ দেন। আজও হযরত লোকমান আলাইহিস সালাম পূর্বদিনকার মত উল্লিখিত দুই অংশই মনিবের সম্মুখে 'উপস্থিত করেন। মনিব জিজ্ঞেস

করলেন, বকরীর উত্তম অংশ এবং নিকৃষ্ট অংশ হাযির করার নির্দেশে তুমি একই অংশ হাযির করলে, এর কারণ কি? হযরত লোকমান (আঃ) বললেন, যদি জিভ এবং অন্তর নিরাপদ থাকে তা হলে মানুষ নিরাপত্তা পায়। আর এ দুইটি অঙ্গ বিনষ্ট হলে মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই জিভ এবং অন্তর-এ দুই অঙ্গ যুগপৎ উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টও বটে।-(তাম্বীহুল গাফেলীন- হেফযুল লেসান অধ্যায়)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,' যে তিন বস্তুর অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা করবে, সে যেন সব অনিষ্ট থেকেই রক্ষা পেল। সে তিন বস্তু হচ্ছে- পেট, লজ্জাস্থান এবং রসনা।

কোন মানুষ পেটের অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা করলে হারাম রোজগার খাবে না। হারাম না খেলে সে উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হবে। কেউ লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করলে যেনা প্রভৃতি অপকর্মের ইচ্ছা পোষণ করবে না। তা হলে সে নিশ্চিত মুক্তি পাবে। আর কেউ রসনার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করলে মিথ্যা, নিরর্থক কথাবার্তা এবং গীবত, গালিগালাজ ইত্যাদি থেকে রক্ষিত থাকবে। (এহইয়াউল উলূম-ফযীলাতুস সেমত অধ্যায়)

ষষ্ঠ উপকারিতা-গীবত থেকে আত্মরক্ষা করলে রসনা কবীরা গোনাহ থেকে মুক্তি পায়

হযরত ওকবা বিন আমের (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন্ কাজ মুক্তিপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী করে? তিনি বললেন, তুমি নিজের রসনাকে নিবৃত্ত রাখ, তা থেকে কোন অনিষ্টকর বিষয় বের করো না এবং স্বগৃহেঅবস্থান কর আর আল্লাহ ছাড়া সব কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর এবাদতের প্রতি নিবিষ্ট হও, নিজের গোনাহের জন্য ক্রন্দন কর।-(মেশকাতুল মাসাবীহ-মুসনাদে আহমদ হতে)

হযরত রবী বিন খায়সাম (রাঃ)-এর ঘটনা

হযরত রবী বিন খায়সাম (রাঃ) নিজের মুখ বন্ধ করে গৃহকোণে অবস্থান গ্রহণ করেন। বিশ বছর পর্যন্ত তিনি দুনিয়াবী কোন কথা এবং মানুষের সাথে কোন কথা বলেননি। এমনকি যেদিন হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) শহীদ হন, সেদিন লোকেরা বলল, এ খবর পৌঁছালে হয়ত তিনি কিছু বলতে পারেন। লোকেরা এ দুঃসংবাদ তাঁকে পৌঁছালে তিনি আসমানের দিকে, মাথা উঠিয়ে বললেন- اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ والشَّهَادَةِ اَنتَ يَخْتَلِفُونَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ

تَحْكُمُ بَيْنَ : -- হে আল্লাহ! আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, আপনি বান্দাদের মাঝে সে বিষয়ে ফয়সালা করবেন, যে সম্পর্কে তারা মতভেদ করছে।

ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার দুঃখজনক ঘটনা শুনার পরও এতদ্ব্যতীত আর কোন কথাই তিনি বলেননি এবং নিজেকে এবাদতে নিয়োজিত রাখেন। (তাম্বীহুল গাফেলীন হেফযুল লেসান অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে চুপ রইল সে মুক্তি পেল।(মেশকাতুল মাসাবীহ- দারেমী হতে)

হযরত তাউস (রঃ)-এর উপদেশ

হযরত তাউস (রঃ) নিজের সম্পর্কে বলেন, আমার রসনা হিংস্র জন্তু সদৃশ। হিংস্র জন্তুকে যতক্ষণ আবদ্ধ করে রাখা হয়, ততক্ষণ সেটির দ্বারা কারো ক্ষতি বা কষ্ট হয় না। কিন্তু স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে প্রত্যেকেরই জীবন নাশের সম্ভাবনা। অনুরূপ যতক্ষণ আমার রসনা নিবৃত্ত রাখি ততক্ষণ ভালই হয়। নতুবা তা আমাকে নিঃশেষ করে জাহান্নামে ছুঁড়ে মারে।-(এহইয়াউল উলূম-ফযীলাতুস সেমত অধ্যায়)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর উক্তি

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এক যুবকের উদ্দেশে বলেন-

يَا شَبَاب إِنْ وَقَيْتَ سُوءَ تَلْكَ فَقَدْ وَقَيْتَ شَرَ الشَّبَابِ إِنْ وَقَيْتَ شَرُّ

تقلقَكَ وَذَبْذَبَكَ وَقَبْقَبَك

হে যুবক। যদি তুমি মুখ, লজ্জাস্থান এবং পেটের অনিষ্ট থেকে বাঁচ, তা হলে যৌবনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।নতুবা যৌবন দ্বারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।-(তাম্বীহুল গাফেলীন- হেফযুল লেসান অধ্যায়)

সপ্তম উপকারিতা- মৃতের গোশত ভক্ষণ থেকে আত্মরক্ষা উপরে আলোচিত হয়েছে, গীবত করা মৃতের গোশত খাওয়ার মত।

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত খচ্চরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। সেটিকে দেখে তিনি এরশাদ করেন- এ মৃত খচ্চরের গোশত পরিতৃপ্ত হয়ে ভক্ষণ করা মানুষের গীবত করার চাইতে উত্তম। (ইবনে আবী শায়বার সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)

অষ্টম উপকারিতা- কেয়ামতে দুঃখ অনুতাপ থেকে মুক্তি

যাদের গীবত করা হয়েছে, কেয়ামতের দিন তারা যখন গীবতকারীর আঁচল টেনে ধরবে, তখন সে খুবই দুঃখিত অনুতপ্ত হবে। ভয়ভীতি আর শংকার কারণে তার এক আজব অবস্থা হবে। দাবীদারদের যাবতীয় অপকর্মের বিপদ তার স্কন্ধে চাপবে। কারণ, সেদিন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার প্রভাব পরাক্রমের প্রকাশ ঘটবে। এদিন আল্লাহ তাআলা এত ক্ষুব্ধ রাগান্বিত হবেন যে, প্রত্যেকেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। এ ছাড়া বিপুল সংখ্যক লোকের দোষ-ত্রুটি উন্মোচিত হবে এবং মানুষের আমলনামা প্রচারিত হবে।

হযরত ইমাম আওযায়ী (রঃ) এরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন যখন প্রত্যেককেই হিসাবের জন্য ডাকা হবে, তখন মানুষদেরকে বলা হবে- এ ব্যক্তির উপর যার যার অধিকার রয়েছে তারা এসে প্রাপ্ত অধিকারের বিনিময় নিয়ে যাও। তখন মানুষ বলবে, এ লোকের উপর আমাদের কোন দাবী নেই।

তখন আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দেবেন, অমুক দিন এ লোক তোমাকে গালি দিয়েছে, অমুক দিন তোমার গীবত করেছে, এ কথায় লোকেরা উল্লসিত হয়ে উঠবে এবং নিজেদের অধিকারপ্রাপ্তির ফরিয়াদ জানাবে।-(তাফসীরে দোররে মনসূর)

হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) সেফাতুল মাসায়েল অধ্যায়ে এরশাদ করেন-

فَهُذَا أَمَّا يَرْجِى لِعَبْدٍ سَائِرِ عَلَى النَّاسِ عُيُوبُهُمْ وَاحْتَمَلَ فِي حَقِّ نَفْسِهِ تَقْصِيرُهُمْ وَلَمْ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِذِكْرِ مَسَاوِتِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي غِيْبَتِهِمْ بِهَا يَكْرَهُونَ لَوْ سَمِعُوهُ

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার করুণা সে লোকের উপরই হবে যে মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখেছে, মানুষের দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছে, মানুষের গীবত করেনি। আর যে উল্লিখিত গোনাহগুলো করে, কেয়ামতের দিন তার কঠোর হিসাব লওয়া হবে এবং কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

নবম উপকারিতা- রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সন্তুষ্টি

অমুক লোক এ গোনাহ করেছে- কবর শরীফে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্নিধানে এ খবর পৌঁছে, তখন তিনি দুঃখিত চিন্তিত হন। তাঁর নিকট কারো পুণ্য কর্মের সংবাদ পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। আর কারো গীবতের সংবাদে তাঁর মন একেবারেই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে মানুষের গীবত পরিহারের সংবাদে তিনি অত্যন্ত খুশী হন।

গীবতের কারণ এবং তার প্রতিকার

মনে রাখা দরকার, মানুষ বেশ কিছু কারণবশতঃ গীবত করে থাকে। উক্ত কারণগুলো বিদ্যমান থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গীবত হয়ে যায়। সুতরাং গীবতের কারণগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা মানুষের কর্তব্য, তা হলে সে গীবত থেকে মুক্তি পাবে। নিম্নে গীবতের কারণসমূহ এবং প্রতিকার লিখিত হচ্ছে।

প্রথম কারণ-ক্রোধ

মানুষ কারণবশতঃ কারো উপর ক্রুদ্ধ হলে তার গীবত করে। এটা কয়েক প্রকার। যেমন-
পার্থিব বিষয়ে ক্রোধ- যখন মানুষ শুনতে পায়- অমুক ব্যক্তি আমাকে গালিগালাজ করে অথবা আমার গীবত করে, তখন তার মন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় এবং শয়তানও তাকে উত্তেজিত করে। ফলে সেও গালিদাতার ও গীবতকারীর গীবত করতে শুরু করে। সে অনুসন্ধান করে দেখে না, উক্ত লোক আসলেই গালি দিয়েছে কিনা বা গীবত করেছে কিনা।

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে নিজের রসনা প্রতিরোধ করে রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষ ত্রুটি গোপন রাখবেন এবং তাকে হেয় অপদস্থ করবেন না। আর যে নিজের ক্রোধ দমন করবে, ক্রোধ অনুযায়ী কাজ করবে না, আল্লাহ তাআলা তার থেকে আযাব প্রতিরোধ করে রাখবেন। যে আল্লাহর দরবারে গোনাহ মাফ চাইবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। (বায়হাকী)

প্রতিরোধ এবং প্রতিকার

গীবতের প্রথম কারণের কয়েকটি প্রতিকার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন-

প্রথম, গালি ও গীবতের সংবাদদাতাকে মিথ্যাবাদী মনে করে। যে এ সংবাদ দিয়েছে সে চোগলখোর। সুতরাং তার সংবাদ অগ্রহণীয়।

ফকীহ আবুল লায়স (রঃ) বলেন, কেউ যদি তোমাকে বলে, অমুক ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে এরূপ এরূপ বলেছে। এরূপ অবস্থায় তোমার উপর ছয়টি বিষয় অত্যাবশ্যক। প্রথমতঃ এ চোগলখোরের কথা অন্য কারো নিকট বিবৃত করবে না। সে চোগলখোরী করেছে, এমন কথাও বলবে না, তা হলে এও গীবত হবে। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাকে বলা হয়েছে- অমুক তোমাকে গালিগালাজ করে, ভালমন্দ বলে, তার দোষক্রুটি অন্বেষণে লেগে পড়বে না। কেননা, কোরআন করীমে অন্যের দোষ অন্বেষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি তোমাকে গালি দেয় বা মন্দ বলে বলা হয়েছে, তার সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করবে না। কেননা, কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ খুবই দূষণীয়। চতুর্থতঃ যে তোমাকে বলেছে, অমুক তোমাকে গালি দেয়, মন্দ বলে, সে চোগলখোর। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তার প্রতি মনে অসন্তুষ্টি পোষণ করবে। কেননা, চোগলখোরী একটা জঘন্য গোনাহ। আর গোনাহগারের প্রতি অসন্তুষ্টি পোষণ ওয়াজিব। তার থেকে দূরত্ব অবলম্বন জরুরী। পঞ্চমতঃ যে গালি দেয়ার, মন্দ বলার কথা তোমার কাছে বলেছে, তাকে নিষেধ করবে যেন এরূপ না করে। ষষ্ঠতঃ উক্ত চোগলখোরকে মিথ্যাবাদী মনে করবে। কেননা, চোগলখোর ফাসেক পাপাচারী, তার সংবাদের কোন গুরুত্ব বা নির্ভরযোগ্যতা নেই। এ সম্পর্কে নিম্নে একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় প্রতিকার

যখন শুনতে পাবে কেউ তোমাকে মন্দ বলছে- তখন মনে করবে, আমার মাঝে কিছু মন্দ দোষক্রুটি রয়েছে।সুতরাং এরূপ ভেবে নিজেকে সকল দোষক্রুটি এবং গোনাহ থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করবে। আরও মনে করবে, লোকটি আমার সম্পর্কে যা বলেছে ঠিকই বলেছে। সুতরাং এ জন্য সে বিনিময় পাওয়ার যোগ্য।

তৃতীয় প্রতিকার

কেউ কারো দুর্নাম বদনাম করলে ভাবতে হবে, যে আমার দুর্নাম করেছে, সে হয়ত কোনভাবে আমা দ্বারা কষ্ট পেয়েছে। সুতরাং এরূপ মনে করে তার প্রতি দয়া দেখাবে। তার উপকার করবে। তার সাথে দেখা সাক্ষাত করবে, খাতির তোয়াজ করবে। তা হলে তোমার প্রতি অসন্তুষ্টি মনোকষ্ট

দূর হয়ে তার অন্তর শান্ত স্থিত হবে। পক্ষান্তরে, দুর্নাম বদনাম করেছে বলে তাকে কষ্ট দেবে না, গীবত করবে না, দুর্নাম রটাবে না।

চতুর্থ প্রতিকার

যদি কেউ তোমাকে মন্দ বলে, তা হলে মনে করবে, সে অহেতুক গোনাহ করেছে। আল্লাহ তাআলা তার গোনাহ মাফ করুন। আমিও যদি তার মত গীবত করি, তবে তার অনুরূপ শাস্তি পাব।

হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যখন জানতে পারতেন, অমুক লোক আমাকে মন্দ বলে, তা হলে তিনি সে লোকের প্রতি অত্যন্ত বিনয় নম্রতা প্রদর্শন করতেন, তার গীবত করতেন না। (মুসনাদে ইমাম আযম)

দ্বিতীয় কারন-.যে সামনাসামনি গালি দেয় তার প্রতি ক্ষিপ্ত হওয়া এবং তার অনুপস্থিতিতে গীবত করা

কেউ সামনাসামনি গালি দিলে নিজের মনকে নিবৃত্ত রাখবে, তাকে ক্ষমা করে দেবে এবং সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্বক সাহসিকতা বীরত্ব প্রদর্শন করবে।

প্রতিকার

একদা সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে গালি দেয়। তিনি চুপ থাকেন, লোকটি আবারও গালি দেয়। এবারও তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন। সে তৃতীয় বার গালি দিলে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও তাকে গালি দেবার ইচ্ছা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিস ত্যাগ করতে উদ্যত হন। এ দেখে হযরত আবু বকর (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন? অথচ আমি বাড়াবাড়ি কিছুই করিনি। সে তিন বার পালি দেয়ার পর আমি তার জবাব দিতে ইচ্ছা করেছি মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তুমি যতক্ষণ নীরব ছিলে, ততক্ষণ তোমার তরফ থেকে এক ফেরেশতা গালিদাতাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে চলছিল। যখন

তুমি তার জবাব দেবার ইচ্ছা করলে, অমনি শয়তান মধ্যখানে লাফিয়ে পড়ে, এ কারণে আমি উঠে গেছি।

-(আবু দাউদ-আলবেররে ওয়াসসেলাহ পর্ব, আলইনতেসার অধ্যায়)

একদিন হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) মিনায় মসজিদে খায়ফে বসা ছিলেন। এ সময় এক লোক এসে ইমাম সাহেবকে উদ্দেশ করে বলল, ও হারামজাদা! আমি তোমাকে অমুক মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর তুমি হাসান বসরী (রঃ)-এর বিপরীত জবাব দিয়েছ। ইমাম সাহেব লোকটিকে বললেন, দেখ! হাসান বসরী (রঃ) তোমার জিজ্ঞাসিত মাসআলায় ভুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে সঠিক অভিমত তাই, যা আমি বলেছি। সে ইমাম সাহেবকে আরও কয়েকটি গালি দেয়। উপস্থিত লোকজন গালিদাতাকে মারতে উদ্যত হলে ইমাম সাহেব তাদেরকে বাধা দেন। অতঃপর তিনি লোকটির উদ্দেশে বললেন, ওহে! তুমি যে আমাকে কাফের ইত্যাদি বলেছ, তা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা জানেন, আমি কাউকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করিনি এবং আল্লাহ তাআলার সত্তা ব্যতীত অন্য কোন সত্তার প্রতি কোন আশা পোষণ করিনি। তাঁর আযাব ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করিনি। আল্লাহ তাআলার শাস্তির আলোচনা এসে গেলে ইমাম সাহেবের উপর ভীতি শংকা ছেয়ে যায়। তিনি অঝোর ধারে কেঁদে কেঁদে অশ্রু বহাতে থাকেন। এ অবস্থা দর্শনে গালিদাতা লোকটি নিজে নিজেই লজ্জিত হয় এবং ইমাম সাহেবের কাছ থেকে নিজের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নেয়। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। তুমি আমাকে যে গালি দিয়েছ তা-ও মাফ করেছি।

-(মুসনাদে ইমাম আযম- আবদুর রাজ্জাক বিন হুমামের সূত্রে)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

-সাহসিকতা বীরত্বের ভিত্তি কুস্তি লড়াইয়ের উপর নয়; বরং ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই প্রকৃত বীরত্ব।-(মোআত্তায়ে ইমাম মালেক-গজব অধ্যায়)

হযরত আবু বকর ওয়াররাক (রঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে ছয়টি বিষয় কামনা করেছেন, সেগুলো পূরণ করা মানুষের কর্তব্য। আল্লাহর কাম্য ছয়টি বিষয়ের দুইটি অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত- (১) আল্লাহর নির্দেশের সম্মান, (২) আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সম্মান।

দুইটি বিষয় রসনার সাথে সংশ্লিষ্ট- (১) আল্লাহ তাআলার তওহীদ বা একত্বের স্বীকৃতি প্রদান, (২) সৃষ্টিকুলের সাথে বিনয় নম্রতা। আর দুইটি বিষয় সৃষ্টির সাথে সংশ্লিষ্ট-

(১) আল্লাহর নির্দেশের উপর ধৈর্য ধারণ, (২) সহিষ্ণুতা অবলম্বন।
-(তাযকেরাতুল আওলিয়া)

তৃতীয় কারন-বিরোধিতার কারণে গীবত করা

যে কোন প্রকারে কষ্ট দিয়েছে, তার উপর ক্ষিপ্ত হওয়া, এ কারণে তার গীবত করা, জনসম্মুখে তার দোষ প্রকাশ করা, যেহেতু সে কষ্ট দিয়েছে, সেহেতু তাকেও কষ্ট দেব; এ মনোভাব বিরোধিতাজনিত কারণেই জন্মে থাকে। এরও যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

প্রতিকার

কেউ কাউকে কোন প্রকারে কষ্ট দিলে তার প্রতি মন ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ হয়। মন চায়, সে আমাকে এক প্রকারে কষ্ট দিয়েছে, আমি তাকে শত প্রকারে কষ্ট দেব, কিন্তু এ অবস্থায় কষ্টদাতাকে মাফ করে দেয়া, তার প্রতি অনুগ্রহ করা, সদাচার প্রদর্শন করা আবশ্যক। তা হলে কেয়ামতের দিন আমি তার পুণ্যের ভাগী হব। আর আমি ক্ষিপ্ত হয়ে যদি তার গীবত করি তা হলে তার বদীসমূহ আমার আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সহীফাসমূহে লিখিত হিতোপদেশসমূহে এও আছে, আল্লাহ বলেন, হে বনী আদম! যে তোমার উপর জুলুম করে তাকে ক্ষমা কর, যে তোমার সাথে অন্যায় আচরণ করে তার সাথে সদাচার কর, তা হলে তুমি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং রহমত পাবে। (রওযাতুল ওয়ায়েজীন)

চতুর্থ কারন- বংশ গৌরব

বংশ গৌরব প্রকাশেরও কয়েক ধরন প্রকার রয়েছে। যেমন- নিজের বংশকে উত্তম মনে করা, অন্যের বংশ সম্পর্কে গীবত করা, অন্য মানুষের বংশধারার অনিষ্ট অপকৃষ্টতা বর্ণনা করা। সুতরাং বংশ গৌরব প্রকাশহেতুও মানুষ গীবতে জড়িয়ে পড়ে।

প্রতিকার

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, কোন মুসলামন অন্য মুসলমানকে তুচ্ছ অপদস্থ গণ্য করবে না। কেননা, অন্য মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন, তুচ্ছ গণ্য করা, অপদস্থ করা হারাম। (এহইয়াউল উলূম- যম্মুল কেবর অধ্যায়)

প্রত্যেক মানুষেরই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যাবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) হতে সৃষ্টি করেছেন। যদিও মধ্যখানে আল্লাহ তাআলা কারো বাপকে, দাদাকে ভাল বানিয়েছেন। সুতরাং বংশ বিচারে ভাল হলেও অন্যদের উপর আমাদের কোন সম্মান মর্যাদা নেই। কেননা, আমাদের সকলেরই মূল এক। আর পরিণতির বিচারে আমাদের উত্তম অনুত্তমের কথা ভাবা হলে তা একান্তভাবেই তাকওয়ার উপর ভিত্তিশীল। কারো বংশ গোত্র ভাল না হয়েও মোত্তাকী হলে সে সরল সঠিক পথের উপর রয়েছে। আর যে আল্লাহর এবাদতে ত্রুটি করে, সদ্বংশজাত অভিজাত বংশের হলেও পরকালে সে অনুশোচনা অনুতাপ করবে। সুতরাং বংশ গোত্রের কারণে কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা; তার গীবত করা নিতান্তই আহমকী কাজ।

বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, হে লোকসকল! তোমাদের সকলেরই মাবুদ এক একক অংশীবিহীন আল্লাহ তাআলা! সাবধান! অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের, কালোর উপর লালের, লালের উপর কালোর কোন মর্যাদা নেই। তবে হাঁ, যিনি মোত্তাকী তিনি অন্যদের উপর মর্যাদাবান। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَكُم -তোমাদের মাঝে সে-ই বেশী মর্যাদাশীল, যে বেশী মোত্তাকী।- (তাফসীরে দোররে মনসূর)

পঞ্চম কারন-রূপ সৌন্দর্যের অহংকার

নিজের রূপ সৌন্দর্য, গঠন আকৃতি ইত্যাদির জন্য অহংকার প্রকাশ করা এবং এ সব বিষয়ে অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা- এ থেকেও অনেক সময় গীবতের স্পৃহা জাগে। নিম্নে এর প্রতিকার লিখিত হচ্ছে।

প্রথম প্রতিকার

রূপ সৌন্দর্যজনিত অহংকার মনে জাগ্রত হলে চিন্তা করবে, সব আকৃতিই মহান আল্লাহ বানিয়েছেন। কারো চেহারা সুন্দর এবং কারো গঠন আকৃতি অসুন্দর বানিয়েছেন। সুতরাং কারো চেহারা অসুন্দর হলেই সে নিন্দা ভর্ৎসনার পাত্র হতে পারে না। আর গঠন আকৃতি অসুন্দর হওয়ায় কোন ক্ষতিও নেই। বস্তুতঃ মানুষের ইহ-পরকালীন সাফল্য এবাদত, দুনিয়ার প্রতি অনাকর্ষণ, পরোপকার এবং মানব প্রেমের উপর নির্ভরশীল। তাই আল্লাহর কোন বান্দাকে মন্দ না ভাবা এবং মন্দ না বলা কর্তব্য। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি কাহিনী উল্লেখ করা হচ্ছে।

এক জায়গায় দুর্গন্ধময় একটি কুকুর পড়ে ছিল। হযরত নূহ (আঃ) সে দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন। কুকুরটি দেখে তাঁর খুবই ঘৃণা হয়। অবিলম্বে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ পাঠান, হে নূহ! কুকুরটিকে আমি এভাবেই বানিয়েছি। যদি এটি তোমার অপছন্দ হয় তা হলে এর চাইতে ভাল বানিয়ে লও। অথচ তুমি এর চেয়ে ভাল তো দূরে, এটির মত বানাতেও সক্ষম নও। সুতরাং কেন এটিকে মন্দ ভাবছ? এ হুকুম অবতীর্ণ হবার পর হযরত নূহ (আঃ) অঝোর ধারে কাঁদতে থাকেন। এ থেকেই তাঁর নাম নূহ অধিক ক্রন্দনকারী হয়ে যায়।---(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস-আদব অধ্যায়)

দ্বিতীয় প্রতিকার

প্রত্যেকেরই চিন্তা করা দরকার, কোন মানুষই ত্রুটিমুক্ত বা নিখুঁত নয়। এমনকি যে অন্যকে দোষমুক্ত মনে করে, সে নিজেও সব দোষ মুক্ত নয়।
সুতরাং যখন নিজের সত্তায়ই ত্রুটি বিদ্যামান, তখন অন্যের খুঁত প্রকাশ, দোষ বর্ণনা, নিজের রূপ সৌন্দর্যের গর্ব অহংকার নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সে ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যার নিজের দোষ-ত্রুটি তাকে অন্যদের দোষত্রুটি থেকে নির্লিপ্ত রেখেছে। (এহইয়াউল উলূম এলেম অধ্যায়)

তৃতীয় প্রতিকার

চিন্তা করা দরকার, ভাল হওয়া সুন্দর আকৃতির উপর নয়; বরং ভাল হওয়া তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, সব মুসলমান একে অন্যের ভাই। তাকওয়া ব্যতীত কারো উপর কারো কোন মর্যাদা নেই। (তাবরানীর সূত্রে দোররে মনসূর)

সুতরাং কারো বাহ্যিক আকৃতির গীবত করা, নিজের আকৃতিকে ভাল মনে করা, অন্যের আকৃতিকে মন্দ অসুন্দর ভাবা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কেননা, কারো আকৃতি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় সুন্দর হলেও মৃত্যুর পর তা মাটি খেয়ে ফেলবে এবং মাটিতে মিশে যাবে। এ সম্পর্কিত কিছু উপদেশমূলক ঘটনা এবং মনীষী বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

একদিন জনৈক ফকীহ হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয (রঃ)-এর খেদমতে আগমন করেন। আগন্তুক এবাদতের আধিক্যের কারণে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর বিধ্বস্ত চেহারা দর্শনে তাজ্জব বনে যান। তিনি ফকীহকে বললেন, জনাব! আপনি তাজ্জব হচ্ছেন কেন? মৃত্যুর পরই কেবল মানুষের চেহারা তাজ্জবের বস্তু হয়। আমি যখন কবরে উপনীত হব, সর্বপ্রকার দুঃখ কষ্টে পড়ব, তখন আপনি আমার চেহারা দেখলে ভীত হবেন। -(এহইয়াউল উলূম-যিয়ারাতিল কুবূর অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক হজ্জ কাফেলার সর্দার মোহাল্লাব বিন আবী সফর হযরত মোতাররেফ বিন আবদুল্লাহ (রঃ)-এর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি দেখলেন, মোহাল্লাব উত্তম পোশাক পরে গর্বভরে চলছে। তখন হযরত মোতাররেফ (রঃ) বললেন, হে মোহাল্লাব! এরূপ গর্বভরে চলা আল্লাহর আমাকে হিতোপদেশ প্রদান করছ। তুমি জান না আমি কে? আমি হজ্জ কাফেলায় সর্দার। হযরত

মোতাররেফ (রঃ) জবাব দিলেন, আমি তোমার সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানি। প্রথমে তুমি ছিলে নিষ্প্রাণ বীর্য। সে সময় এরূপ দপ্ত ভরে চলা এবং অহমিকা কোনটাই ছিল না। অবশেষে যখন কবরে যাবে তখন তোমার দেহ দুর্গন্ধযুক্ত হবে। তখন তোমার এ দন্ত্র পর্ব কোন কাজেই আসবে না। আর জীবতকালেও তোমার মাঝে বর্জ্যে ভরপুর। তোমার অন্তর্জগত গচে আছে। সুতরাং তোমার শুরু, শেষ এবং মধ্যবর্তী অবস্থা সবই অনিষ্টপূর্ণ। তাই তোমার দড় গর্ব প্রকাশ অশোভনীয়। আর পোশাক এবং বাহ্যিক আকৃতির সৌন্দর্যের জন্য গর্ব করা কোন ভাল কাজ নয়। মোতাবরেফ (রঃ)-এর উল্লিখিত রূপ উক্তিসমূহ গুনার পর মোহাল্লাব দন্ত অহংকার পরিত্যাগ করে।

উপদেশবাণী

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, যে মানুষ প্রত্যহ এক দুই বার নিজের বর্গা নিজে পরিষ্কার করে, এতদসত্ত্বেও সে গর্ব অহংকার প্রকাশে বিস্মিত হতে হয়। (এহইয়াউল উলুম যম্বুল কেবর অধ্যায়) চালচলন এবং বুদ্ধি-বিবেচনার জন্য গর্ব নিজের চালচলন, আচার আচরণ ও বৃদ্ধি বিবেচনাকে উত্তম ভাবা এবং অন্যের চালচলন, আচর আচরণ ও বুদ্ধি বিবেচনাকে খারাপ ভাবাজনিত পর্ব অহংকারের কারণেও গীবত করা হয়। যেমন এরূপ বলা অমুক উদ্ভ্রান্তের মত চলে, পাগলের মত থাকে, অমুক অত্যন্ত বোকা, অমুক একেবারেই অভদ্র, রুচিহীন।

ষষ্ঠ কারন-আচার আচরণ সম্পর্কিত গীবতের প্রতিকার

মনে রাখা দরকার, পরিণতির অবস্থা কারোই জানা নেই। যাকে পাগল উদ্ভ্রান্ত ভাবা হচ্ছে, হ্যাত আস্থাহর নিকট দে ভাল এবং নির্বিঘ্নে জান্নাতে চলে যাবে। কেননা, পরকালীন কল্যাণ ও সফলতার ভিত্তি এবাদত নয়; বরং আল্লাহর করুণাই পরকালীন ভল্যাণ আর সফলতার ভিত্তি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, যারা প্রকাশাত। পাগল, ইহ্লাত, তারাই জান্নাতের যোগ্য হয়। আর বহু লোক প্রকাশ্যতঃ খুবই উত্তম, কিন্তু আল্লাহর নিকট তারা নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। সুতরাং কারো চালচলন, আচার আচরণ এবং কাজকর্মের গীবত করা,নিজের বুদ্ধি বিবেচনা, রুচিবোধের জন্য পর্ব অহংকার করা নিতান্তই নিরুদ্ধি তার পরিচায়ক। কেননা, বাহ্যিক ভাল মন্দের কোন গুরুত্ব নেই। এ অণত নশ্বর- অস্থায়ী। পরকালীন মন্দই প্রকৃত মন্দ। যার গীবত করা হচ্ছে, তার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিত কিছু জানা নেই। এসব তাকদীর এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের বিষয়। বাহ্যিক দুর্ভাগা প্রকৃতপক্ষে সৌভাগ্যশীল হয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং অভিজ্ঞতায়ও প্রমাণিত হয়েছে, ওলীআল্লাহ এবং বিশিষ্ট বান্দাগণের অবস্থা প্রকাশ্যতঃ মন্দ এবং অসম্মানঞ্জনক মনে হয়। কিন্তু আল্লাহর নিকট

তাঁরা খুবই সম্মানিত। নিম্নে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত কিছু ঘটনা এবং উপদেশবাণী উল্লেখ করা হচ্ছে

প্রথম ঘটনা

এক বছর মদীনায় অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মানুষজন অত্যন্ত দুঃখক্লিষ্ট হয়ে পড়ে। একদিন মদীনাবাসী এস্তেস্কার (বৃষ্টি প্রার্থনার) নামায পড়ার জন্য বের হন। বহির্গতদের মাঝে প্রখ্যাত বুযুর্গ আলেম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রঃ)-ও ছিলেন। সবাই কান্নাকাটি করে দোআ করতে থাকেন, কিন্তু কারো দোআই কবুল হচ্ছে না। ইত্যবসরে এক কালো হাবশী আগমন করে। তার পরনে শুধু একখানা লুঙ্গি এবং কাঁধে একখানা চাদর রয়েছে সে বলতে লাগল লাগল, ইয়া আল্লাহ, ইয়া এলাহী। আমরা গোনাহগার, গোনাহের কারণে আপনি আমাদের উপর পানি বন্ধ করে দিয়েছেন। ইয়া আল্লাহ। আমাদেরকে শিক্ষাদানের জন্য আপনি এ মুহূর্তে পানি বর্ষাণ। পানি বন্ধ করে আমাদেরকে কষ্ট দেবেন না। হাবশী লোকটি এ দোআ করতেই অনতিবিলম্বে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়, মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে যায় এবং যথেষ্ট পানি বর্ষিত হয়। (এহইয়াউল উলূম আদাবিদ দোআ অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত ওয়ায়ন করনী (রঃ) যখন ওয়াজ নসীহত শুনতেন, তখন জান্নাতের আলোচনায় অভ্যন্ত খুশী আর জাহান্নামের আলোচনায় খুবই ভীত হতেন এবং চীৎকার করে মজলিস ছেড়ে উঠে দৌড়াতেন। জাহান্নামের আলোচনা শুনার মত সহ্য শক্তি তাঁর অবশিষ্ট থাকত না। এ কারণে মানুষ তাঁকে পাগল বলে অভিহিত করত। এহইয়াউল উলুম আহওয়ালুল বায়েজীন অধ্যায়)

।।।

নিজের নেক কাজের জন্য অহংকার প্রকাশ করা, অধিক এবাদতের কারণে নিজেকে পূত পবিত্র পুণ্যশীল এবং মোত্তাকী বলে ভাব্য, যারা এবাদত করে না, অথবা কম করে, তাদেরকে জাহান্নামী ভাবা, এয়নসংক্রান্ত বিষয়ে তাদের গীবত করা, যেমন এরূপ বলা অমুক লোক এবাদত করে না, খুবই খারাপ কাজ করে, অমুক লোক খুবই খারাপ, কেননা সে খুবই ঈর্গাপরায়ণ, অমুক লোক বড় পাপাচারী, কেননা সে দাম্ভিক অহংকারী, অমুক লোক জাহান্নামের যোগ্য, কেননা খুবই গোনাহগার, অমুক লোক যদিও বিচারক কিন্তু খুবই জালেম উল্লিখিত সবই গীবত এবং এসব গীবতের কারণ হল গর্ব অহংকার।কেননা, অহংকারবশতই গীবতকারী নিজেকে সর্বপ্রকার দোষক্রটিমুক্ত পূত পবিত্র ভাবে। অন্যদের দোষ দেখে, নিজের দোষের দিকে দৃষ্টিপাত করে না।

বেশী এবাদত করার কারণে নিজেকে জান্নাতী মনে করে, এবাদত স্বল্পতার কারণে অন্যকে তুচ্ছ অপদস্থ আন করে। নিম্নে উল্লিখিত অণ অহংকারজনিত গীবতের প্রতিকার উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম প্রতিকার

অধিক এবাদতে প্রবৃত্তির পবিত্রতা সাধিত হয় না। এবাদত আধিক্যের কারণে যদিও মানুষের মধ্যে বাহ্যিক ভাল দিকগুলো এসে যায়, কিছু এ অবস্থায়ও আভ্যন্তরীণ ভালটা প্রকাশিত হয় না। কেননা, হয়ত অন্তর ফেরানোর মালিক আল্লাহ তাআলা এবাদত থেকে তার মন ফিরিয়ে দেবেন। ফলে এ অধিক এবাদত তার জন্য ফলদায়ক হবে না। আর যে এবাদত কম করে, এবাদত স্বল্পতার কারণে তার খারাপ হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা, হ্যাত এ লোকই মুক্তি পেয়ে সোজা জান্নাতে চলে যাবে। কারণ, অনেক লোক সারা জীবন পাপাচারে লিপ্ত থাকে আর মাতার সময়ে আদিকালে তার ভাগ্যে আল্লাহ নির্ধারিত হেদায়াত উথলে উঠে এবং সে তওবা করে পূত পবিত্র হয়ে আল্লাহর সম্মুখে উপনীত হয়।

দ্বিতীয় প্রতিকার

কেউ বেশী এবাদত করলেও সে জন্য অহংকার না করা, অন্যকে জাহান্নামী মনে করে তার গীবত না করা, তাকে লজ্জিত না করাঅত্যাবশ্যক। মনে করবে, কেউই গোনাহমুক্ত নিষ্পাপ নয়। কেননা নিজেই যখন কখনো কখনো গোনাহে লিপ্ত হই, তখন অন্যের গীবত করা, অন্যকে ভৎসনা উপহাস করা, মন্দ ভাবা, হেয় তুচ্ছ আন করা অনুচিত। নিম্নে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম ঘটনা

এবাদত আধিক্য বা পুণ্যকর্ম প্রকৃতপক্ষে কারো মুক্তিপ্রাপ্তির ভিত্তি। য়। প্রকৃতপক্ষে সুপরিণতিই মুক্তিপ্রাপ্তির ভিত্তি। এক ফাসাদী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী লোক মৃত্যুবরণ করে। সে জীবদ্দশায় মানুষকে যে কাই কাঁই নিয়েছে, এ কষ্টের কারণে। কেউই তার জানাযায় আসেনি। তার স্ত্রী মজুরি দিয়ে দুই ব্যক্তির মাধ্যমে তার জানাযা ঈদগাহে নিয়ে যায়। কেউই তার জানাযার নামায না পড়ায় স্ত্রী তাকে দাফন করার উদ্দেশে জঙ্গলে নিয়ে যায়। জঙ্গলের নিকটেই ছিল এক পাহাড়। সেখানে এক যাহেদ (মুনিয়াবিরাগী) দরবেশ অবস্থান করতেন। তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে এ ফাসাদী ব্যক্তির জানাযা পড়ার ইচ্ছা করেন। এ খবর শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে শহরের সব লোকই জানাযার নামাযে একত্রিত হয়। নামায শেষে সবাই যায়েদ ব্যক্তির এ কাজে বিশ্বয়

প্রকাশ করে এ মৃত ব্যক্তি অত্যন্ত ফাসানী হওয়া সত্ত্বেও যাহেদ তার জানাযার নামায পড়লেন। তখন যায়েদ বললেন, আমার প্রতি এলহাম হয়েছে, এ যে মুর্দারটা আসছে; তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। তাই আমি তার জানাযার নামায পড়েছি। এ কথায় মানুষ আরো তাজ্জব বনে যায়। তারা বলাবলি করতে লাগল, এহেন ফাসানী ব্যক্তি কি করে মাফ পেতে পারে। তখন যাহেদ মৃতের স্ত্রীর নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞেস করেন। স্ত্রী বলল, সে সব সময় মদ্য পান করত। সর্বপ্রকার গোনাহের কাজই সে করত । তবে তার মাঝে তিনটি উত্তম বৈশিষ্ট্য ছিল। তা হচ্ছে, ভোরে তার অবচেতন অবস্থা দূর হওয়া মাত্রই সে গোসল করে জামাআতের সাথে ফজরের নামায আদায় করত, সব সময় দুই একটি এতীমকে নিজের ঘরে রাখত এবং তাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করত, মদের নেশা দূরীভূত হলেই সে আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ত। সে বলল, ইয়া আল্লাহ। আমি জানি না, জাহান্নামের কোণসমূহের কোন কোণে তুমি আমাকে নিক্ষেপ করবে? এ শুনে যাহেদ বললেন, এ তিন উত্তম বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে।(এহইয়াউল উলুম কাঁলামুল মোহতাযেরীন অধ্যায়)

দ্বিতীয় ঘটনা

এক পুণ্যবান যুবক স্বপ্নে দেখদ, এক আবেদ জাহান্নামে এবং এক বাদশাহ জান্নাতে প্রবিষ্ট হয়েছে। পুণ্যবান যুবক স্বপ্নঘোরেই মানুষজনকে এর কাপ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, যদিও আবেদ যথেষ্ট এবাদত করত, কিন্তু তার মাঝে একটা দোষ ছিল। তিনি রাজা বাদশাহদের সাথে খুব বেশী দেখা সাক্ষাত করতেন, দুনিয়ার প্রতিও কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন, এ দ্বিবিধ কারণেই তিনি জাহান্নামে প্রবিষ্ট হয়েছেন। পক্ষান্তরে বাদশাহ যদিও জালেম ছিল, কিন্তু তার আকীদা (ধর্ম বিশ্বাস) ছিল অত্যন্ত ভাল। পরন্তু সে দরবেশ শ্রেণীর লোকদের প্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতা রাখত। তার এ দ্বিবিধ উত্তম বৈশিষ্টা আল্লাহ তাআলার খুবই পছন্দ হয়। এ কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে জান্নাতে প্রবিষ্ট করেছেন। (শেখ সাদী বোস্তী) সারকথা, নাজাত প্রকাশ্য এবাদতের উপর ভিত্তিশীল নয়। কেননা, কখনও ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা হয়ে যায়। যদি কেউ সর্বদা হাতে তসবীহ রাখে এবং কাপড়ে তালি লাগিয়ে পরিধান করে, তবুও তার জান্নাতী হওয়া অজ্ঞাত। অবশ্য যদি সে সব বদ আমল থেকে এবং যথাসাধ্য সকল সগীরা গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, তা হলে সে জান্নাতের যোগ্য সাব্যস্ত হয়। অনুরূপ কেউ সদা সর্বদা গোনাহ করলেও তার বদকার হওয়া নিশ্চিত নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা হয়ত তার কোন নগণ্য এবাদত পছন্দ। পছন্দ হওয়ায় তাকে মাফ করে দেবেন। তাই এবাদতের কারণে নিজেকে উত্তম আর অন্যদেরকে মন্দ ভাবা, তাদের গীবত করা খুবই মন্দ কথা।

দ্বিতীয় প্রতিকার

কেউ এবাদত করণেও এ জন্য গর্ব অহংকার লালন না করা, আনন্দিত আহ্লাদিত না হওয়া এবং এবাদত না করার কারণে অন্যদেরকে জাহান্নামী মনে করে তাঁদের শীবত না। করা, তাদেরকে হেয়, লজ্জিত অপমানিত না করা আবশ্যক। চিন্তা করবে, কোন মানুষই গোনাহ থেকে মুক্ত নয়। কেউই নিষ্পাপ নয়। সুতরাং প্রত্যেকেই যখন তখনও কখনও গোনাহ করে বসে, তখন ভাবাই এ জন্য অন্যকে ভর্ৎসনা তিরষ্কার করা কেন, আর তাকে মন্দ অপকৃষ্ট বা কেন?

ওমর বিন যার (রঃ)-এর এক ফাসেক পাপাচারী প্রতিবেশী মৃত্যুবরণ করলে অধিকাংশ লোক তাকে হেয় অপদস্থ মনে করতে থাকে এবং অত্যধিক গোনাহ করার কারণে তার জানাযার নামায আদায় হতে বিরত থাকে, কিন্তু ইবনে যার (রঃ) তার জানাযার নামায পড়েন এবং কাফন দাফনও করেন। দাফন কার্য থেকে অবসর হয়ে হযরত ইবনে যার (রঃ) তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃততে সম্বোধন করে বললেন, আমি জানি, তুমি তোমার সমগ্র জীবন ইসলামের উপর অতিবাহিত করেছ, জীবদ্দশায় নামাযও পড়েছ। সুতরাং এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যদিও মানুষ বলছে খুবই পাপাচারী গোনাহগার হিল, কিন্তু আমি বলি, কে গোনাহগার নয়। অমুক (এহইয়াউল উলুম কালামুল মোহতাসেরীন অধ্যায়)

সপ্তম কারন-মজলিশে গীবত

সতীর্থদের অনুগমন যখন মানুষ দেখতে পায়, দুই চার জন সমবয়স্ক, সতীর্থ,বন্ধু-বান্ধব বসে জাগতিক কোন বিষয়ে আলোচনা করছে, মানুষের গীবত নিন্দাবাদ করে মানসিক আনন্দ উপভোগ করছে, তখন ভারও মন চায়, আমি অত্র মজলিসে যাই এবং দুই চারটা কিসসা কাহিনী শুনাই এমতাবস্থায় যে শয়তানের অনুগামী হয়, শুধু এ খেয়াল করা মাত্রই শয়তান তাকে উক্ত মজলিসে নিয়ে যায় এবং তাকে দিয়ে অন্যের গীবত নিন্দাবাদ করায়। আর যে দ্বীনের দিক থেকে কিছুটা অপূর্ণ হয়, শয়তান তার প্রবৃত্তির সাথে লড়াই জুড়ে দেয়। তার অন্তরে কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করে। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলে ফেরেশতা বলে, মানুষ থেকে দূরত্ব অবলম্বন করে ঘরের কোণে অবস্থান করা উত্তম। তখন শয়তান তার কানে কানে বলে, নিজের জীবনের উপর কেন এ ধরনের কষ্ট কঠোরতা আরোপ করছ? তোমার সতীর্থ, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে কেউ এমনটা করে না। শয়তানের এহেন ফিসফিসানির জবাবে ফেরেশতা তাকে শিখিয়ে দেয় মানুষের সংসর্গ এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের সমাবেশে গমন একেবারেই ক্ষতিকর। আখেরাতের জন্য সর্বপ্রকারে অনিষ্টকর। তুমি যদি মুহূর্তকালের জন্য নিজেকে মানুষের সংসর্গ এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের

সমাবেশে গমন হতে ফিরিয়ে রাখ, তা হলে নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপ হতে বাঁচিয়ে রাখলে। গীবত হচ্ছে এমন মজলিসে গমন না করলে আখেরাতের জীবনে তুমি অবশ্যই এর মজা ভোগ করবে। এ সময় যদি তুমি প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং বন্ধু বান্ধবের অনুসরণ অনুগমন কর, তা হলে কেয়ামতে এর শাস্তি ভোগ করবে।

সুতরাং এ ব্যক্তি যদি হুশিয়ার,এবাদতগোজার এবং পুণ্যকর্মশীল হয়, তা হলে সে শয়তানের ফুসলানির উপর ফেরেশতার কথাকে প্রাধান্য দেয়। গীবত চর্চার মজলিসে গমন করে না। আর যদি সে গোনাহে জড়িত থাকে, শয়তানের অনুগত হয়, তা হলে এ প্রবৃত্তি শয়তানের কুমন্ত্রণা, ফুসলানি মেনে নেয়। সে ভাল কথাকে ভাবতে শুরু করে। কেননা, শয়তান হচ্ছে কুকুরের মত। খাদ্য খাবার নেই এমন জায়গায় কুকুর আসলে একবার তাড়ালেই ভেগে যায়। আর কোথাও যদি খাদ্য খাবার থাকে, তা হলে একবার তাড়ালেই কুকুর তথা হতে ভেগে যায় না; বরং কয়েক তাড়ালে তবেই ভাগে। অনুরূপ যে প্রবত্তি গোনাহ হতে মুক্ত পবিত্র, বার তা ফেরেশতার এক মুই বার বলাতেই শয়তান তার থেকে পলায়ন করে। 'আর যদি গোনাহগার হয়, তা হলে শয়তান তার উপর প্রবল হয়। প্রবলতা লাভ করতে সক্ষম হলে শয়তান মানুষকে খুবই কষ্ট দেয়। এ অবস্থায় সে পলায়ন করলেও যথেষ্ট কারী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়।

প্রতিকার

কেউ যখন দেখতে পাবে, তার বন্ধু বান্ধব মজলিস জমিয়ে বসেছে, মানুষের গীবত নিন্দাবাদ করছে, তার মনেও চায় সে মজলিসে যেতে, তখন ভাববে, বন্ধু বান্ধব, সতীর্থদের অনুসরণ অনুপমনে কোন ফায়দা নেই; বরং এতে আখেরাতের অনিষ্ট নিহিত রয়েছে। যদি এরূপ ধারণা হয়, যদি আমি বন্ধু বান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এবাদতে রত হই, তা হলে ভাদের কেউ আমাকে অহংকারী, কেউ উদ্ভ্রান্ত পাগল, কেউ বেওকুফ নির্বোধ বলবে; সুতরাং আমারও বন্ধু বান্ধবের মজলিসে অংশগ্রহণ করাই শ্রেয়। তা হলে বন্ধু বান্ধবের উল্লিখিত রূপ অপমানকর উক্তি হতে রক্ষা পাব। তখন এ বলে মনকে বুঝাবে বন্ধু বান্ধবদের ভৎসনা, তিরস্কার, অপমানকর উক্তি তো সামান্য সময়ের জন্য মাত্র। এর বিনিময়ে আখেরাতে সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে।। সুতরাং এখন সামান্য সময়ের জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে প্রতিরুদ্ধ করে রাখা কর্তব্য, তা হলে হাশরের ময়দানে এর সওয়াব লাভ করব। সামান্য সময়ের আনন্দ খুশীর জন্য সুদীর্যকাল পর্যন্ত দুঃখ কষ্ট ভোগ করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নয়। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণমুক্তভাবে লালনকারীদের সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রা) বলেন স্বপ্রবৃত্তিকে আরাম আয়েশে লালনকারী নিত্যদিন নিজের শত্রুকেই শক্তিশালী বানায়। জনৈক ব্যক্তি একটি নেকড়ের বাচ্চা পালন করেছিল। বড় হয়ে সেটি

তার মালিককেই চিরে ফেলে। অতএব, ভাবার বিষয়, চিকিৎসক যখন রোগীকে বলে, তিন দিন পর্যন্ত খাদ্য খাবার গ্রহণ না করলে তুমি এ রোগ থেকে মুক্তি পাবে, নয়তো তোমার রোগ আরও কঠিন হয়ে পড়বে। অবশেষে আফসোস অনুশোচনা করবে। শুধু ডাক্তারের উপর একবার বিশ্বাস করেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তিন দিন অভুক্ত থাকতে প্রস্তুত হয়ে যায়। যাতে খুব শিগগির সে সুস্থতা লাভ করতে পারে। অথচ চিকিৎসকের কথা সত্য হওয়া এবং বাস্তবেও তার কথিত রূপ হওয়া নিশ্চিত বিষয় নয়। এতদসত্ত্বেও তাড়াতাড়ি রোগমুক্তির আশায় রোগী চিকিৎসকের কথা মেনে নেয়। যেক্ষেত্রে একজন জাগতিক রোগের চিকিৎসকের উক্তির এরূপ মর্যাদা দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে পাপীতাপীদের আত্মিক রোগের সত্য চিকিৎসক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা কিভাবে গুরুত্বহীন বিবেচিত হতে পারে। তিনি এরশাদ করেছেন যে মানুষের দোষ বর্ণনা থেকে নিজের রসনাকে বিরত রাখবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দোষসমূহ গোপন রাখবেন। সর্বসাধারণ্যে জনসমাবেশে তাকে সজ্জিত অপমানিত করবেন না। সুতরাং সামান্য সময় বন্ধু-বান্ধব সতীর্থদের অনুসরণ করে বিনিময়ে পরকালের বিপদ খরিদ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এ কারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং পুণ্যবান ব্যক্তিগণ সতীর্থ বন্ধু-বান্ধবদের কথা মেনে নিতেন না। পঞ্চম কারণ-বদকার আলেমদের অনুসরণ গীবতের পঞ্চম কারণ হল বদকার আলেমদের অনুসরণ। সর্বসাধারণ মানুষ যখন দেখতে পায়, আলেমগণ অন্যের গীবত করতে কর কোন রকম চিন্তা ভাবনা করে না, নির্বাধে নির্ভয়ে অন্যের গীবত করে, তখন সর্বসাধারণ মানুষও গীবতে শরীক হয়। যদি কেউ তাদেরকে বলে- গীবত করো না। তখন তারা ঝটপট জবাব দিয়ে বসে, অমুক আলেম, অমুক বুযুর্গ নির্ভয়ে নির্বাধে এ ধরনের লোকদের গীবত করে থাকেন। সুতরাং আমাদের ভয় কিসের। যদি এটা নিষিদ্ধই হত তা হলে আলেমরা এর শরণাপন্ন হবেন কেন? নিম্নে আলেমদের অনুসরণে গীবতে জড়ানোর প্রতিকার প্রতিবিধান সম্পর্কে আলোচিত হচ্ছে

প্রথম প্রতিকার

যেসব আলেম মানুষের গীবত করে বেড়ায়, এ থেকে তওবা করে না, তাদের ব্যাপারে বুঝতে হবে, প্রকৃত অর্থে এরা আলেম পদবাচ্যই নয়। শুধু কিতাব পড়লেই এলেম অর্জিত হয় না, আলেম হওয়া যায় না। এলেম অনুযায়ী আমল করা হলে তবেই কোন মানুষ আলেম বুযুর্গ বলে কথিত হবার যোগ্য সাব্যস্ত হন। এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে হযরত শেখ সাদী (রঃ) বলেন- 'যত এলেমই হাসিল কর, তদনুযায়ী আমল না হলে তুমি কেওকুফ নির্বোধই রয়ে গেলে। কোন চতুষ্পদ জীবের উপর কিছু কিতাব চাপিয়ে দিলেই সে কোন অভিজ্ঞ জ্ঞানী মানুষে পরিণত হয় না।তাই কোন আলেম ব্যক্তিকে অন্যের গীবত করতে দেখলে সর্বসাধারণ মানুষের উচিত তাকে আলেম নয় বরং জাহেল মনে করা, কোনভাবেই এমন আলেমনামা ব্যক্তির অনুসরণ অনুকরণ

না করা। কেননা, মোমেনদেরকে কষ্টদানকারী আলেম মধুবিহীন মাছির মত। যে মাছি মানুষকে শুধু কষ্টই দেয়, তা দ্বারা কোন প্রকার উপকার হয় না।

দ্বিতীয় প্রতিকার

যে আলেম এলেম অনুযায়ী আমল করে না, যেমন সদা সর্বদা মানুষের গীবত করে, সে আল্লাহ তাআলার ক্রোধের পাত্র। কেয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সে তিরস্কৃত হবে এবং অত্যন্ত ধমক ও ভয়ভীতির সম্মুখীন হবে। অতএব, বেআমল আলেমদের নিন্দায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস, সাহাবায়ে কেরাম এবং মহামনীষীদের অনেক বাণী উদ্ধৃত রয়েছে।

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন-

ويْلٌ لِمَنْ لَهُ يَعْلَمُ مَرَةٌ وَوَيْلٌ لِمَنْ يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ سَبْعَ مَرَات ٍ
এলেমহীন ব্যক্তির প্রতি একবার আর বেআমল আলেমের প্রতি সাত বার লানত।-(এহইয়াউল উলুম আফাতুল এলম অধ্যায়)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- َاشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْم
ُالْقِيمَةِ لَمْ يَنْفَعُهُ عِلْمُه

কেয়ামতের দিন সে লোকের কঠিন শাস্তি হবে, যে নিজের এলোম দ্বারা উপকৃত হয়নি। অর্থাৎ এলেম অনুযায়ী আমল করেনি। -(বায়হাকী হতে কাশফুল গোম্মাহ আন আহওয়ালিল উম্মাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- مَثَلُ الْعَالِمُ الَّذِي يُعْلَمُ النَّاسُ وَتَنْسَى
ُنَفْسَهُ مِثْلُ الْفَيَلَةِ تضى عَلَى النَّاسِ وَتَحْرِقُ نَفْسَه
বেআমল আলেম যে নিজের কথা ভুলে দিয়ে অন্যকে উপদেশ প্রদান করে, তার উদাহরণ হচ্ছে সে 'মশালের ন্যায়, যার কারণে মানুষ আলো পায়, আর তা নিজে জ্বলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। -(বাযযার হতে আততারগীব ওয়াততারহীব)

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এরশাদ করেন, في كمثل امرأة زنت العلم ولا يَعْمَلُ به مثل الذي يتعلم العلم . فالتحض. تحَمَلَتْ فَقَهُ حَمْلها যে আলেম এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তার উদাহরণ হচ্ছে সে রমণীর, যে চুপিসারে যেনা ব্যভিচার করে। আর যখন মানুষের নিকট তার অপগর্ভের কথা প্রকাশ পায়, তখন সে কেমন লজ্জিত অপদস্ত হয়! আর যখন মানু

বেআমল আলেমও চুপিসারে ব্যভিচারিণী রমনীর মত প্রকাশ্যতঃ খুবই পরহেযগার মোস্তাকী, কিন্তু আভ্যন্তরীণ দিক কেয়ামতের দিন সে খুবই লজ্জিত হবে। থেকে সে আলেম নয়।-(এহইয়াউল উলুম আফাতুল এলম অধ্যায়)

জনৈক ব্যক্তি এক মাসআলা সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-কে বলল, বর্তমানকালের ফকীহগণ এ মাসআলায় এরূপ ফতোয়া দিয়ে থাকেন। হযরত হাসান বসরী (রঃ) লোকটির কথায় রুষ্ট হয়ে বললেন, বর্তমানে কোন ফকীহ নেই। কেননা, প্রকৃত ফকীহ তিনি, যিনি দুনিয়াবিমুখ, আখেরাত আকাঙ্ক্ষী এবং সর্বদা আল্লাহর এবাদতে নিরত থাকেন। বর্তমানকালে এমন কেউ নেই (তাম্বীহুল গাফেলীন আল-আমালু বিল-লেম অধ্যায়) হযরত মালেক বিন দীনার (রঃ) বলেন-

إِذَا لَمْ يَعْمَلِ الْعَالِمُ بِعِلْمِ ذلت مَوْعِظَتُهُ مِنَ الْقُلُوب -যে আলেম এলেম অনুযায়ী আমল করে না, তার হিতোপদেশ মানুষের অন্তরে স্থায়ী হয় না। -(এহইয়াউল উলুম আফাতুল এলম অধ্যায়)

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোআয রাযী (রঃ)-এর সূত্রে তাযকেরাতুল আওলিয়া গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে- তিন ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন করবে না। তারা হল জাহেল সুফী, রিয়াকার তেলাওয়াতকারী, উদাসীন আলেম। অর্থাৎ যে নিজের এলেম অনুযায়ী আমল করে না। বর্তমান কালের সর্বসাধারণ মানুষের অবস্থা হচ্ছে তারা মসজিদে বসে দুনিয়াবী আলোচনা এবং অন্যের দোষত্রুটি বর্ণনাপূর্বক হাসাহাসি করতে থাকলে কেউ যদি এ থেকে তাদেরকে বিবৃত হতে বলে, তখন তারা বলে, আলেমরাও তো এমন করে থাকেন; সুতরাং আমরা কেন করব না, এত আমাদের দোষটাই বা কি? তাদের এরূপ উক্তি যে কঠোর নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, এও তারা বুঝে না। কেননা, কেউ স্বইচ্ছায় আহান্নামে যেতে থাকলে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি তার সাথে জাহান্নামে যাবে না। তৃতীয় প্রতিকার কোন বেআমল আলেমের কর্মকাণ্ডের প্রতি দেখবে না; বরং তার হিতোপদেশ এবং সদুক্তিসমূহের প্রতি দেখবে। কেননা, কোন বেগ্রামদ আলেমকেও যদি গীবত দুরন্ত কিনা কেউ জিজ্ঞেস করে? তা হলে দে অবশ্যই জবাব দেবে, গীবত অকাট্য হারাম। তাই হযরত আলী (রাঃ)-এর, একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে। তিনি এরশাদ করেন- وَلَا تَنْظُرُ إِلَى مَنْ قَال ما قال লছে তা দেখ, বক্তার প্রতি দেখো না। ষষ্ঠ কারণ-ঈর্ষা গীবতের ষষ্ঠ কারণ ঈর্ষা। কেননা, মানুষ যখন অন্তরে কারো প্রতি ঈর্ষা তখন সে সদা সর্বদা ঈর্ষিত ব্যক্তির গীবত করেই সময় পোষণ করে, অতিবাহিত করে।

ঈর্ষার প্রতিকার অন্তরে কারো প্রতি ঈর্ষার সৃষ্টি হলে তা বের করে ফেলা আবশ্যক। সাথে সাথে নিজের রসনাকেও কেও প্রতিরোধ করে রাখবে । ঈর্ষাবশতঃ অন্যের গীবত করে, দোষক্রুটি চর্চা করে নিজের মহামূল্যবান সময় নষ্ট করবে না। সাথে সাথে এও মনে করবে, অন্যের প্রতি ঈর্ষা পোষণ কবীরা গোনাহ। সুতরাং এ থেকে অন্তর পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখা কর্তব্য। যদি কারো প্রতি মন প্রসন্ন না হয় তা হলে যথাসাধ্য তার গীবত ও নিন্দাচর্চা থেকে নিজের বসনা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। যাতে অন্ততঃ রসনা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, কারো দ্বারা এক গোনাহ অনুষ্ঠিত হলে এ পন্থা দ্বিতীয় গোনাহে জড়ানো থেকে উত্তম। সপ্তম কারণ-আল্লাহর দয়া অনুগ্রহের প্রতি আস্থা গীবতকারীকে কেউ এ গর্হিত অপকর্ম থেকে নিষেধ করলে ক নিষেধ। সে বলে, আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীম- অতিশয় দয়ালু, ক্ষমাশীল। তিনি আমাদের গোনাহসমূহ মাফ করে দিয়ে দয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তাআলার দয়া অনুগ্রহ এবং ক্ষমা গুণের প্রতি অতি আস্থাশীল হয়েও অনেকে গীবতের মত জঘন্যা গোনাহে জড়িয়ে পড়া।

প্রথম প্রতিকার এ কথা বুঝা দরকার, আল্লাহ তাআলা গাফুরুর রাহীম অতিশয় দয়ালু, ক্ষমাশীল, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু তিনি যে জাব্বার কাহহার অতিশয় প্রতাপশালী, শক্তি ক্ষমতাধিকারী; সুতরাং তিনি যে তাঁর দয়া এবং ক্ষমাশীলতার গুণে শুধু আমাদের প্রতি দয়া অনুগ্রহই করবেন, তাঁর প্রতাপ এবং নিরংকুশ শক্তি ক্ষমতা গুণ আমাদের উপর প্রয়োগ করবেন না, এর কি নিশ্চয়তা রয়েছে। নিতান্ত তুচ্ছ কোন গোনাহের কারণেও যদি তিনি আমাদেরকে পাকড়াও করেন, তা হলে আমাদের আমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। পক্ষান্তরে গীবত গোনাহে কবীরা। এর জন্য আল্লাহ তাআলা কেনে শাস্তিই দেবেন না- এটা কোন নিশ্চিত বিষয় নয়। যদি আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেন তা হলে আমাদের কি অবস্থা হবে? এ তয়ে আম্বিয়ায়ে কেরাম কেমন ভীত থাকতেন? নিজেদের সামান্য ক্রুটি বিচ্যুতি এবং পদস্খলনের জন্য কেমন কান্নাকাটি করতেন। অথচ তাঁদের জাহান্নামী হতে হবে না-এ ব্যাপারে তাঁরা আশ্বস্ত এবং নিশ্চিন্ত ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তাঁদের বর্ণিত অবস্থা। অথচ আমরা আপাদমস্তক গোনাহে ডুবে আছি, আমাদের কি অবস্থা হবে? একদিন হযরত দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর ভয়ভীতি ছেয়ে যায়, তিনি কান্নাকাটি আহাজারি করতে করতে পাহাড় জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে যান। -(এহইয়াউল উলুম আলআজিয়াউল খায়েফীন অধ্যায়)

দ্বিতীয় প্রতিকার

গীবত করার সময় এও ভাববে, আল্লাহ তাআলা আপন সত্তায় অতিশয় দয়ালু এবং ক্ষমাশীল বটে, কিন্তু গীবতের গোনাহ মাফ করা না করা বান্দার হক। এ ব্যাপারে বান্দা স্বাধীন। কেয়ামতের

দিন যদি কেউ কারো থেকে গীবতের হকপ্রাপ্তির ফরিয়াদ জানায়, তা হলে আল্লাহ তাআলা নিজের ইনসাফ আর ন্যায়বিচার গুণে ফরিয়াদী বান্দাকে সন্তুষ্ট করবেন।

অষ্টম কারণ-ক্রোধ

গীবতের আরেক কারণ ক্রোধ। কারো প্রতি মনে ক্রোধের সৃষ্টি হলে মানুষ সব সময় সর্বপ্রকারে তার দুর্নাম রটায়। তার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ অনুযোগ এবং গীবত করে।

প্রতিকার

কারো থেকে কোন প্রকারে কষ্ট পেলে তার প্রতি ক্রোধ না রাখা, তার গীবত না করা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অনুযোগ না করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। যদিও এরূপ স্থলে শয়তান মানুষকে অত্যন্ত কুমন্ত্রণা দেয় এবং সর্বপ্রকার অনিষ্ট সৃষ্টি করে।
এক যাহেদ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি জবাবে বললেন, বরং তুমি মানুষের সাথে মেলামেশা কর, তাদের প্রদত্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য কর কর। (নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোস্তাখাবুন নাফায়েস)

নবম কারন-মানুষ এর সাথে হাসিঠাট্টা করা

মানুষের সাথে হাসিঠাট্টা করাও গীবতের অন্যতম কারণ।
প্রতিকার

হাসিঠাট্টাজনিত কারণে যে মানুষের গীবত করে, তার জানা আবশ্যক, দুনিয়ায় যে অন্যকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে, কেয়ামতে সে হাসিঠাট্টার পাত্র হবে। মানুষকে হাসানোর জন্য যদি কেউ দুনিয়ায় অন্যকে ঠাট্টা মস্করা করে, তা হলে আজকে যাকে ঠাট্টা মস্করা করা হচ্ছে, কেয়ামতের দিন সাধারণ সমাবেশে তাকে ঠাট্টা মস্করা করা হবে

দশম কারন-মন্দ ধারণা পোষণ

কেউ কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করলে তার গীবত করে, তার সম্পর্কে
অভিযোগ অনুযোগ করে এবং তার দোষত্রুটি বর্ণনা করে।

প্রতিকার

জেনে রাখা আবশ্যক, কোন, মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ এবং তার গীবত করা নিষিদ্ধ। অকারণে কারো প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ একেবারেই নির্বুদ্ধিতা এবং আহমতীর পরিচায়ক। কেননা, প্রকৃত ব্যাপার অজ্ঞাত। । যে বিষয়ে আমরা মন্দ ধারণা পোষণ করে চলেছি, হয়ত তা সে মুসলমানের মাঝে নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- ُالظَّن يُخْطِي وَيُصِيب
-পোষিত ধারণা কখনও সত্য এবং কখনও বিভ্রান্তিকর হয়। সুতরাং নিছক ধারণার উপর নির্ভর করা অনুচিত। -(তাফসীর দোররে মনসুর) যদি কেউ কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করে, যে কারণে উক্ত মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তা হলে ভাবা উচিত, এ দোষ' বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতা সম্পর্কে কিরূপে জানা গেল? কেননা, এ বর্ণনাকারীর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। সে হয়ত মিথ্যা বলছে। উপরন্তু যে কোন মুসলমানের দোষ বর্ণনা করে সে গীবত করেছে। আর গীবতকারী ফাসেক পাপাসক্ত। সুতরাং ফাসেক পাপাচারীর কথার কোন গুরুত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা নেই।

যদি স্বয়ং কাউকে কোন পাপাচারে লিপ্ত দেখে তার প্রতি মন্দ ধারণা জন্ম নেয়; যেমন কেউ কাউকে যেনারত দেখে তার প্রতি মন্দ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, এ ক্ষেত্রে তার প্রতি মনে জন্ম নেয়া মন্দ ধারণা প্রতিরোধের পন্থা হল, মনে করবে, হয়ত সে এ থেকে তওবা করেছে। একবার শয়তান তার উপর বিজয়ী হয়েছে, আরেক বার সে শয়তানের উপর বিজয়ী হয়েছে

কোন মুসলমানের প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টির আরেক কারণ হচ্ছে তার মুখনিঃসৃত কথা। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট মন্দ ধারণা প্রতিরোধের উপায় হচ্ছে, মনে করবে, এ মুসলমান কথিত বাক্যের মর্ম হয়ত অন্য কিছু হবে। কেননা, কারো কোন কথার নির্দোষ মর্ম গ্রহণ করা গেলে সে ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিপূর্ণ মর্ম গ্রহণ একেবারেই ভুল।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- لا تظن بكلمة خرجت من أحبان سو، وَأَنتَ تَجِدُ لَ الخير محملة. لها في

-যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ভাইয়ের মুখনিঃসৃত কোন কথার ভাল মর্ম গ্রহণ সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কথার খারাপ অর্থ গ্রহণ অনুচিত। (তাফসীর দোররে মনসুর আহমদ ইবনে হাগলের সূত্রে)

একাদশতম কারণ- শাসক শ্রেণীর নিকট নিজের সম্মান মর্যাদা বাড়ানো অন্যের গীবত দুর্নাম করে শাসককে তার প্রতি ক্ষিপ্ত অসন্তুষ্ট করা, যাতে দরবার গরম এবং শাসক অন্যের প্রতি রুষ্ট হয় এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল, শাসকের নিকট নিজের সম্মান মর্যাদা বাড়ানো।

প্রতিকার

মনে করা দরকার, শাসক অথবা কোন ধনাঢ্য প্রভাবশালী ব্যক্তির গীবত করার ফলে গীবতকৃত ব্যক্তি অপদস্থ অপমানিত হয়েছে এবং নিজের সম্মান মর্যাদা বেড়েছে, কিন্তু এতে কোন উপকার নেই। কেননা, এ মান সম্মান ইহজাগতিক বিষয়। আর এ জগত একদিন বিলীন হয়ে যাবে। জাগতিক সুখ-শান্তি, আরাম আয়েশ, সম্মান মর্যাদা অনেক দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকলেও একদিন না একদিন তা নিশ্চিহ্ন নিঃশেষ হয়ে যাবেই। অবশেষে আল্লাহ তাআলার দরবারে কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

رسول الله ويشهد اني منْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخر اني رسول فَلْيَسَعْهُ بَيْنَهُ وَلَيَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ شر فَلْيَلِمْ خيرًا لِيَغْنِمُ أَو يسكت عن : وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا لِيَعْن -

যে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, তার উচিত মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর এবাদত করা এবং নিজের গোনাহের জন্যে কান্নাকাটি করা, আর যে আল্লাহ ও কেয়ামতের দিনের উপর ঈমান এনেছে, তার উচিত সব সময় ভাল কথা বলা, যাতে সে উপকৃত হয় এবং নিজের রসনাকে মন্দ বলা থেকে বিরত রাখা, যাতে সে আযাব থেকে নাজাত পেতে পারে। - (আততারগীব ওয়াততারহীব) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন,

من جهنم مَنْ أَكَلَ بِرُجُل مُسلِم أَكَلَةً فَإِنَّ اللهَ يُطْعِمُه مِثْلها . يكسوة مثله من جهنم مسلم فإن الله يكسوه مثلهم لى ثوباً يَرَجُل مُسلِم فَإِنَّا كسى যে গীবত করে কোন মুসলমানের এক গ্রাস পরিমাণ ভক্ষণ করে অথবা কোন কাপড় পরিধান করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামের খাদ্য খাওয়াবেন এবং আগুনের কাপড় পরিধান করাবেন।(আবু দাউদ)

এগারোতম কারন-মুসলমানকে অপমানিত করার সংকল্প

কোন মুসলমানকে অপমানিত করার এবং সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের মাঝে তার সম্মান মর্যাদা হ্রাস করার উদ্দেশেও অনেক সময় গীবত করা হয়।

প্রতিকার

অন্যকে সতীর্থ বন্ধুবান্ধব মহলে অপমানিত করার উদ্দেশে তার গীবত করতে নিজের মনে মনে ভাববে, ইহজাগতিক অপমান অপদস্থতা পরকালীন সম্মান মর্যাদা লাভের, পক্ষান্তরে দুনিয়ার মর্যাদা আখেরাতে অপমানিত অসম্মানিত হবার কারণ। আজ গীবত করে যাকে অসম্মানিত অপদস্থ করা হচ্ছে, আখেরাতে সে সম্মানিত আর গীবতকারী অসম্মানিত হবে। সেদিন গীবতকারীর নেকীসমূহ গীবতকৃতের আমলনামায় এবং যার গীবত করা হয়েছে তার বদীসমূহ গীবতকারীর আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে।
হযরত ইমাম গাযালী (রঃ) এরশাদ করেন- দুনিয়ায় তুমি মানুষের সম্মানহানি করে, তাদেরকে অপমান অপদস্থ করে আনন্দিত উৎফুল্ল হচ্ছ, কেয়ামতে তুমি কিরূপ অপমান অপদস্থ হবে, তোমার কিরূপ অনিষ্ট হবে, তুমি কেমন লজ্জিত অনুতপ্ত হবে, তা একটুখানি ভেবে দেখ। যেদিন মহান আল্লাহ সামনাসামনি তোমাকে সম্বোধন করবেন, সেদিন তুমি নিঃস্ব নিঃসম্বল এবং তুচ্ছ হবে, সেদিন তোমার কোন সমব্যথী সতীর্থ বন্ধু হবে না, তোমার সব নেকী নিঃশেষ হয়ে অধিকারের দাবীদারদের সব বদী তোমার আমলনামায় স্থানান্তরিত হবে, তখন তোমার কি দশা হবে। এরূপ চিন্তা করে গীবতের মাধ্যমে অন্যকে হেয় অপদস্থ করা হতে বিরত থাকবে।
ত্রয়োদশতম কারণ- নিজের নির্দোষিতার আকাঙ্ক্ষা

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণের আকাঙ্ক্ষা থেকেও অনেক সময় মানুষ অন্যের গীবত করে, যেমন কেউ কারো কোন দোষ বর্ণনা করল। এখন যার দোষ বর্ণনা করা হল সে তা বর্ণনাকারীর উপর আরোপের ধান্ধায় লেগে যায়। উদ্দেশ্য, নিজেকে মানুষের নিকট নির্দোষ নিষ্কলংক প্রমাণ করে নিজের দোষ বর্ণনাকারীকে হেয় অপদস্থ করা। যাতে মানুষ জানে বুঝে, এ লোক কথিত দোষ হতে মুক্ত পবিত্র। প্রতিকার

কেউ কারো অবাস্তব দোষ বর্ণনা করলে এক্ষেত্রে বুঝা উচিত, গীবতকারী তার উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এ অপরাধের শাস্তি দেবেন এবং আমাকে এর

বিনিময় প্রদান করবেন। আর যদি বর্ণনাকারী সত্য দোষই বর্ণনা করে থাকে তা হলে তার প্রতি রুষ্ট হবার কি আছে? বরং নিজের থেকে বর্ণিত দোষ বের করে ফেলার চেষ্টা করা উচিত। তা হলে মানুষ আর তাকে দোষী ভাববে না।

বারতম কারণ- প্রবৃত্তির আনন্দলাভ, মানুষকে হাসানো এবং মেয়েদের মন জয়ের জন্য গীবত করা

সমবয়সী সতীর্থ বন্ধু বান্ধবদের মজলিস জমলে তখন হাসতে মন চায় এবং হাসার জন্য দুনিয়ার সব কেস্সা কাহিনী বের হয়। আর মানুষের দোষ বর্ণনাপূর্বক উপস্থিত লোকজন হাসাহাসি করে। বলতে থাকে অমুক এক আজব পাগল, উদ্ভ্রান্ত, বাজে মানুষ, অমুক একেবারে পাজি, নিতান্তই বিশ্রী, কদাকার; অমুক অসচ্চরিত্রসম্পন্ন; এভাবে প্রত্যেকের দোষ বর্ণনা করে মজলিসে উপস্থিত লোকজন হাসাহাসি করে এবং আল্লাহর রহমত নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে মানস প্রকৃতি খামাখাই এবাদত হতে বীতশ্রদ্ধ হয়। যদি কেউ নিজের মানস প্রকৃতির উপর জোর খাটিয়ে এ মজলিসে না আসে, তা হলে উপস্থিতরা তার প্রতি ভর্ৎসনা তিরস্কার বর্ষণ করতে থাকে। বলতে থাকে অমুক এবাদতে অত্যন্ত মশগুল, সোজা, জান্নাতে চলে যাবে। এ ধরনের কথা বলে তারা সবাই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। প্রতিকার

এরূপ ক্ষেত্রে অনুধাবন করা উচিত, অন্যের আনন্দ খুশীর জন্য নিজের ক্ষতি করা নির্বুদ্ধিতার কাজ। কূপে পড়লে মানুষ খুশী হবে, আনন্দ লাভ করবে, এজন্য কেউ কূপে পড়ার মত নির্বুদ্ধিতার কাজ করে না। অনুরূপ কঠিন গরমে মানুষজন সূর্যোত্তাপে দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় কেউ যদি ছায়াময় আরামদায়ক। স্থান পায়, তা হলে সে নিজের জন্য আরাম পছন্দ করে তথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সে কঠিন সূর্যোত্তাপে দণ্ডায়মান লোকজনের অনুসরণ করে না। তা হলে বুঝা উচিত, গীবত করায় নিজেরই ক্ষতি এবং মানুষজনের অনুসরণ অনুগমনে নিজেরই লোকসান; সুতরাং এমন ক্ষতিকর অনুসরণ, হাসি এবং আনন্দ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

তেরতম কারণ-অন্যের দোষ বর্ণনা করে নিজের দোষ প্রতিরোধ

কেউ যদি বুঝতে পারে, অমুক লোক আমার গীবত করবে, শাসকের দরবারে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে, তা হলে সে আগ বাড়িয়ে সন্দেহভাজন লোকটির দোষ বর্ণনা করে দেয়। বলে অমুক আমার সাথে খুবই শত্রুতা রাখে। সে খুবই মিথ্যাবাদী। এতে তার উদ্দেশ্য, শাসক যেন। গীবতে বিশ্বাস করে তাকে খারাপ ভাবতে শুরু না করে।

প্রতিকার

এরূপ ক্ষেত্রে বুঝা উচিত, শাসকের দরবারে কারো আমার দোষ বর্ণনায় আমার দ্বীন-দুনিয়ার কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং তার গীবতে যেখানে আমার কোন ক্ষতি নেই, তখন তার গীবত করার কি দরকার? সে যদি আমার গীবত করেই, তবে নিজের আমলনামাই কালিমালিপ্ত করবে। তার নেকীসমূহ আমাকে দান করবে। দুনিয়ায় আল্লাহ যদি, আমার সহায় সাহায্যকারী থাকেন, তা হলে আমি সব বাধা পেরিয়ে যাব। সে যেভাবে আমার দোষ প্রকাশ করবে, অনুরূপ আল্লাহ তাআলাও তার দোষ প্রকাশ করে মানুষের সামনে তাকে হেয় অপদস্থ করবেন। কেননা, কোন মানুষ যখন অন্যের দোষ প্রকাশ করে, তখন আল্লাহ তাআলাও তার দোষ প্রকাশ করে দেন। সুতরাং গীবতের পিছনে পড়ে কোন লাভ নেই।

মহিলাদের গীবতের প্রবণতা

মহিলাদের মধ্যে গীবতের প্রবণতা একটি সামাজিক বাস্তবতা, যা মূলত বিভিন্ন মানসিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণের কারণে সৃষ্টি হয়। তবে এটি পুরুষদের মধ্যেও হতে পারে, এবং উভয় ক্ষেত্রেই ইসলামের দৃষ্টিতে এটি সমানভাবে নিন্দনীয়। জীবজন্তু যেমন ঘাসের সন্ধানে মাঠে মাঠে বিচরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে মহিলারাও গীবত নামক চারণভূমিতে বিচরণ করতে থাকে। কোথাও দুই মহিলা একত্রে বসলেই শুরু হয়ে যায় গিবত চর্চা করা। এটা যে একটা কবিরা গোনাহ; তখন সেটা তাদের জানাই থাকে না। আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

মহিলাদের মধ্যে গীবতের প্রবণতার কারণ:

1.**সামাজিক মেলামেশা ও আলাপচারিতা**:

মহিলারা সাধারণত বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বেশি মেলামেশা করেন এবং আলাপচারিতা করেন। এই আলাপচারিতার সময় অনেক সময় ব্যক্তিগত বা অন্য কারো জীবনের বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়, যা গীবতের রূপ নিতে পারে।

2.**ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা**:

- পারিবারিক, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থান নিয়ে ঈর্ষা মহিলাদের মধ্যে গীবতের একটি সাধারণ কারণ।
- যেমন: একজনের পোশাক, সৌন্দর্য, সন্তান, জীবনযাত্রা বা আর্থিক সমৃদ্ধি নিয়ে ঈর্ষা প্রকাশের মাধ্যমে নেতিবাচক আলোচনা করা।

3.**অবসর সময়ের অপব্যবহার**:

অনেক মহিলার কাছে পর্যাপ্ত বিনোদন বা গঠনমূলক কাজের অভাব থাকতে পারে। এতে তারা সময় কাটানোর জন্য অন্যদের নিয়ে আলোচনা শুরু করেন, যা অজান্তেই গীবতে রূপ নেয়।

4.**দ্বন্দ্ব বা রাগ**:

সম্পর্কের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বা বিরোধ থাকলে, তা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করতে গিয়ে গীবত হয়ে যায়।

- যেমন: আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের সাথে দ্বন্দ্ব নিয়ে অন্যদের সামনে অপমানজনক কথা বলা।

5.**গোষ্ঠীবদ্ধ চর্চা:**

- অনেক সময় একসঙ্গে বসে গল্প করার সময় অন্য কারো ত্রুটি বা দোষ নিয়ে আলোচনা একটি অভ্যাসে পরিণত হয়।

- এটি বিশেষত পরিবারিক বা বন্ধুমহলে হয়ে থাকে, যেখানে কথোপকথনের বিষয়বস্তু কম থাকে।

6.**নিজের অবস্থানকে তুলে ধরা**:

নিজের ভালো দিক তুলে ধরতে গিয়ে অন্যদের দোষ তুলে ধরা বা তাদের ভুল নিয়ে আলোচনা করার অভ্যাসও গীবতের প্রবণতা বাড়ায়।

7.**অপসংস্কৃতি ও মিডিয়ার প্রভাব**:

- টিভি শো, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বা গল্পগুজবকেন্দ্রিক সংস্কৃতি মহিলাদের গীবতের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট করতে পারে।

- অন্যের জীবন নিয়ে আগ্রহ এবং গোপনীয়তা নিয়ে আলোচনা করার এই সংস্কৃতি সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

গীবতের প্রবণতা শুধুমাত্র একটি সামাজিক নয়, বরং একটি আধ্যাত্মিক সমস্যা। মহিলাদের মধ্যে এর কারণগুলো অধিকাংশই আবেগ বা সামাজিক অভ্যাসের সাথে জড়িত। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে এবং নিজের জবান ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এটি একটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা, যা দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে।

বাঁচার উপায়

হযরত থানবী রহ. বলেছেন, মাঝে মাঝে দু'এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলেন যে, হুজুর, আমি আপনার গীবত করেছি। আমাকে মাফ করে দিন।

তখন আমি তাদেরকে বলি, এক শর্তে মাফ করে দিব। প্রথমে বলতে হবে, আমার কী গীবত করেছ? এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, যাতে আমি জানতে পারি, মানুষ আমার সম্পর্কে কী বলে! যদি আমার সামনে বলতে পারো তাহলে মাফ পেয়ে যাবে।

হযরত থানবী বলেন, আমার এরূপ করার পেছনে একটা কারণ আছে। তা হল, হতে পারে, যে দোষ আলোচনা করা হয়েছে, তা আমার মধ্যে বাস্তবেই আছে। সুতরাং দোষটা আমার জানা হয়ে

যাবে এবং এর মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ তাআলা এ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক আমাকে দিয়ে দিবেন।

তাই গীবতের প্রকৃত চিকিৎসা এটাই। এ চিকিৎসা গ্রহণ করা যদিও কষ্টকর, যদিও মনের উপর করাত চালিয়ে তারপর অন্যকে বলতে হবে,'আমাকে মাফ করে দাও, আমি তোমার গীবত করেছি।' তবুও এটাই আসল চিকিৎসা। দু'চার বার এই তদবির মত কাজ করলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে যাবে।

বুযুর্গানে দ্বীন অবশ্য গীবত থেকে বাঁচার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। যেমন হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন, যখন অন্যের দোষচর্চার কথা মনে পড়বে তখনই নিজের দোষগুলোর কথা চিন্তা করবে। ভাববে, কোনো মানুষই তো দোষমুক্ত নয়। আমার মধ্যেও তো এই দোষ আছে, ওই দোষ আছে... । সুতরাং অন্যের দোষচর্চা আমি কিভাবে করি! পাশাপাশি গীবতের শাস্তির কথা ও ভাববে। আল্লাহর নিকট দো'আ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা করুন । মজলিসে দোষ চর্চা হতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করবে। দোয়া করবি, হে আল্লাহ! এই মজলিসে গীবত শুরু হয়ে গিয়েছে; আমাকে হেফাজত করুন। এই জঘন্য পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন ।

গীবত থেকে বাঁচার সহজ একটি উপায়

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন, গীবত থেকে বেঁচে থাকার সহজ পদ্ধতি আছে। তা হল, অপরের আলোচনাই করবে না। ভালো কিংবা মন্দ সব আলোচনা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। কারণ শয়তান খুব ধূর্ত। যখন কারো প্রশংসা শুরু করবে এবং তার গুণ ও উত্তম অভ্যাসগুলো আলোচনা করবে তখন শয়তান তোমার বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। কোন ফাঁকে তোমার মগজে ঢুকিয়ে দিবে যে, আমিতো শুধু প্রশংসাই করে যাচ্ছি। তার ওই দোষও তো আছে; ওটা বলি না কেন? তখন তোমার কথার ধরন পাল্টে যাবে। বলবে, অমুক ভালো তবে এই দোষটি তার মধ্যে আছে। এভাবে 'তবে' শব্দটিই তোমার সব শেষ করে দিবে। পুরো আলোচনাটা গীবতে পরিণত করে দিবে। তাই হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেন, যথাসম্ভব অপরের আলোচনা থেকে বিরত থাকবে। ভালো-মন্দ কোনো মন্তব্যের প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ, একান্ত যদি করতে হয় তাহলে ভালো আলোচনাই করার জন্য কোমর বেঁধে বসবে। সতর্ক থাকবে শয়তান যেন ভুল পথে নিয়ে না যায়।

গীবত শুনার পরিবেশে করনীয়

কাউকে অন্যের গীবত করতে দেখলে তাকে অবশ্যই বাধা দিতে হবে। তা হলে আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন। যে মজলিসে কারও গীবত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তিই উপস্থিত থাকুক তাকে তা নিষেধ করা ওয়াজিব। যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হলে ওই মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]
সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালজ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তা’আলা কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা মায়িদা-২]

নবী করীম সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন'।-(হাসান হাদীস: মুসনাদে আহমাদ, ২৭৫৮৩; জামে তিরমিযী, ১৯৩১; শাইখ আরনাউত বলেন, হাদীসটি হাসান।)

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ
রাসূল সাঃ ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে, তখন সে তা হাত দিয়ে বাঁধা দিবে, যদি সে এতে সক্ষম না হয়, তাহলে মুখ দিয়ে বাঁধা দিবে, আর যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে মন ঘৃণা করবে, আর এটা দুর্বল ঈমানের আলামত। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪৯]

'একদা রাসূল সা. সাহাবাদেরকে নিয়ে তাবুক এলাকায় বসেছিলেন এমতাবস্থায় তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কাব ইবনে মালেক কোথায়? তখন বনী সালিমাহ্ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। তার সম্পদ ও আত্মগর্ব তাকে যুদ্ধ থেকে বিরত রেখেছে। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা, প্রত্যুত্তরে বললেন, হে ব্যক্তি। তুমি অত্যন্ত খারাপ উক্তি করলে। হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর কসম! আমরা তার ব্যাপারে ভালো ধারণাই রাখি।'-(সহীহ মুসলিম, ২৭৬৯১)

গীবতের কাফফারা

মানুষের কর্তব্য হচ্ছে যথাসম্ভব নিজের রসনা সংযত রাখা, যাতে রসনা দ্বারা অন্যের গীবত প্রকাশিত হয়ে নিজের দুনিয়া আখেরাত সব কিছুর বিনষ্টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে না পড়ে। কিন্তু কারো উপর শয়তান প্রবল হয়ে গেলে তার দ্বারা যদি কোন গোনাহ সংঘটিত হয় এবং তা নিছক আল্লাহর হক যেমন নামায রোযা ইত্যাদি পরিত্যাগজনিত গোনাহ হয়, তা হলে এর প্রতিকার হল, আল্লাহর দরবারে তওবা করা। কিন্তু তওবার জন্য অন্তরে লজ্জা অনুশোচনা, মুখে এস্তেগফার ক্ষমা প্রার্থনা এবং ভবিষ্যতে এ গোনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। বান্দা এসব শর্তের প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দয়া করবেন।

আর সংঘটিত গোনাহ যদি বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হয়, তবে শুধু তওবা দ্বারা মাফ হবে না। কেননা, হকের অধিকারী কেয়ামতের দিন তার হকের জন্য পাকড়াও করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত গোনাহের সাথে যে বান্দার হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া জরুরী। সুতরাং গীবত যেহেতু বান্দার হক সংশ্লিষ্ট, তাই শুধু তওবা দ্বারা তা মাফ হওয়া সম্ভব নয়; বরং যার গীবত করা হয়েছে তাকে সন্তুষ্ট করাও জরুরী।

সুতরাং জানা থাকা দরকার, গীবতের সাথে দুইটি হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কেননা, আল্লাহ তাআলা গীবত করতে নিষেধ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা মানুষের গোশত ভক্ষণ করো না। অতএব গীবতকারী এক সাথে আল্লাহ তাআলা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিরোধিতা ও শয়তানের তাবেদারী করে।

এর কাফফারা হল, গীবতের শাস্তির কথা স্মরণ করে চোখের পানি বহাবে এবং মুখে এস্তেগফার করবে।

বান্দার গীবতজনিত অধিকারের কাফফারা কি হবে, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে তওবা দ্বারাই গীবতের গোনাহ মাফ হয়ে যায়। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ লওয়ার দরকার নেই। দ্বিতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে তার প্রশংসা করা, আল্লাহর দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং কল্যাণ বরকতের দোআ করা জরুরী। এসব করলে তরেই গীবতকারী গোনাহ থেকে মুক্ত হবে। বিভিন্ন হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণী থেকেও এ মর্মার্থই বুঝা যায়। তৃতীয় দলের মতে, গীবতের গোনাহ মিটে যাওয়ার জন্য তওবার সাথে সাথে যার গীবত করা হয়েছে, তার থেকে মাফ লওয়াও জরুরী। গীবতের সংবাদ তার কাছে পৌঁছুক বা নাই পৌঁছুক। চতুর্থ দলের মতে, যার গীবত করা হয়েছে সে এ সংবাদ অবহিত হলে তবেই মাফ লওয়া জরুরী। অন্যথায় তার জন্য শুধু এস্তেগফার করাই গোনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট। নিম্নে গীবতের কাফফারা সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের বাণী, মনীষী বাণী এবং উপদেশমূলক ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ تَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ."

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ গীবতের কাফফারাহ্ হলো, গীবতকারী যার গীবত করেছে, তার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করবে এবং এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো।-(আদ্ দা'ওয়াতুল কাবীর লিল বায়হাক্বী ৪৭৮,মেশকাত ৪৮৭৭)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় এসেছেঃ

(إِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيبَةِ) গীবতের কাফফারার মধ্য হতে এটি একটি। অর্থাৎ যথাযথভাবে তাওবাহ্ করার পর গীবতের কাফফারার মধ্যে একটি হচ্ছে :

(ًأَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَه) তুমি যার গীবত করেছ তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

(ًتَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَه) এ কথা বলে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও। (এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যদি গীবতকারী দলবদ্ধ জামা'আত হয়, সেদিকে লক্ষ্য করে অথবা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করে)

হাদীসের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের ক্ষমা প্রার্থনা তখন হবে যখন গীবত তার নিকট না পৌঁছে। যদি গীবত তার কাছে পৌঁছে থাকে তাহলে অবশ্যই তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি নিতে হবে এভাবে : তার নিকট গিয়ে উক্ত কথা উল্লেখ করে ক্ষমা চাইবে। যদি তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রতিজ্ঞা করবে যে, যখনই তাকে পাবে তার নিকট গিয়ে ক্ষমা চাইবে। যদি সে ক্ষমা করে দেয় তাহলেই তার ওপর থেকে দায়িত্বমুক্ত হবে। আর যদি এ সমস্ত কাজ করতে অপারগ হয় গীবতকৃত ব্যক্তির মারা যাওয়ার কারণে বা তার অনুপস্থিতির কারণে সেক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং তার অনুগ্রহ ও দয়া কামনা করবে এবং প্রতিপক্ষকে নিজ দয়ায় যেন সন্তুষ্ট করে দেন সেই প্রার্থনা করবে। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদীসঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- গীবতের কাফফারা হল, যার গীবত করা হয়েছে, আল্লাহর দরবারে তার জন্য এস্তেগফার করা। -(বায়হাকীর সূত্রে তাফসীর দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

الْغَيْبَةُ أَشَدَّ مِنَ الزنا

-গীবতের গোনাহ যেনা হতেও কঠোর। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তা কেন? তিনি জবাবে এরশাদ করেন-

إن الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَسَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لا يغفرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُه ُ

-কেউ তওবা করলে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন। পক্ষান্তরে যার গীবত করা হয়েছে সে মাফ না করা পর্যন্ত গীবতকারী দায়িত্বমুক্ত হয় না। -(তাফসীরে দোররে মনসূর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- من القرني يَقْتَصُ لِلْخَلْقِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى لِلْخَلَجَاء . وَحَتَّى للدرة من الدرة

-কেয়ামতের দিন এক মাখলুক থেকে অন্য মাখলুকের বিনিময় লওয়া হবে। এমনকি যে শিংধারী বকরী শিংবিহীন বকরীকে মেরেছে, কেয়ামতের দিন শিংধারী বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর বিনিময় লওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা শিংবিহীন বকরীকে শিং দিয়ে দুনিয়ায় শিংধারী বকরীকে মারার আদেশ করবেন। শুধু তাই নয়; বরং এক অণুকণার হিসাব অন্য অণুকণা থেকে লওয়া হবে। (আহমদ আততারগীব ওয়াততারহীব)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

د كَانَ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْشَى فَلْيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارُ وَلَا دِرْهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ عَمَلٍ صالح أُخِذَ مِنْ مَظْلَمَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتِ أَحَدٌ مِنْ سيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. ِ

-যে কারো প্রতি কোন প্রকারে জুলুম করেছে, সে জুলুম সম্মানহানি অথবা সম্পদ আত্মসাতজনিত হোক, সে দিন আসার আগেই তার তা মাফ করিয়ে নেয়া উচিত, যেদিন কোন দীনার দেরহাম থাকবে না। যদি তার কোন নেক আমল থাকে তা হলে জুলুমের বিনিময়ে তা মজলুমকে দেয়া হবে। আর নেক আমল না থাকলে দাবীদারের বদআমলসমূহ তার উপর চাপানো হবে। -(বোখারী কেসাস অধ্যায়)

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন-

مَحَبَّةٌ مِنْهُ فِي أَمِّ الْكِتَابِ من ذكر خَطِيئَةً فَوَجَدَ قَلْبِهِ مَحَبَّةٌ مِنْهُ فِي

-যে গোনাহের কথা স্মরণ করে মনে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করে, তার আমলনামা থেকে সব, গোনাহ মিটে যায়। (এহইয়াউল উলূম তওবা অধ্যায়)

প্রথম ঘটনা

একদিন একটি পিপীলিকা হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের বুকের উপর বিচরণ করছিল। তিনি পিপীলিকাটিকে ধরে জমিনের উপর ছুঁড়ে মারেন। পিপীলিকাটি বলল, হে সোলায়মান! আপনি কেন এত বড় সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন। কেয়ামতের দিন নিরংকুশ ক্ষমতা প্রতিপত্তির অধিকারী আল্লাহর দরবারে কি আপনাকে দণ্ডায়মান হতে হবে না। এ কথা শুনতেই হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। তিনি

পিপীলিকাটিকে বলতে লাগলেন ওহে পিপীলিকা। আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও। পিপীলিকাটি বলল, তিন শর্তে আমি আপনাকে ক্ষমা করতে পারি। এক- যাজ্ঞাকারীকে বিমুখ করবেন না; দুই- অহংকারবশতঃ হাসবেন না; তিন যথাসাধ্য ফরিয়াদীর ফরিয়াদ পূর্ণ করবেন, তাতে বাড়তি কমতি করবেন না। হযরত সোলায়মান আলাইহিস সালাম এ শর্তত্রয় মেনে নিলে পিপীলিকাটি তাঁর অপরাধ ক্ষমা করে দেয়। ---(মুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোস্তাখাবুন নাফায়েস)
সুতরাং সবারই নিজেদের অপকর্মসমূহ থেকে তওবা করা এবং অন্যের গীবত থেকে বিরত হওয়া, যদি কারও গীবত করা হয়ে থাকে তবে তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। তা হলে হাশরের দিন আযাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

দ্বিতীয় ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) জনৈক স্ত্রীলোক সম্পর্কে বললেন, সে ঝগড়াটে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আয়েশা। তুমি মেয়েলোকটির গীবত করেছ। সুতরাং তোমার তার থেকে মাফ চেয়ে নেয়া আবশ্যক। -(কিমিয়ায়ে সাআদাত)

মনীষী বাণী:

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন-
تكفيه الْإِسْتِغْفَارُ دُونَ الاستخلال গীবতকারীর জন্য শুধু তওবাই যথেষ্ট। যার গীবত করা হয়েছে তার থেকে মাফ লওয়ার দরকার নেই।-(এহইয়াউল উলুম কাফফারাতুল গীবত অধ্যায়)

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রঃ) বলেন--

إِذَا اغْتَابَ رَجُلٌ رَجُلًا فَلَا يُخْبِرُ بِهِ وَلَكِنْ يَسْتَغْفِرُ الله
কেউ কারো গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে, তাকে না জানিয়ে বরং আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। -(তাফসীরে দোররে মনসুর)

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন- كَفَّارَةُ أَكْلِكَ لَحْمَ أَخِيكَ أَن تَثْنَى عَلَيْهِ بِخَيْرٍ وَتَدْعُو له.
-ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ অর্থাৎ গীবতের কাফফারা হল, তার প্রশংসা করবে, তার জন্য কল্যাণ বরকতের দোআ করবে। -(এহইয়াউল উলূম-কাফফারাতুল গীবত অধ্যায়)

হযরত আবু আসেম (রঃ) বলেন, আমি যখন থেকে শুনেছি, গীবত হারাম, তখন থেকে আমি কারো গীবত করিনি। -(ইমাম দ্যমেরী: হায়াতুল হায়ওয়ান, ফীল (হাতী)-এর আলোচনা)

গীবত ও তওবা

সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামের ঐক্যমতে গীবত করা হারাম।ইমাম কুরতুবী রাহ বলেন,গিবত কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, এতে কারো দ্বিমত নেই। ইমাম নববী এবং ইমাম গাযযালী রাহ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে যায়,তার জন্য উচিৎ সাথে সাথেই তাওবাহ করে।তাওবাহ আল্লাহর হক্ক।তাওবাহর তিনটি অংশ রয়েছে।যথাঃ-
(ক)বর্তমানে গোনাহ থেকে তাওবাহ করা।
(খ)উক্ত গোনাহের কাজের উপর লজ্জিত হওয়া।
(গ)ভবিষ্যতে উক্ত গোনাহে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

গীবতের অপরাধ ক্ষমা করা

কেউ কারো গীবত করলে যার গীবত করা হয়েছে সে গীবতকারীর উপর অধিকারপ্রাপ্তির দাবীদার হয়। কিন্তু গীবতকারী লজ্জিত তাকে মাফ করে দেয়া কর্তব্য। যদিও তা জরুরী নয়। কেননা, প্রাপ্য অধিকার মাফ করে দেয়া কারো উপর ওয়াজিব নয়। তাই

হযরত সায়ীদ ইবনুল মোসাইয়াব (রঃ) বলেন- لَا أَحَبِّلُ مِنْ الْمِين

-যে আমার উপর জুলুম করেছে, আমি তার এ কাজ কখনও হালাল করিনা। অর্থাৎ তাকে ক্ষমা করব না। কেননা, তার নিকট অধিকার পাওনা থাকায় আমার উপকার নিহিত রয়েছে। (এহইয়াউল উলূম) তবে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া এবং কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তার হিসাব ফেলে না রাখা একনিষ্ঠ আবেদ এবং মোত্তাকীদের মর্যাদার উপযোগী। কেননা, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কেউ বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তাকে ক্ষমা করে গোনাহ থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দেয়াই আল্লাহ তাআলার রীতি।

বর্ণিত আছে, হযরত যয়নুল আবেদীন বিন হোসাইন বিন আলী (রাঃ) সকালে ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলতেন শর্মর্ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَ a tes اليوم بعرضي لِمَنْ يَغْنَا بَنِي করবে, তাকে আমি আমার মর্যাদা সদকা করে দিলাম। অর্থাৎ, তার গীবতে আমি অসন্তুষ্ট মনোক্ষুণ্ণ হব না, তাকে পাকড়াও করব না।

(ইমাম দামেরী হায়াতুল হায় ওয়ান) নিম্নে গীবতের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার ফর্মালত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- إِذَا خَرَجَ مِن بشه ابعجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَكُونَ كَأَبِي مُضَمَ كَانَ إِذَا قَالَ اللہ اني تصدقْتُ بِعِرْضِي عَلَى النَّاس . - তোমাদের কেউ কি আবু যমযমের মত হতে অপারগ। অর্থাৎ, প্রত্যেকেরই আবু যমযমের মত হওয়া উচিত। সে যখন স্বগৃহ থেকে বাইরে গমনোদ্যত হত, তখন বলত- হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার সম্মান মর্যাদা মানুষের জন্য সদকা করে দিলাম। যদি কেউ আমার গীবত করে তা হলে আমি তাকে পাকড়াও করব না, অভিযুক্ত করব না। কেননা, আমি তার জন্য গীবত হালাল করে দিয়েছি। -(এহইয়াউল উলুম)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন-

إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ عَفَا عَمَّنْ ظَلَمَه.ُ

-জান্নাতের মহামর্যাদাবান এক দরজা রয়েছে। এ দরজা দিয়ে সে ব্যক্তিই প্রবেশ করবে, যে তার উপর জুলুমকারীকে ক্ষমা করে দেবে। -(নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস-আল এহসান ইলাল ইয়াতীম অধ্যায়)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন- ثَلَاثَ مَنْ كُنْ فِيهِ حَاسَبَها الله حِسَابًا يَسِيرًا وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ قَالُوا وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ قَال تعطى مَنْ حَرَمَانَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَك

-তিনটি স্বভাব বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে থাকবে, আল্লাহ তাআলা তার হিসাব সহজ করে দেবেন এবং নিজ রহমতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোন, সে তিনটি কি? তিনি এরশাদ করলেন, তা হচ্ছে যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে দান করবে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়বে, আর যে তোমার উপর জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করবে। (তিবরানীর সূত্রে আততারগীব ওয়াততারহীব, নুযহাতুল মাজালেস ওয়া মোন্তাখাবুন নাফায়েস)

আমরা এখানে জবান দ্বারা সংঘটিত গুনাহর কথা আলোচনা করলাম। গুনাহগুলোর ভয়াবহতা আপনারা হাদিসের আলোকে জানতে পেরেছেন। এসব গুনাহ যে পরিমাণের জঘন্য, আমরা সে পরিমাণে উদাসীন। আমাদের জবান লাগামহীনভাবে চলেছে তো চলেছেই। থামার কোনো নাম

নেই। যবান নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মাফিক তাকে পরিচালিত করুন। এর কারণে আজ পরিবারের পর পরিবার বিরান হয়ে যাচ্ছে।

পরস্পর মতানৈক্য, ফিতনা-ফাসাদ ও শত্রুতা বেড়েই চলছে। কী আপন কী পর; সকলেই পরস্পরের দুশমনে পরিণত হচ্ছে। দুনিয়ার এসব ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও আখেরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি তো আছেই। আল্লাহই জানেন, দুনিয়াতে এর কারণে কত ফেতনা জন্ম নিচ্ছে।

আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করুন। এর ভয়াবহতা ও কদর্যতা উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। বাঁচার উপায়সমূহের উপর আমল করার তৌফিক দিন। আমিন।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

সহায়ক গ্রন্থ

১.গীবত
ইমাম গাজ্জালী (র)
সাইয়েদ আবদুল হাই লাখনাবী (র)
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (র)

২.গীবত বা পরনিন্দা
মূল:সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (র)

অনুবাদ
শাইখুল হাদীস মাওলানা মোহাম্মদ আজিজুল হক

পরিবেশনায়:সোলেমানিয়া বুক হাউস

৩.গীবত ও তওবা
গীবতের ভয়াবহ পরিণতি, গীবত থেকে বাঁচার উপায় ও তওবা করার পদ্ধতি

সম্পাদনা
সংকলনে
মোহাম্মাদ ইমাম হোসাইন কামরুল
শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক আলী

৪.কোরআন হাদিসের আলোকে গীবত চোগলখোরী, পরনিন্দা, হিংসা ও বিদ্বেষ
ফজলুদ্দীন শিবলী

প্রকাশক:মাকতাবাতুত তাসনীম

৫.গীবত ভয়াবহ পরিণতি ও পরিত্রাণের উপায়
মুহাম্মাদ আবদুল হাই বিন শামসুল হক

৬.গীবত
মূল : সাইয়্যেদ আবদুল হাই লাখনভী (রঃ), মাওলানা মওদূদী (র), ইমাম গাজ্জালী (র), ইমাম নববী (র)

অনুবাদ:অধ্যাপক মাওলানা মিনহাজুল ইসলাম
সম্পাদনা:আহমদ শামস

৭.গীবত ও তার ভয়াবহতা
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ার এলাহী জাহিদ

প্রকাশক: আবু সাবিত
মক্কা প্রকাশন

সহায়ক লিংক:

https://at-tahreek.com/article_details/11309
https://ifatwa.info/
https://quraneralo.net/gibot/
https://muslimbangla.com/article/6/%E0%A6%97%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A4-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B9